বাংলাদেশের পরিবেশ
ও
টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো

[LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT IN BANGLADESH]

ডঃ একরাম হোসেন

কাজী হাসান ইমাম

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

জুন, ১৯৯৮

বাংলাদেশের পরিবেশ
ও
টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো

[LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENT
AND
SUSTAINABLE AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT
IN
BANGLADESH]

ডঃ একরাম হোসেন
কাজী হাসান ইমাম

1997–1998

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
জুন, ১৯৯৮

গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন মূল্যায়নকারীদ্বয়ের অনুমোদন

গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো

[LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT IN BANGLADESH]

(এ. কে. এম. মুসা)
পরিচালক (প্রশাসন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
ও
মূল্যায়নকারী
সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প

(এ. আর. খান)
মহা-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা
ও
মুল্যায়নকারী
সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো বা ***LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT IN BANGLADESH*** শীর্ষক গবেষণাটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিচালিত প্রথম প্রয়াস । নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যাঁরা এ গবেষণা কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ ।

মূল্যায়নকারী হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক জনাব এ. আর. খান ও কেন্দ্রের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এ. কে. এম মুসা গবেষণা প্রতিবেদনটির ওপর তাঁদের মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণে তাঁদের মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন । যাচাই-তালিকা প্রণয়ন, জরীপ কার্য পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহে গবেষণা সহযোগী হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক জনাব বণিক গৌর সুন্দর ও জনাব আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান এবং কেন্দ্রের মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরিফুর রহমান । কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর কাজে মিসেস নুসরাত সারমিন যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন ।

এঁদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কোনভাবেই সম্ভবপর হ'ত না । আমরা আবারো তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি, এ গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল সংশ্লিষ্টদের উপকারে আসবে ।

(কাজী হাসান ইমাম)
উপ-পরিচালক
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
ও
যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক
সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প

(ডঃ একরাম হোসেন)
রেক্টর
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
ও
প্রকল্প পরিচালক
সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প

সূচিপত্র

ক্রমিক			বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
i			প্রতিবেদন মূল্যায়নকারীদ্বয়ের অনুমোদন	i
ii			কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ii
iii			সূচিপত্র	iii-vii
iv			শব্দ-সংক্ষেপ	viii
v			পরিভাষা	ix-x
১.০			প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা	১-৯
	১.১		ধারণা ও ইস্যুসমূহ	২-৬
	১.২		গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো	৬-৭
	১.৩		গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ	৮
	১.৪		গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা	৮-৯
২.০			দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ	১০-১১
	২.১		তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	১০-১১
		২.১.১	যাচাই-তালিকা প্রণয়ন	১০
		২.১.২	তথ্য সংগ্রহ	১০
	২.২		তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১১
	২.৩		প্রতিবেদন সংগঠন পদ্ধতি	১১
৩.০			তৃতীয় অধ্যায় ঃ পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ/আইনগত কাঠামো	১২-৯৭
	৩.১		গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	১২-১৫
	৩.২		পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম	১৬-২১
		৩.২.১	পরিবেশ নীতি, ১৯৯২	১৬-১৭
		৩.২.২	পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা, ১৯৯২	১৮-২১
	৩.৩		পরিবেশ সংরক্ষণ	২১-৩০
		৩.৩.১	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	২১-২৪
		৩.৩.২	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭	২৪-২৫
		৩.৩.৩	কৃষি নীতি	২৫
		৩.৩.৪	কৃষি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা	২৫-২৭
		৩.৩.৫	জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (*NEMAP*), ১৯৯৫	২৭-৩০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৩.৪	কৃষি ও কৃষি রসায়ন	৩০-৬১
	৩.৪.১ কৃষি ও সেচ	৩১-৪৩
	ক. The Canals Act, 1864	৩১
	খ. The Irrigation Act, 1876	৩১-৩৫
	গ. The Agricultural and Sanitary Improvement Act, 1920	৩৫-৩৭
	ঘ. The Tanks Improvement Act, 1939	৩৭-৪০
	ঙ. The Bangladesh Irrigation Water Rate Ordinance,1983	৪১-৪৩
	৩.৪.২ কীট ও মান নিয়ন্ত্রণ	৪৩-৫২
	ক. The Destructive Insects and Pest Act, 1914	৪৩
	খ. The Agricultural Pests Ordinance, 1962	৪৪-৪৫
	গ. The Agricultural Pesticides Ordinance, 1971	৪৫-৪৯
	ঘ. The Seeds Ordinance, 1977	৪৯-৫২
	৩.৪.৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫২-৬১
	ক. The Agricultural Development Corporation Ordinance, 1961	৫২-৫৬
	খ. The Bangladesh Rice Research Institute Act, 1973	৫৬
	গ. The Jute Research Institute Act, 1974	৫৬-৫৭
	ঘ. The Bangladesh Agricultural Research Institute Ordinance, 1976	৫৭
	ঙ. The Bangladesh Rural Development Board Ordinance, 1982	৫৭-৫৮
	চ. The Bangladesh Institute of Nuclear Agricultural Ordinance, 1984	৫৮-৫৯
	ছ. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ১৯৯৬	৫৯-৬০
	জ. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট আইন, ১৯৯৬	৬১
৩.৫	ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	৬১-৭৭
	৩.৫.১ মালিকানা ও শ্রেণীবিন্যাস	৬১-৭২
	৩.৫.১.১ ভূমি মালিকানা ও মালিকানার পরিবর্তন	৬১-৬৮
	ক. The Bangladesh Land Holding Limitation Act, 1972	৬১-৬২
	খ. The Transfer of Property Act, 1882	৬২-৬৩
	গ. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950	৬৪-৬৬
	ঘ. The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 1982	৬৬-৬৮
	৩.৫.১.২ পতিত জমি (*Waste Land*)	৬৮-৭০
	ক. The Acquisition of Wasteland Act, 1950	৬৮-৬৯
	খ. The Culturable Waste Land (Utilization) Ordinance, 1959	৭০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	৩.৫.১.৩ ভূমি সংস্কার	৭০-৭১
	ক. The Land Reforms Ordinance, 1984	৭০-৭১
	৩.৫.১.৩ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি	৭২
	ক. The Mussalman Wakf Validating Act, 1913	৭২
	৩.৫.২ ভূমি ব্যবহার	৭৩-৭৪
	ক. The Development Act, 1935	৭৩-৭৪
	৩.৫.৩ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	৭৪-৭৭
	ক. বাংলাদেশ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০	৭৪-৭৬
	খ. রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯	৭৭
	গ. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯	৭৭
৩.৬	পানি সম্পদ	৭৭-৮২
	৩.৬.১ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি	৭৮-৮২
	ক. The Embankment and Drainage Act, 1952	৭৮-৮২
	৩.৬.২ ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ	৮৩-৮৪
	ক. The Ground Water Management Ordinance, 1985	৮৩-৮৪
	৩.৬.৩ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ	৮৪-৯০
	ক. The Bangladesh Water and Power Development Boards Order, 1972	৮৪-৮৭
	খ. The Rural Electrification Board Ordinance, 1977	৮৭
	গ. পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২	৮৭-৮৮
	ঘ. Statute of the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission, 1972	৮৮-৯০
৩.৭	বিবিধ আইনসমূহ	৯০-৯৭
	৩.৭.১ কৃষি ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত আইনসমূহ	৯০-৯৫
	ক. The Juvenile Smoking Act, 1919	৯০-৯১
	খ. The BIDI Manufacture (Prohibition) Ordinance, 1975	৯১-৯২
	গ. The Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937	৯২-৯৩
	ঘ. The Imports and Exports (Control) Act, 1950	৯৩
	ঙ. The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964	৯৪-৯৫
	৩.৭.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	৯৫-৯৭
	ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০	৯৫-৯৭

ক্রমিক	*বিষয়*	*পৃষ্ঠা সংখ্যা*
৪.০	চতুর্থ অধ্যায় ঃ পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ/আইনগত কাঠামো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৯৮-১১৮
৪.১	সামষ্টিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৯৮-৯৯
৪.২	ব্যাষ্টিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৯৯-১১৮
৪.২.১	সংবিধান, নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা	১০০-১০১
৪.২.১.১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	১০০
৪.২.১.২	পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম	১০০-১০১
৪.২.২	পরিবেশ সংরক্ষণ	১০২-১০৫
৪.২.২.১	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	১০২-১০৩
৪.২.২.২	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭	১০৩
৪.২.২.৩	কৃষি নীতি	১০৩
৪.২.২.৪	কৃষি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা	১০৩-১০৪
৪.২.২.৫	জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (*NEMAP*), ১৯৯৫	১০৪-১০৫
৪.২.৩	কৃষি ও কৃষি-রসায়ন	১০৫-১০৮
৪.২.৩.১	কৃষি ও সেচ	১০৫-১০৭
৪.২.৩.২	কীট ও মান নিয়ন্ত্রণ	১০৭-১০৮
৪.২.৩.৩	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	১০৮
৪.২.৪	ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১০৮-১১২
৪.২.৪.১	মালিকানা ও শ্রেণীবিন্যাস	১০৯-১১০
৪.২.৪.২	ভূমি ব্যবহার	১১০-১১১
৪.২.৪.৩	ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১১১-১১২
৪.২.৫	পানি সম্পদ	১১২-১১৬
৪.২.৫.১	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি	১১৩-১১৫
৪.২.৫.২	ভূ-গর্ভস্থ পানি	১১৫-১১৬
৪.২.৫.৩	সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ	১১৬
৪.২.৬	বিবিধ আইনসমূহ	১১৭-১১৮
৪.২.৬.১	কৃষি ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত আইনসমূহ	১১৭
৪.২.৬.২	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	১১৭-১১৮

ক্রমিক	*বিষয়*	*পৃষ্ঠা সংখ্যা*
৫.০	পঞ্চম অধ্যায় ঃ নীতি-পরামর্শ ও উপসংহার	১১৯-১২১
৫.১	নীতি-পরামর্শ	১১৯-১২১
৫.২	উপসংহার	১২১
	সংযোজনী-১ ঃ যাচাই-তালিকা	১২২-১২৬
	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	১২৭-১৩১

শব্দ-সংক্ষেপ

ECNEC	=	Executive Committee of the National Environment Council
NEC	=	National Environment Council
NEMAP	=	National Environment Management Action Plan

পরিভাষা

অণু-পুষ্টি	=	Micro-nutrients
অর্থনৈতিক *প্রেসার গ্রুপ*	=	Economic Pressure Group
অপরিণামদর্শী	=	Indiscriminate
অবস্থানপত্র	=	Status Paper
আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসুতা	=	Sustainability
উদার বাণিজ্যনীতি	=	Trade Liberalization
উপজাত	=	By-Product
এক-ফসলী চাষাবাদ	=	Mono-Cropping
খাত	=	Sector
গণ-ইস্যুসমূহ	=	Public Issues
ঘনঘন	=	Frequently
জলগতি বিজ্ঞানীয়ভাবে	=	Hydraulically
জাতীয় পরিবেশ কাউন্সিল	=	National Environment Council
জাতীয় পরিবেশ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি	=	Executive Committee of the National Environment Council
জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মক্রম পরিকল্পনা	=	National Environment Management Action Plan
জীবন প্রতিপালন পদ্ধতি	=	Life Support System
টেকসই	=	Sustainable
নিয়ন্ত্রণ চাবিকাঠি	=	Regulatory Mechanism
নীতি-নির্দেশক	=	Guidelines
নীতি-পরামর্শ	=	Policy Suggestion
পরিবেশগত মূলধনপুঞ্জ	=	Environmental Capital Accumulation
পুনর্সঞ্চয়ন	=	Recharge
পূর্ব-পরীক্ষা	=	Pre-Test
প্রচলিত বিশ্বাস	=	Traditional Belief
প্রজনন সম্পদ	=	Genetic Resources
প্রভাবিত	=	Dominated
ফলাবর্তন তথ্য	=	Feed-back Information
বসতভিটা উৎপাদন ব্যবস্থা	=	Homestead Production System
বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	=	Implementing Machinery
বাস্তব্যরীতি	=	Ecological System
বেসরকারী/ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত	=	Private Sector
ভান্ডার	=	Reservoir
ভূ-গর্ভস্থ পানি	=	Ground Water
ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিদপ্তর	=	Directorate of Ground Water
ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি	=	Surface Water
মরুময়তা	=	Desertification
যাচাই-তালিকা	=	Check-List
লোক-জ্ঞান	=	Folk-Wisdom
সম্বোধিত	=	Addressed
সন্তরণ-উৎপাদ	=	Input-Output

সহজতর প্রবেশাধিকার	=	Easy Access
সংকীর্ণ ব্যবচ্ছেদিত অঞ্চল	=	Closely Dessected Area
সাধারণ নদী ব্যবস্থা	=	Common River System
সামাজিক *প্রেসার গ্রুপ*	=	Social Pressure Group
সুশীল সমাজ	=	Civil Society
সেচ-পানি	=	Irrigation Water
স্বাদু পানি	=	Fresh Water
স্থৈতিকতা	=	Potentiality
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ	=	State Acquisition

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা

টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপনা, যা সম্পদকে দীর্ঘস্থায়ী করে। ব্রুণ্ডটল্যান্ড কমিশনের টেকসই উন্নয়ন ---- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর সামর্থকে বিপন্ন না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর উন্নয়ন[১] ---- ধারণার আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো এমন এক ধরনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা, যা প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ও অধিকতর নিরপেক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থানীয় ও বিশ্ব পরিবেশকে সংরক্ষণ করে এবং সঠিক অর্থে জীবনের মানোন্নয়ন ঘটায়[২]। যদিও পরিবেশের মত সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বৈশিষ্ট বিদ্যমান[৩], তথাপি কোন দেশের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঐ দেশের নীতি-কাঠামো ও তার বাস্তবায়ন পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে *হোওয়ার্ড প্যাক* মতামত দিয়েছেন যে, বিদ্যমান লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতি গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতির সামষ্টিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব[৪], যা প্রকারান্তরে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত করে। তবে ধারণাগত দিক থেকে এ ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির পরিবেশসম্মত ব্যবহার আবশ্যক। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের মারাত্মক অবক্ষয় মূলত গৃহীত বৃহদাকার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন থেকে উদ্ভূত নয়; বরং ছোট ছোট অনেক কৃষি কার্যক্রমের একত্রিত বা পুঞ্জিভূত প্রতিক্রিয়াই এজন্য দায়ী। কেননা, এ সকল ক্ষুদ্র কৃষি কার্যক্রম পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ বা বিধিমালা কর্তৃক অনুশাসিত হওয়ার সুযোগ থাকেনা[৫]। এ কারণে সংশ্লিষ্টদেরকে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উজ্জীবিত করণে বিদ্যমান নীতিমালায় প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক পরিবর্তন আনা অত্যাবশ্যক[৬]।

---

১ Serageldin, Ismail. : Promoting Sustainable Development : Towards a new Paradism; *Valuing the Environment*, The World Bank, Washington D. C., 1994, p. 17.

২ Aminullah. : *Environment and Development*. Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar, 1992, p. 1.

৩ যে কোন দেশের সম্পদ ব্যবস্থাপনার টেকসই ধারা এককভাবে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং পার্শ্ববর্তী বা আঞ্চলিক দেশের বা বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির জন্যও ঐ দেশের বিশেষ সম্পদের অবক্ষয় ঘটতে পারে।

৪ Dugar, B. R. : Sustainable Development for Peaceful Co-existence; in : Shastreev Nalin K. ed. *: Environmental Resource Management*. Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 56-57.

৫ Repetto, Robert. : Economic Incentives for Sustainable Production; in : Schramm, Gunter and Warford, Jeremy J. ed. : *Environmental Management and Economic Development*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and Londonv 1994, p. 69.

৬ ibid.

সাধারণভাবে প্রণীত নীতিমালায় একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন থাকে। সুতারাং নীতিমালার আলোকে গৃহীত সমন্বিত পরিবেশ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, জীবনযাপন পদ্ধতির উন্নয়ন, অপেক্ষাকৃত ভাল উৎপাদনশীলতা ও সুব্যবস্থাপিত বাস্তব্যরীতি (*Ecological System*) এবং নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দুয়ার সম্প্রসারণ করা সম্ভব[৭]। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেনা, বরং বাস্তব্যরীতি ধ্বংস করার পরিবর্তে তার পুনর্জন্ম ঘটায়[৮]। সুষ্ঠু বাস্তব্যরীতি হচ্ছে জীবন প্রতিপালন পদ্ধতির (*Life Support System*) এক অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য ও স্বয়ংক্রিয় অনুশাসক। বাস্তব্যরীতির কোন স্তরে ব্যাত্যয় ঘটলে তার ফলশ্রুতিতে জীবন প্রতিপালন পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ে এবং সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় আসে। এজন্য প্রণীত নীতিমালার আলোকে গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত ও যথার্থ আইন ও আইনী অনুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে।

১.১ ধারণা ও ইস্যুসমূহ

কোন রাষ্ট্রের প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সুব্যবস্থিত আইনগত কাঠামো। পরিবেশ সম্মত ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো হচ্ছে একটি বিকল্পবিহীন নিয়ন্ত্রণ চাবিকাঠি (*Regulatory Mechanism*)। সুষ্ঠু ও শক্তিশালী আইনগত কাঠামো ছাড়া কোন দেশের টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বর্তমান গবেষণায় আইনগত কাঠামো বলতে (১) প্রয়োজনীয় আইনের ভিত্তি, (২) বিদ্যমান আইনসমূহ, (৩) বিদ্যমান আইনের প্রয়োগাবস্থা এবং (৪) আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

যে কোন সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় ঐ সরকারের রাজনৈতিক ও উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতি কোন আইন বা আইনী অনুশাসন নয়; তবে তা উন্নয়ন নীতি-নির্দেশক (*Guidelines*) এবং প্রকৃত বিচারে তা আইনগত কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। নীতির সাথে বিদ্যমান আইন সঙ্গতিহীন হলে, নীতি বাস্তবায়ন অর্থাৎ সরকারের উন্নয়ন দর্শন বাধাগ্রস্ত হবে অথবা নীতি বাস্তবায়নকে প্রাধিকার দিতে গেলে সেক্ষেত্রে আইন ও আইনী অনুশাসন লঙ্ঘিত হবে। বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের মত দুর্বল সরকার কাঠামো সম্পন্ন দেশে শেষোক্তটিই অধিক হারে সংঘটিত হতে দেখা যায়। তবে শক্তিশালী সুশীল সমাজের (*Civil Society*) অনুপস্থিতির কারণে[৯] এক্ষেত্রে গণ-ইস্যুসমূহে (*Public Issues*) সাধারণত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়না বিধায় আইনী অনুশাসন "লঙ্ঘিত" হওয়ার পরিবর্তে

---

৭ Shastree, Nalin K. : Managing Environmental Resources for Sustainability; in : Shastree, Nalin K. ed. : *Environmental Resources Management*. Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 25.

৮ Dugar, B. R. : Sustainable Development for Peaceful Co-existence; in : Shastreev Nalin K. ed. : *Environmental Resource Management*. Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 53.

৯ ইমাম, কাজী হাসান. ঃ পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা; *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭।

"উপেক্ষিত" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারের খাত ভিত্তিক বিভিন্ন নীতিমালার মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি থাকতে পারে। এক্ষেত্রেও আইনী অনুশাসন উপেক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিগত কয়েকটি সরকারের আমলেই প্রণীত নীতিমালায় দারিদ্র বিমোচন, বেসরকারীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা হয়েছে। কিন্ত এগুলোর বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। উদাহরণত আশির দশক থেকে বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে মুক্তবাজার অর্থনীতির আদলে গৃহীত উদার বাণিজ্যনীতি (*Trade Liberalization*) এদেশের কৃষি উৎপাদনে প্রত্যাশিত সফলতার বিপরীতে কেবল ব্যর্থতাই দিতে পেরেছে[১০]। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে (গ্রাম বাংলার কৃষি নির্ভর) সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্রুত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে আশির দশকে কৃষি ভর্তুকি তুলে দেয়া হয় এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির আদলে বেসরকারীকরণ নীতির আলোকে কৃষি উপকরণ বিপণন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। সুবিধাভোগী ব্যবসায়ীদের চাপে ধারণা দেয়া হয়েছিল যে, এতে কৃষি-উপকরণ সহজে ও অতি দ্রুত কৃষকের দোর গোড়ায় পৌছে যাবে এবং ফলশ্রুতিতে সকল স্তরে কৃষি উৎপাদনের ঢল নেমে আসবে। কিন্ত কার্যত তা হয়নি। মাত্র এক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ ব্যবস্থা ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণে বাজার-কেন্দ্রীকতায় সীমাবদ্ধ থেকেছে; প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এ সুবিধা পৌছেনি[১১]। এ ব্যবস্থা বৃহৎ খামারীদের কিছুটা সাময়িক উপকারে আসলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারীদের দুঃখ ভোগকে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রান্তিকতা বেড়েছে দ্রুতহারে। বাণিজ্যনীতির অপরিনামদর্শী উদারীকরণের ফলে পরিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের আমদানী ঘটছে। আর এগুলোর নির্বিচার ব্যবহার ভূমির উর্ব্বরা শক্তিকে উদ্বেগজনক হারে নষ্ট করে দিচ্ছে; উৎপাদন মূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সামগ্রিক উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে[১২]।

ব্রুন্ডটল্যান্ড কমিশনের টেকসই উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত, সঠিক ও প্রয়োজনীয় উপাত্ত, যার মাধ্যমে নিরূপিত চাহিদার আলোকে উন্নয়নের বর্তমান ধারা প্রতিফলিত হবে এবং স্থৈতিকতা (*Potentiality*) সহ ভবিষ্যত প্রাক্কলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে[১৩]। কিন্ত সঠিক ও প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাব আমদের দেশে প্রকট। গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অত্যন্ত দুর্বল তথ্য-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে ব্যর্থতা, প্রযুক্তি সমন্বয়নে ব্যর্থতা, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ব্যর্থতা এবং প্রণীত কর্মসূচি ও বাস্তব উপলব্ধির মধ্যকার বিস্তর ব্যবধান ও জটিলতার কারণে এসব কার্যক্রম কাঙ্খিত ফলাফল বয়ে আনতে পারছে না; এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারাকে ব্যাহত করছে এবং পরিবেশ অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে[১৪]।

---

[১০] মঈনউদ্দীন, ফারুক. ঃ কৃষি বিপণনে মুক্তবাজারের স্বপ্নভঙ্গ; ভোরের কাগজ, ১৮.১১.১৯৯৫, পৃ. ৫।

[১১] ইমাম, কাজী হাসান. ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত. একটি গবেষণা মিমিও, ১৯৯৬, পৃ. ১ ।

[১২] Opcit.

[১৩] Huq, Fazlul. : Environmental Awareness : Transforming Attitudes and Practices for Attaining Sustainable Development. The New Nation, 16.11.1994, Dhaka, 1994.

[১৪] Ahmed, Murshed. : Disaster Mitigation Strategies and Sustainable Development I-IX, The New Nation, 01.06.1993 - 14.06.1993, Dhaka, 1993.

বিশেষজ্ঞরে মতে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার পদ্ধতি টেকসই উন্নয়নের উপযোগী নয়[১৫]। বাংলাদেশ যদিও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এখানে পরিবেশগত দিকগুলোকে উন্নয়ন ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্তের সাথে কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য সহায়ক পরিবেশ-অর্থনৈতিক কাঠামো অনুপস্থিত[১৬]। তবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবেশ অবক্ষয়ের চিত্রটি মূলত স্থির প্রযুক্তি, স্বাদ ও পরিবেশগত বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করেই বিশ্বাসে আনা হয়[১৭]। প্রযুক্তি, সম্ভরণ-উৎপাদ (*Input-Output*) এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তন যাতে সামগ্রিক অর্থে পরিবেশগত মূলধনপুঞ্জের (*Environmental Capital Accumulation*) হ্রাস না ঘটায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রযুক্তির পরিবর্তন জীবন প্রতিপালন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনায়নে সক্ষম। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার স্বার্থে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি সহনীয় ও প্রমিত মাত্রায় পরিবেশ অবক্ষয় গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যা অন্য কোন প্রকৃতির মূলধন সৃষ্টি করবে এবং যা পরিবেশের অন্য কোন বিকল্প কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে[১৮]। বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধারা খুবই ধীর গতি সম্পন্ন। বিগত প্রায় এক দশক ধরে এদেশের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে "পরিবেশ বিবেচনা" যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ চিন্তার এ ধারা এখনো সমাজের ব্যাপক অংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। দ্রুত উন্নত প্রযুক্তি আমাদানীর মাধ্যমে রাতারাতি যেমন এদেশের মানুষের জীবন প্রতিপালন পদ্ধতি বদলে দেয়ার সম্ভাবনা কম, তেমনি অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাও অদূর ভবিষ্যতে অভাবনীয় কোন পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেনা। সুতরাং পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপাতত আইন ও আইনী অনুশাসনের বিকল্প কিছু ভাবার অবকাশ কম।

যে কোন দেশের আইন প্রণয়ন ও আইনী অনুশাসনের ধারা ঐ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রচলিত বিশ্বাস (*Traditional Belief*) ও লোক-জ্ঞান (*Folk-Wisdom*) শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এ দেশের সমাজ-সভ্যতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পরিবেশ বন্ধুসুলভ আইনী অনুশাসনের ভূমিকা পালন করেছে[১৯]। এ দিক থেকে পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে আইনী অনুশাসনের ধনাত্মক প্রেক্ষাপট ও ভিত্তি ছিল। কিন্তু আজকের দারিদ্র পীড়িত এ জনগোষ্ঠীটি দীর্ঘকাল ঔপোনিবেশিক শাসন ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। ফলে এ সময়ে শোষণ-বঞ্চনার করাল গ্রাসে পরিবেশ বন্ধুসুলভ আইনী অনুশাসনের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে এবং

---

[১৫] Akhter, Fahmida. : Environment : Key Issues for Sustainable Development. Diary, 15.06.1993, Dhaka, 1993.

[১৬] Rahim, A. M. A. . : Structural Adjustment, Environment and Sustainable Development. The Bangladesh Observer, 13.12.1994, Dhaka, 1994.

[১৭] Steer, Andrew. : The Environment for Development. The Bangladesh Observer, 05.07.1992, Dhaka, 1992.

[১৮] Opcit.

[১৯] ইমাম, কাজী হাসান. ঃ পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা; *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৩।

আইন ও আইনী অনুশাসন টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে শোষণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট ধারণাটি তুলনামূলক নতুন হলেও উন্নয়নের উপজাত (*By-Product*) হিসেবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ অবনয়নের অভিজ্ঞতা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো আগে-ভাগেই অর্জন করেছিল এবং এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও তারা যথার্থ অনুধাবন করেছিল। কিন্তু তাদের এ অভিজ্ঞতার অমিয় বাণীকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আস্থার সাথে গ্রহণ করতে পারেনি। উন্নত বিশ্বের পরিবেশ-রাজনীতির ধরন এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে সম্পদ পাচারে তাদের কুট-কৌশলগত আচরণই এ আস্থাহীনতার জন্য প্রধানত দায়ী[২০]। সামগ্রিক দিক বিচারে পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনের ভিত্তি এ দেশে এখনো সুসংহত নয়, এ কথা নির্দিধায় বলা যায়।

আইনগত কাঠামোর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত আইন ও বাস্তব সমস্যার আলোকে প্রণীত আইনের সুনির্দিষ্টতার অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে[২১]। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ কি টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত ? দেশের সমস্যা মোকাবেলায় বিদ্যমান আইনগুলো কি যথার্থ সুনির্দিষ্ট ? বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আইন প্রণেতাগণ সত্যিকার অর্থে পরিবেশ সংরক্ষণের চেয়ে দায়সারা গোছের আইন প্রণয়নের দিকেই বেশি জোর দিয়েছেন[২২]। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও পরোক্ষভাবে পরিবেশের ওপর আইন হয়েছে, এগুলোর প্রয়োগ বাস্তব অবস্থা বিচারে সম্ভব নয়।

কিন্তু বায়বীয় অবস্থার ওপর কোন ব্যবস্থাপনা টিকে থাকতে পারেনা। এজন্য আইন হচ্ছে ব্যবস্থাপনা পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ চাবিকাঠি। প্রয়োজনীয় আইন একটি ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হওয়ার দিক-নির্দেশনা দেয়। শুধু দিক-নির্দেশনাই নয়, আইন ব্যবস্থাপনা পরিচালনার গতিপথও নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় ও যথার্থ আইনের অভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালনার গতিপথ যদি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হয়, তবে সে ব্যবস্থাপনায় অনিবার্যভাবে বিপর্যয় আসবে।

সামগ্রিকভাবে একটি দেশের যে কোন ধরনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা আন্তঃখাত সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণত কৃষি সম্পদের সাথে পানি ও মাটির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সুষ্ঠু ভূমি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কোন ব্যাত্যয় ঘটলে তার প্রভাবে কৃষি সম্পদ ব্যবস্থপনায়ও বিপর্যয় আসবে। তাত্ত্বিকভাবে যদি ধরে নেয়া হয় যে, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণে কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও আইনী অনুশাসনের কোন ঘাটতি নেই, তবে কি তা সামগ্রিকভাবে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিপর্যয় রোধে সক্ষম ? কখনোই না। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ভূমি ও পানি সম্পদকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণে ভূমি ও পানি দু'টি

---

[২০] সিদ্দিকী, গিয়াস. ঃ সবুজ স্বর্ণ ঃ বনদস্যুদের তৎপরতা. পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪-১৬।

[২১] ইমাম, কাজী হাসান. ঃ পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ ঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত, *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪।

[২২] আলী, এ. কে. এম. ঃ পরিবেশ আইন ও বাংলাদেশ. আল-মুজাদ্দেদ, ২৫.০৩.১৯৯৫, ঢাকা, ১৯৯৫।

পৃথক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হলেও সামগ্রিকভাবে তা কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধরন বিশ্লেষণ করতে গেলে মৃত্তিকা বা ভূমি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

আইনগত কাঠামো বিশ্লেষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োগাবস্থা খতিয়ে দেখা। বিশেষজ্ঞদের মতে, তুলনামূলক বিচারে আমাদের দেশের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো (অর্থাৎ লিখিত নীতিমালা, পরিকল্পনা, প্রণীত আইন ও প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি) দৃশ্যত অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু ভেতর কাঠামো (অর্থাৎ বাস্তবায়ন, জবাবদিহিতা, সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও পদায়ন ইত্যাদি) অত্যন্ত দুর্বল এবং যথার্থ কার্যকর নয়[২৩]। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শুধু পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে আইনের প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রয়োগ কৌশলের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন[২৪]। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার্থে আইনের প্রয়োগাবস্থা বিশ্লেষণ করতে গেলে কতগুলো বিষয় বিষেশভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে ---- যেমন (ক) প্রণীত আইন বাস্তব সমস্যা বিচারে যথার্থ কি-না, (খ) বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত আইন প্রয়োগযোগ্য কি-না, (গ) আইন যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না, (ঘ) আইন বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো কি কি ? এবং (ঙ) আইন বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যথার্থ ও পর্যাপ্ত কি-না।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আইনগত কাঠামোর আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যদি পর্যাপ্ত ও যথার্থ আইন বিদ্যমান থাকে এবং আইনসমূহ যদি প্রয়োগযোগ্যও হয়, তার পরেও দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে আইনের বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যতিরেকে আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যক্রম সংস্থার প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস, কার্যক্রম পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সীর মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়ের প্রকৃতি, আইন ও বিধিসমূহ উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্প্রচার এবং সর্বোপরি সম্পদ ব্যবস্থাপনার টেকসই ধারাকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণকে উজ্জীবিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১.২ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

সম্পদ হিসেবে কৃষির, বিশেষত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপকতা অনেক বেশি। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে মৃত্তিকা ও পানির সংযোগ অত্যন্ত গভীর। মৃত্তিকা হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের ধারক এবং পানি হচ্ছে এ উৎপাদনের চালিকাশক্তি। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো বিশ্লেষণে এ তিনটি বিষয়ের সমন্বিত পর্যালোচনা আবশ্যক। বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রেকে বিবেচনার অবকাশ নেই।

---

[২৩] ইমাম, কাজী হাসান. ঃ পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, চতুর্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ১১৮।

[২৪] ibid. পৃ. ১১৭।

আইনগত কাঠামো যে কোন সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চাবিকাঠি। তবে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। শুধুমাত্র আইনগত কাঠামো যথার্থ থাকলেই যে সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণভাবে টেকসই হবে, তা নয়। তবে যথার্থ আইনগত কাঠামো ব্যতিরেকে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় এনে দেয়[২৫]। এ সকল দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি আইনগত কাঠামোর আওতায় নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এছাড়া বাস্তব অবস্থা বিচারে আরো অনেক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ফ্যাক্টর রয়েছে, যা শুধুমাত্র আইন বা আইনী অনুশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু এগুলো সামগ্রিকভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামোর ভূমিকা বা নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব কতটুকু তার গাণিতিক পরিমাপণ সম্ভব নয়। কৃষি উৎপাদন উপকরণের সাথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পর্ক রয়েছে। বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুকূল না হলে তা কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনায়ও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

আবার সামগ্রিকভাবে দেশে বিদ্যমান আইন ও আইনী অনুশাসন দুর্বল থাকলে তার প্রভাবও কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর পড়তে পারে। সুতরাং কৃষি ও কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো যথার্থ থাকলেই টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য যথার্থ আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা নয়, বরং দেশের টেকসই কৃষি সম্পদ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও বিদ্যমান আইনগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা। আর তাই, টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর আলোকে সামগ্রিক পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

ক. প্রয়োজনীয় আইনের ভিত্তি ও নীতি-কাঠামো;

খ. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ;

গ. বিদ্যমান আইনের প্রয়োগাবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তব পরিণতি; এবং

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও তার ফলপ্রসুতা।

[২৫] Imam, Kazi Hasan. : Naturkatastrophen und Armut der Menschen ----- Ansaetze praeventiver Umweltverwaltung in Bangladesch. in : *Entwicklungsrecht und sozial-oekologische Verwaltungspartnerschaft*, Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Band 116, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 199-208.

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

আগেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য যথার্থ আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা নয়, বরং দেশের টেকসই কৃষি সম্পদ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও বিদ্যমান আইনগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা। সামগ্রিকভাবে গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ধারণাগত ইস্যুসমূহ পর্যালোচনা করা;

খ. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ চিহ্নিত করা;

গ. পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান আইনগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা;

ঘ. বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

ঙ. বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো সম্পর্কিত সমস্যা উত্তোরণে প্রয়োজনীয় নীতি-পরামর্শ (*Policy Suggestions*) প্রণয়ন।

১.৪ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের খাত-বিভাজনের ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদগণ কৃষি সম্পদের আওতায় কৃষিজ-বনজ উৎপাদন, পশু, মৎস্য, খনিজ ইত্যাদি বিষয়কেও বিবেচনা করে থাকেন। বর্তমান গবেষণায় কৃষি সম্পদের আওতায় মূলত কৃষি ও কৃষি উৎপাদনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণে মৃত্তিকা ও পানি দু'টি আলাদা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হলেও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এ দু'টি সম্পদকেও সামগ্রিকভাবে কৃষি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনগত কাঠামো বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি-কাঠামোসহ আইনের ভিত্তি, বিদ্যমান আইনসমূহ, আইনসমূহের প্রয়োগাবস্থা এবং আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইত্যাদি বিষয়াবলী পর্যালোচিত হয়েছে। বিশ্লেষণকে সামগ্রিকভাবে সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যাষ্টিক বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট নীতি-কাঠামো ও বিদ্যমান আইনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনী অনুশাসনের বিরাজমান ধারা বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থাকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বিদ্যমান প্রতিটি আইন ও আইনের বিভিন্ন ধারার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত ব্যবহার করা গেলে গবেষণাটি অধিকতর সমৃদ্ধ হ'ত। কিন্তু সময়, জনবল ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে তা করা যায়নি। তবে সামগ্রিকতা বিচারে বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে।

বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে এগুলোর সবল দিকগুলোও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সামগ্রিক

সমস্যা উত্তোরণে কিছু নীতি-পরামর্শ প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎসের প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য গৃহীত উত্তরদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক মাত্র। তবে তা সমগ্র'কের প্রতিফলন নাও হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

মূলত মাধ্যমিক উৎসের তথ্যই এ সমীক্ষার বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্বাচিত ক্ষেত্রের প্রাথমিক উৎসের তথ্যও এ গবেষণার বিশ্লেষণকে সমৃদ্ধ করেছে।

২.১ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উৎসের তথ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় আইনী দলিলাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গবেষণার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অকাঠামোগত সাক্ষাৎকার ও নির্বাচিত ক্ষেত্রে যাচাই-তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎসের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

২.১.১ যাচাই-তালিকা প্রণয়ন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রণীত নীতি-কার্যক্রম পরিকল্পনা যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না, তা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি যাচাই-তালিকা প্রণয়ন করা হয়। যাচাই-তালিকা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পূর্ব-পরীক্ষা (*Pre-Test*) করা হয় এবং পূর্ব-পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাবর্তন তথ্য (*Feed-back Information*) সন্নিবেশনের মাধ্যমে প্রণীত যাচাই-তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যাচাই-তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, এটিই একমাত্র প্রাপ্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ দলিল, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সামগ্রিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ মূলত বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণে প্রণীত। বিদ্যমান সকল আইনের যাচাই-তালিকা প্রণয়ন ছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সামগ্রিকতা সম্পর্কিত তথ্যের সন্নিবেশ ঘটানো অসম্ভব। আবার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সমগ্র আইনের আলোকে যাচাই-তালিকা প্রণয়ন এবং তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সময়, জনবল ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভব নয়। তাই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সামগ্রিকতাকে অন্তর্ভুক্তির প্রয়াসে পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.১.১ তথ্য সংগ্রহ

প্রকাশিত বই, জার্ণাল, প্রবন্ধ, পুস্তক-পুস্তিকা থেকে মাধ্যমিক উৎসের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত আইনী দলিলসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও অভিজ্ঞদের কাছ থেকে প্রণীত যাচাই-তালিকা ও অকাঠামোগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎসের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

২.২ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণায় অনুসৃত তাত্তিক কাঠামো অনুসারে প্রাপ্ত বিভিন্ন উৎসের তথ্যের বিন্যাস ঘটানো হয়েছে এবং বাস্তব অবস্থাকে সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট নীতি-কাঠামো ও আইনসমূহের সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস ও ধরনের প্রাপ্ত তথ্যের সামগ্রিক সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.৩ প্রতিবেদন সংগঠন পদ্ধতি

আইন ও আইনী অনুশাসনের বিষয়াবলী সাধারণত কিছুটা জটিল। তথাপি এ গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য ও সহজে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সামগ্রিক প্রতিবেদনটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা (ধারণা ও ইস্যুসমূহ, গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো, উদ্দেশ্যসমূহ, পরিধি ও সীমাবদ্ধতাসহ), দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যমান উপর্যুক্ত আইনসমূহকে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণের আলোকে প্রয়োজনীয় নীতি-পরামর্শসমূহ পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ/ আইনগত কাঠামো

এ অধ্যায়ে মূলত দেশের পরিবেশ ও কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহের ও নীতি-কাঠামোর সংশ্লিষ্টাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রাপ্ত বিদ্যমান আইন ও নীতি-কাঠামোকে ৭টি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অংশে আবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীত আইন বা আইনসমূহের সংশ্লিষ্টাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। আইনের স্বকীয় বৈশিষ্টের কারণে কোন কোন অংশকে আবার উপ-অংশে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পর্কিত আইনগুলো নিম্নরূপ ঃ

৩.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭২ থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। এখন পর্যন্ত সংবিধানের ১৩টি সংশোধনী এসেছে। এসব সংশোধনীর পরও সংবিধানের যে অংশটুকু বর্তমান গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট তা' নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

PART II

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF STATE POLICY

Article No. 13 **Principles of ownership**

The people shall own or control the instruments and means of production and distribution, and with this end in view ownership shall assume the following forms :

a. *state ownership, that is ownership by the state on behalf of the people through the creation of an efficient and dynamic nationalised public sector embracing the key sectors of the economy;*
b. *co-operative ownership, that is ownership by co-operatives on behalf of their members within such limits as may be prescribed by law; and*
c. *private ownership, that is ownership by the individuals within such limits as may be prescribed by law.*

Article No. 14 **Emancipation of peasants and workers**

It shall be a fundamental responsibility of the state to emancipate the toiling masses- the peasants and workers- and backward sections of the people from all forms of exploitation.

Article No. 15 **Provision of basic necessities**

It shall be a fundamental responsibility of the state to attain, through planned economic growth, a constant increase of productive forces and a steady improvement in the material and cultural standard of living of the people, with a view to securing to its citizens-

a. *the provision of the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education and medical care;*

b. *the right to work, that is the right to guaranteed employment at a reasonable wage having regard to the quantity and quality of work;*
c. *the right to reasonable rest, recreation and leisure; and*
d. *right to social security, that is to say, to public assistance in cases of undeserved want arising from unemployment, illness or disablement, or suffered by widows or orphans in old age, or in other such cases.*

***Article No. 16* Rural development and agricultural revolution**

The state shall adopt effective measures to bring about a redical transformation in the rural areas through the promotion of an agricultural revolution, the provision of rural electrification, the development of cottage and other industries, and the improvement of education, communications and public health, in those areas, so as progressively to remove the disparity in the standards of living between the urban and the rural areas.

***Article No. 18* Public health and mortality**

(1) The state shall regard the raising of the level of nutrition and the improvemnt of public health as among its primary duties, and in particular shall adopt effective measures to prevent the consumption, except for medical purposes as may be prescribed by law, of alcoholic and other intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

***Article No. 19* Equality of opportunity**

(1) The state shall endeavour to ensure equality of opportunity to all citizens.

(2) The state shall adopt effective measures to remove social and economic inequality between man and man and to ensure the equitable distribution of wealth among citizens, and of opportunities in order to attain a uniform level of economic development throughout the Republic.

***Article No. 21* Duties of citizens and of public servants**

(1) It is the duty of every citizen to observe the Constitution and the law, to maintain discipline, to perform public duties and to protect public property.

(2) Every person in the service of the Republic has a duty to strive at all times to serve the people.

***Article No. 23* National Culture**

The state shall adopt measures to conserve the cultural traditions and heritage of the people, and so to foster and improve the national language, literature and the arts that all sections of the people are afforded the opportunity to contribute towards and to participate in the enrichment of the national culture.

PART III

FUNDAMENTAL RIGHTS

***Article No. 31* Right to protection of law**

To enjoy the protection of law, and to be treated in accordance with law, and only in accordance with law, is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Bangladesh, and in particular no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law.

***Article No. 36* Freedom of Movement**

Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in any place therein and to leave and re-enter Bangladesh.

***Article No. 42* Rights to property**

(1) Subject to any reasonable restrictions imposed by law, every citizen shall have the right to acquire, hold, transfer or otherwise dispose of property, and no property shall be compulsorily acquired, nationalised or requisitioned save by authority of law.

(2) A law made under clause (1) shall provide for the acquisition, nationalisation or requisition with compensation and shall either fix the amount of compensation or specify the principles on which or the manner in which, the compensation is to be assessed or paid; but no such law shall be called in question in any court on the ground that any provision in respect of such compensation is not adequate.

Article No. 44 ***Enforcement of fundamental rights***

(1) The right to move the High Court Division in accordance with clause (1) of article 102, for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) Without prejudice to the powers of the High Court Division under article 102, Parliament may by law empower any court, within the local limits of its jurisdiction, to exercise all or any of those powers.

Article No. 47 ***Enforcement of fundamental rights***

(1) No law providing for any of the following matters shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges, any of the rights guaranteed by this Part-

Saving for certain laws

(a) the compulsory acquisition, nationalisation or requisition of any property, or the control or management thereof whether temporarily or permanently;

(b) the extinction, modification, restriction or regulation of rights to search for or win minerals or mineral oil;

if parliament in such law (including, in the case of existing law, by amendment) expressly declares that such provision is made to give effect to any of the fundamental principles of state policy set out in Part II of this Constitution.

PART VI

CHAPTER I

THE JUDICIARY

Article No. 102 ***Power of High Court Division to issue certain orders and directions etc.***

(1) The High Court Division on the application of any person aggrieved, may give such directions or orders to nay person or authority, including any person performing any function in connection with the affairs of the Republic, as may be appropriate for the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Part III of this Constitution.

(2) The High Court Division may, if satisfied that no other efficacious remedy is provided by law-

(a) on the application of any person aggrieved, make an order-

(i) directing a person performing any functions in connection with the affairs with the Republic or of a local authority to refrain from doing that which he is not permitted by law to do or to do that which he is required to do; or

(ii) declaring that any act done or proceeding taken by a person performing functions in connection with the affairs of the Republic or of a local authority has done or taken without lawful authority and is of no legal effect; or

(b) *on the application of any person, make an order-*

(i) *requiring a person holding or purporting to hold a public office to show under what authority he claims to hold that office.*

(3) *Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the High Court Division shall have no power under this article to pass any interim order in relation to any law which article 47 applies.*

(4) *Whereon an application made under clause (1) or sub-clause (a) of clause (2), an interim order is prayed for and such interim order is likely to have the effect of-*

(a) *prejudicing or interfering with any measure designed to implement any development programme, or any development work;*

(b) *being otherwise harmful to the public interest, the High Court Division shall not make an interim order unless the Attorney-General has been given reasonable notice of the application and he (or an advocate authorised by him in that behalf) has been given an opportunity of being heard, and the High Court Division is satisfied that the interim order would not have the effect referred to in sub-clause (a) or sub-clause (b).*

(5) *In this article, unless the context otherwise requires, "person" includes a statutory public authority and any court or tribunal, other than a court or tribunal established under law relating to defence services of Bangladesh or any disciplined force or tribunal to which article 117 applies.*

Article No. 104
Issue and execution of processes of Appellate Division

The Appellate Division shall have power to issue such directions, orders, decrees or writs as may be necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, including orders for the purposes of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document.

PART XI

MISCELLANEOUS

Article No. 144
Execution authority in relation to property, trade etc.

The Executive authority of the Republic shall extend to the acquisition, sale, transfer, mortgage and disposal of property, the carrying on of any trade or business and the making of any contract.

Article No. 144A
International treaties

All treaties with foreign countries shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before Parliament:

Provided that any such treaty connected with national security shall be laid in a secret session of Parliament.

৩.২ পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম

৩.২.১ পরিবেশ নীতি ১৯৯২

১। প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত
পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প

১.১ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এই বিষয়ে সমন্বিত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১.২ বাংলাদেশের অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই ইহা নিশ্চিত করা যায়।

১.৪ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এই বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিভাজ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.৫ দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

২। উদ্দেশ্য
পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্য-সমূহ

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।

২.২ দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা করা।

২.৩ সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

২.৪ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৫ সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

২.৬ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

৩। নীতিমালা

৩.১ কৃষি

৩.১.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মতকরণ।

৩.১.২ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ এবং উহাদের পরিবেশ সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

৩.১.৩ কৃষিক্ষেত্রে যে সকল রাসয়নিক ও কৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান ভূমির উর্বরতা ও জৈবগুণ বিনষ্ট করাসহ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিয়া থাকে উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহারকালে কৃষি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগ্রহণের বিধান করা। সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

৩.১.৪ কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৩.১.৫ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৫ পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ

৩.৫.১ দেশের সকল পানিসম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.২ পানিসম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সেচ নেটওয়ার্ক যাহাতে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাধ নির্মাণ, নদী ও খাল খনন প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান।

৩.৫.৪ পানিসম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ।

৩.৫.৫ দেশের হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, নদী প্রভৃতি সকল জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখা।

৩.৫.৬ ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানভিত্তিক, টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মতকরণ।

৩.৫.৭ সকল পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাগ্রহণ।

৩.৬ ভূমি

৩.৬.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৬.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নতুন জাগিয় ওঠা ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩.৬.৩ দেশের বিভিন্ন ইকো-সিষ্টেমের (Eco-system) সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান।

৩.৬.৪ জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারতার প্রভাব রোধকরণ।

৩.৭ বন, বন্যপ্রাণি ও জৈববৈচিত্র

৩.৭.৩ বন ভূমি ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ বন্ধকরণ।

৩.১৪ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা

৩.১৪.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১৪.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশ সম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৩.১৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৪.৪ প্রাসঙ্গিক সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.১৪.৫ সরকারী বেসরকরী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ।

৪। আইনগত কাঠামো

৪.১ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন।

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়ন।

৪.৩ প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৫.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর সকল 'ই আই এ' এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

৩.২.২ পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা, ১৯৯২

খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১। কৃষি	১.১ কৃষিক্ষেত্রে কৃষির জৈবগুণ বৃদ্ধি উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, গ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঘ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঙ। পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ছ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট, জ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
	১.২ রাসায়নিক বালাই ও কীটনাশকের (Chemical Insecticide and Pesticide) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যে সকল বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং ক্রমান্বত পুঞ্জিভূত হয় (যেমন, ডিডিটি, ক্লোরিনেটেড হাইড্রো-কার্বনযুক্ত যৌগ) তাহাদের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্রুত বিভাজনের ফলে কার্যকারিতা অচিরেই বিনষ্ট হয় এই ধরনের রাসয়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যাইবে। প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, ঘ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
	১.৩ রাসয়নিক সার ব্যবহার যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে করিতে হইবে এবং জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
	১.৪ বিদেশ হইতে যে কোন প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বন অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গ। মুখ্য আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঘ। প্লান্ট প্রটেকশন উইং, ঙ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
	১.৫ কীট-পতঙ্গ নাশের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণি ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। বন অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গ। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঘ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঙ। জেলা প্রশাসকগণ, চ। মুখ্য আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।
	১.৬ এলাকাভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যাধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
	১.৭ কৃত্রিম (সিনথেটিক) আঁশের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।	ক। পাট মন্ত্রণালয়, খ। শিল্প মন্ত্রণালয়, গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।

খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫। পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ	৫.১ পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental Audit) পরিচালনা করিতে হইবে এবং ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদানুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতি রোধ ও দূষণ বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঘ। এফ পি সি ও।
	৫.২ সকল প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ক। পরিকল্পনা কমিশন, খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ঘ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
	৫.৩ দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্য যে কোন জলাশয়ে, গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোন প্রকার দূষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ অধিদপ্তর, ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড, ঙ। রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, চ। বস্ত্র পরিদপ্তর, ছ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।
	৫.৪ জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের, মরু প্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঘ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঙ। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
	৫.৫ দেশের যে সকল অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নীচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরো নীচে নামিয়া না যায় তাহা রোধ করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। স্থানীয় সরকার বিভাগ, গ। এফ পি সি ও।
	৫.৬ পানিকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং পানি সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদেরকে জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করিবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। এফ পি সি ও, গ। এম পি ও, ঘ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
	৫.৭ পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী যথাযথ অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পরিবেশের উপর ঐ সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত মনিটর করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গ। এফ পি সি ও, ঘ। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা।
৬। ভূমি	৬.১ ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভূমির উপযোগিতা শ্রেণীবিন্যাস (Land capacity and land suitability classification) এর ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষি কার্য, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, ঘ। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঙ। পূর্ত মন্ত্রণালয়, চ। বন অধিদপ্তর, ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর, জ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।
	৬.২ দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার রোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বি এ ডি সি, গ। ভূমি মন্ত্রণালয়, ঘ। বন অধিদপ্তর।
	৬.৩ ভূমি ক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ঘ। বন অধিদপ্তর
	৬.৪	
	৬.৫ পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গ। কৃষি মন্ত্রণালয়, ঘ। শিল্প মন্ত্রণালয়, ঙ। স্থানীয় সরকার বিভাগ চ। পূর্ত মন্ত্রণালয়।

খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	৬.৬ যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমিক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। জেলা প্রশাসন, গ। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা।
	৬.৭ দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলে ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটার শেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/জরীপ ও গবেষণা কাজের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঘ। ভূমি মন্ত্রণালয়, ঙ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, চ। সার্ভে অব বাংলাদেশ, ছ। স্পারসো।
৭। বন, বন্যপ্রাণি ও জৈব বৈচিত্র	৭.১ বর্তমান বনসম্পদ সংরক্ষণ, বননিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নতুন বনায়ন করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। বন অধিদপ্তর।
	৭.২ ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (Agro-Forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। বন অধিদপ্তর।
১৪। শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা	১৪.১ পরিবেশ সংক্রান্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ৫ বৎসর মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হইবে। তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গ। তথ্য মন্ত্রণালয়।
	১৪.২ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
	১৪.৩ গণ-সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে।	ক। ধর্ম মন্ত্রণালয়, খ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গ। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঘ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৬। আইনগত কাঠামো	১৬.১ পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, গ। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।
	১৬.২ এই আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করিবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
	১৬.৩ এখন হইতে নতুন যে কোন আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঐ আইন পরিবেশ সম্মত হওয়া নিশ্চিত করিবেন।	ক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ।
১৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৭.১ উপরিল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	ক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।
	১৭.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারী সেক্টর ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
	১৭.৩ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয় করিবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
	১৭.৪ সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠিত হইবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব এই কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন। এই কমিটির সভা অন্ততঃ বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।	ক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, খ। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

১৭.৫ দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থা করিবার প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরী সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্প-সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।	*ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। পরিকল্পনা কমিশন, গ। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়।*
১৭.৬ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে পরিবেশ অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করিবে।	*ক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।*
১৭.৭ ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃপ্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবে।	*ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।*

৩.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ

৩.৩.১ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
(১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত আইন

<u>ধারা ২</u>
সংজ্ঞা

(খ) ''দূষণ'' অর্থ পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলীসমূহের পরিবর্তন অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণি, পাখি, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য;

(ঘ) ''পরিবেশ'' অর্থ পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণি, উদ্ভিদ ও অণুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক;

(চ) ''পরিবেশ সংরক্ষণ'' অর্থ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমাণগত মানের অবনতি রোধ;

(ছ) ''প্রতিবেশ ব্যবস্থা'' অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

(ঞ) ''বিপদজ্জনক পদার্থ'' অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহার রাসায়নিক বা জৈব-রাসায়নিক ধর্ম এমন যে উহার উৎপাদন, মওজুদ, অবমুক্তি বা অনিয়ন্ত্রণ পরিবহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(ঠ) ''বর্জ্য'' অর্থ যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত বা স্তূপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে;

<u>ধারা ৪</u>
মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

<u>(১)</u> এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

<u>(২)</u> বিশেষ করিয়া এবং উপরোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভুক্ত হইবে যথা ঃ -

(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান;

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উপশমনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;

(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিককে উহার কার্যক্রম পরিবেশ সম্মত করিবার জন্য লিখিত নোটিশ দ্বারা যুক্তি সঙ্গত সুযোগ দিবেন ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে মহাপরিলক, জরুরী বিবেচনায়, তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ধারা ৫
পরিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা

(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবেনা তাহা উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

ধারা ৭
প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি

মহাপরিচালকের নিকট যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিশেষ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উক্ত কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ৮
পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিতকরণ

(১) পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহাপরিচালককে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আবেদন নিস্পত্তিকরণকল্পে মহাপরিচালক গণ-শুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ধারা ৯
অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি

(১) যে ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন অভাবিত কাজ অথবা ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি মহাপরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহাপরিচাল।, যতশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরিচালকের চাহিদা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি মহাপরিচালককে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে মহাপরিচালকের পাওনা হইবে এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

ধারা ১১
নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি

(১) মহাপরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন কারখানা, প্রাঙ্গণ বা স্থান হইতে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়ু, পানি, মাটি অথবা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এবং (৪) এর বিধানাবলী পালন করা না হইলে উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত নমুনার বিশ্লেষণের ফলাফল কোন আইনানুগ কার্য ধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা -

(ক) উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট-এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে তিনি নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট-এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর দিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্ট-এর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফার অধীনে নোটিশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনাতে ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহা স্বাক্ষর দিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার এজেন্টের অনুপস্থিতি বা ক্ষেত্রমত স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

ধারা ১২
পরিবেশগত ছাড়পত্র

মহাপরিচালকের নিকট হইতে , বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা ১৪
আপীল

(১) এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারে নাই তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয় তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক উক্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

ধারা ১৫
দন্ড

(১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করেন অথবা আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন শিল্প, কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী অথবা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ওজর ব্যতীত, সাহায্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন বা তাহাকে দায়িত্ব সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটান বা বাধা দান করেন তাহা হইলে তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ১৭
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

মহাপরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

ধারা ১৮
সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মকরণ

এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহাপরিচালক, অধিদপ্তরের কোন বর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ১৯
ক্ষমতা অর্পণ

(১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহাপরিচালক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

ধারা ২০ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা ঃ

(ক) বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ মানমাত্রার প্রয়োগ এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ;
(গ) বিপদজনক পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিবহনের নিরাপদ পদ্ধতি নিরূপণ;
(ঘ) পরিবেশ দূষণ হইতে পারে এইরূপ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন;
(ঙ) বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;
(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাদির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি;
(ছ) পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা করার পদ্ধতি;
(জ) ছাড়পত্র ও অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ।

৩.৩.২ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

এ বিধিমালাটি এস. আর. ও নং ১৯৭-আইন/৯৭-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়েছে।

৩। পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা । (১) ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করার নিমিত্ত সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা ঃ

(ক) মানববসতি;
(খ) প্রাচীন স্মৃতিসৌধ;
(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান;
(ঘ) অভয়ারণ্য;
(ঙ) জাতীয় উদ্যান;
(চ) গেম রিজার্ভ;
(ছ) বন্যপ্রাণির আবাসস্থল;
(জ) জলাভূমি;
(ঝ) ম্যানগ্রোভ;
(ঞ) বনাঞ্চল;
(ট) এলাকাভিত্তিক জৈব-বৈচিত্র; এবং
(ঠ) এতদ্সংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়।

(২) পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করবে।

১২। পরিলেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ । ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বায়ু, পানি, শব্দ এবং ঘ্রানসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা তফসিল ২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৮ এ উলিলিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৩। বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমণের মানমত্রা নির্ধারণ । ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তরল বর্জ্য নির্গমণ এবং গ্যাসীয় নিঃসরণের পরিসীমা তফসীল ৯, ১০, ১১ এবং শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমণের মানমাত্রা তফসীল ১২ এ উলিলিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

তফসীল-৩
পানির মানমাত্রা
(বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)

(ক) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভিত্তিক শ্রেণী | স্থিতিমাপ

	pH	বিওডি (মিঃগ্রাঃ/লিঃ)	ডিও (মিঃগ্রাঃ/লিঃ)	সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সংখ্যা/১০০ মিঃগ্রাঃ
ক। কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	২ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০ বা তাহার নিম্নে
খ। বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	২০০ বা তাহার নিম্নে
গ। প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঘ। মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৬ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঙ। বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি।	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	
চ। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	১০০০ বা তাহার নিম্নে

নোট ঃ (১) মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানিতে মৌল নাইট্রোজেন হিসেবে এমোনিয়ার সর্বোচ্চ উপস্থিতি ১.২ মিঃ গ্রাঃ / লিঃ।

(২) সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০ μmho/cm (২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়); সোডিয়াম ২৬%-এর নিম্নে; বোরণ ০.২%-এর নিম্নে।

৩.৩.৩ কৃষি নীতি

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। স্বাধীনতাত্তোরকালে দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের জিডিপি'তে এ খাতের অবদান ছিল সর্বাধিক। আশির দশকের শেষভাগ থেকে জিডিপি'তে এ খাতের অবদান তুলনামূলক বিচারে কমে আসলেও এখন পর্যন্ত কৃষিই এ দেশের অর্থনীতির মূল চাশিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত দেশে লিখিত আকারে কোন কৃষি নীতি নেই। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক একটি কৃষিনীতি প্রণয়নের প্রয়াস চলছে।

৩.৩.৪ কৃষি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা

কৃষির ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান মূল কার্যক্রম পরিকল্পনা হচ্ছে আগামী ২০০১-২০০২ সাল নাগাদ খাদ্যশস্য উৎপাদন ২৫.১২ মিলিয়ন টনে উন্নীত করা (১৯৯৬-৯৭ সালে এ উৎপাদন ছিল ২০.৩৯ মিলিয়ন টন)। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার যে কার্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত অংশটুকু সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

- *increase the productivity and real incomes of farming families in the rural areas on a sustainable basis;*
- *attain self sufficiency in foodgrain production along with increased production of other nutritional crops;*
- *encourage export of agricultural commodities, particularly vegetables and fruits keeping in the view the domestic production and need;*
- *promote adoption of modern agricultural practices in dry land, wet land and coastal areas;*
- *ensure sustained agricultural growth through more efficient and balanced utilization of land, water and other resources and*
- *to encourage comparatively large farm to graduate into commercial farming.*

(খ) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

- *Improvement of quality of seeds, particularly HYV and hybrid seeds and enhancement of its quantity;*
- *Development of modern, irrigated and least risk agriculture with greater reliance on competitive markets through supply of agricultural inputs at low cost; making public investment more effective and keeping limited to key areas as required to supplement private initiatives;*
- *Strengthening of agricultural research and extension systems in order to develop new technologies relating to crop varieties, integrated farming system, organic farming, improved agronomic and agro-processing technologies and diffusion of the proven technologies;*
- *Development and dissemination of ecologically sound and sustainable technologies such as integrated pest management techniques, organic and bio-fertilizer use;*
- *Increasing profitable production of minor crops and thereby maintaining a balanced crop production and improve the nutritional status of the people;*
- *Development of suitable technologies in rain-fed, dry land and wet land farming system to enhance the productivity;*
- *Restoration/Improvement of soil fertility through better management of the organic matter of the soil to improve yields of crops;*
- *Assistance to small and marginal farmers in the establishment of self-help organization which can (a) sustain agro-business enterprises on their own, (b) channel more credit fund and (c) develop responsibilities for technology transfer;*
- *Participation of NGOs in the agricultural development process;*
- *Improvement and conservation of plant and genetic resources through collection and conservation of germ plasm;*
- *Facilitation of access to markets and the promotion of efficient marketing system;*
- *Formulation of integrated land use policy conductive to optimum use of agricultural resources;*

- *Implementation of measures to cushion and minimize the damage to agriculture and rural economy brought about by natural calamities;*
- *Development of capabilities of rural women and youth to contribute more to agricultural and rural development;*
- *Restructuring, if needed, of the existing institutional set-up to cope with the changed need;*
- *Development of human resources through education, training and motivation;*
- *Development and dissemination of appropriate location specific and cost reducing production and post-harvest technologies for reduction of post-harvest losses and the removal of transport bottlenecks;*
- *Adoption of policies and regulations that will ensure sustainable agricultural development.*

৩.৩.৫ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (NEMAP), ১৯৯৫

পরিকল্পনা-দলিলে কৃষি ও কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল কার্যক্রম নেয়া হয়েছে, তা' নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) কৃষি

Key Issues	***Recommended Actions***	***Types of Actions***	***Actors/Agencies***	***Specific Action***
Loss of genetic resources due to introduction of HYV	*Preservation of Genetic Resources*	*Project*	*GoB, Agricultural Research organization, BAU*	*Establishment of gene bank and local genepool inventory on wild relatives.*
	Change in cropping pattern and agricultural land use patterns	*Policy/Project*	*Agriculture Research Organization (GoB), BAU, Universities.*	*Research and development on cropping pattern for sustainable land use*
Loss of agricultural land fertility due to overuse of agro-chemicals leading to increasing dependence on these chemicals	*Appropriate regulation for the use of pesticide and agro-chemicals and its enforcement.*	*Policy/ Advocacy*	*GoB, MoEF, MoA, BARC.*	*Formulation of legislation/rules and regulations.*
	Use of sustainable agriculture	*Policy/Project*	*Community organizations/ NGOs, research organizations*	*Pilot study and field research.* *Extension Programme.*
Non-availability of irrigation water during the dry season due to reduction in river flows and abstraction of ground water	*Sustainable use of ground and surface water.*	*Policy.*	*MoAgri., BARC*	*Formulation of appropriate rules and regulations*
			LGED, Community organizations/NGOs	*Development of sustainable minor irrigation scheme.*

Key Issues	Recommended Actions	Types of Actions	Actors/Agencies	Specific Action
Incidence of pest attack and disease.	Integrated pest management	Policy.	GoB, Agriculture Research Organizations Community organiza-tions/NGOs	Pilot project, Research and development works. Action research programme.
Adverse effect on land fertility due to crop intensity/ cropping pattern	Development of appro-priate land use management practices through farm level research.	Policy.	GoB, Agri-Research Organizations, Commu-nity organiza-tions/NGOs, people	On farm research on appropriate land use management.
Removal of agri-cultural residue leading to reduction of soil fertility.	Development of efficient chulas and alternate fuel with resources with use of agricultural residue as fuels.	Policy.	Research Organiza-tions, Community organizations/NGOs .	Research and develop-ment works for appropriate technology innovation.

(খ) পানি সম্পদ

Key Issues	Recommended Actions	Types of Actions	Actors/Agencies	Specific Action
Flooding and associated loss of life and property.	Flood protection controlling measure with people's participation. Development of people's participation in water sectoral project	Project Policy	MoWR Community Organiza-tions/NGOs, ADAB, CEN	Flood protection projects with popular participation and proper environmental impact assessment. Case studies in selected water sector projects (NEMAP methodology could be used).
General failure to take environmental consideration in the formulation of FCD/I project due to absence of a guideline.	Development of guideline for environmental review of water sectoral projects.	Policy/ Advocacy	MoWR, Universities, Research Organizations People, MoEF, DoE.	Review of FAP 16 guide-lines for recommendation, its improvements if possible by formulating new guidelines.
Inadequate partici-pation of people in the FAP.	Methodology for adequate scope of participation of people in the FAP process.	Policy/Project/ Advocacy	MoWR, FPCO, People. ADAB, CEN, People.	Development of methodology with inputs of ADAB, CEN. Lobbying and advocacy for Govt. & NGO colla-boration.
Poor designing and planning of FCD/I projects leading to over topping britches.	Design review of existing plan and on going FCD/I projects.	Projects	MoWR	Design review of FCD/I projects taking environmental concerns under consideration..

Key Issues	Recommended Actions	Types of Actions	Actors/Agencies	Specific Action
Draining of wetlands water logging, flooding, siltation, salinity & Bio-diversity.	*Mitigation, restoration wherever possible*	*Project*	*MoWR, People*	*Implementation of pilot project.*
Absence of database on hydrology and inadequate under-standing of the flooding phenomena and floodplain management.	*A comprehensive plan for the development and management of the water sector database*	*Project*	*MoFL, (WARPO), MoEF, DoE.*	*Creation of research centre / institutions dealing with water sector database backed up by GIS capabilities.*
Unplanned abstrac-tion of ground water leading to drawdown of the water table, failure of shallow and deep tubewells	*Preparation of guidelines*	*Policy/Projects*	*MoWR, LGED (for small scale irrigation projects)*	*Preparation of guide lines and its implementation.*
Reduction of availa-bility of water during the dry season in the Ganges river due to the construction of Farakka barrage	*Formulation of strategy at both national and interna-tional levels*	*Policy/ Advocacy*	*MoEF, MoI, MoWR, MoFA*	*Raising the issue at regional and interna-tional forum*
			Community Organiza-tions/NGOs, People	*Lobbying and advocacy with the NGOs at regio-nal and international levels.*
	Detail impact study, monitoring and creation of database.	*Project*	*GoB Research Organi-zations, Universities, Private Sector.*	*Formulation of research project for funding.*

(গ) ভূমি সম্পদ

Key Issues	Recommended Actions	Types of Actions	Actors/Agencies	Specific Action
Unsustainable land use	*Development of sustaina-ble land use management*	*Policy*	*MoLand, Agricultural Research Organizations Universities, Community Organizations/ NGOs*	*Action Research/Farm level research*
	Study on indigenous sustainable land use practices.	*Project*	*Research Organization, Community Organi-zations/NGOs, People.*	*Study to increase efficiency of the production system and its application*
Loss of soil fertility	*Soil fertility status survey and classification of soil according to fertility and taking care of appropriate soil nutrition deficiencies.*	*Project*	*SRDI, Research Organizations, Univer-siies.*	*Survey projects on soil fertility conservation and mapping.*

Key Issues	*Recommended Actions*	*Types of Actions*	*Actors/Agencies*	*Specific Action*
Management of degraded land	*Inventory of degraded land, its mapping and recommendation for appropriate use*	*Project*	*SRDI, SPARRSO, Research Organizations Universiies.*	*Survey and mapping*
Status of land resource : inventory classification and legal status	*National land use survey in collaboration with research institutions and private sector.*	*Project*	*Directorate, DLR, Research Organiza-tions, Private sector*	*Land use survey, land classification on the basis of physical uses and legal status and formulation of recom-mendation for subsequent replication.*
Age old land registration and records of land right system	*Modernization of land registration and land right recording system with the help of computer assis-tance such as GIS*	*Policy/Project*	*DLR, Moland, Research Organizations*	*Pilot study and formulation of recommendation for susequent replication*
Absence of land policy providing provision for land use planning and addressing the policy of land reform/land frag-mentation / land tenure / landlessness /land settlement such as distribution of khas lands	*Formulation and comprehensive Land Policy*	*Policy*	*MoLand*	*Formulation of Land use plan* *Land reforms in corporating with agrarian and tenurial structure* *Programmes for giving khas land for settlements to the poor and encouraging environmentally sound and sustainable landuse pattern*
Soil Conservation issues	*Soil conservation measures in areas with high soil erosion such as Modhupur Tract, Hill slopes of Chittagong and Sylhet*	*Project*	*DoF. CHTDB, Community Organiza-tions/NGOs, People.*	*Pilot Project to develop appropriate Agro-forestry practices, plantation and land use practices for the conservation of soil with active participation of the local people in the areas mentioned.*

৩.৪ কৃষি ও কৃষি-রসায়ন

সরাসরি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রণীত আইনসমূহকে বর্তমান গবেষণায় (ক) কৃষি ও সেচ, (খ) কীট (***Pest***) ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং (গ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এ তিনটি ভাগে উপস্থাপন হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে প্রণীত আইনের সংখ্যা যথাক্রমে ৫, ৪ ও ৭টি। বর্তমান গবেষণার সাথে উপর্যুক্ত আইনের সম্পৃক্ত অংশসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

৩.৪.১ কৃষি ও সেচ

THE CANALS ACT, 1864
(Bengal Act V of 1864)

An Act to amend and consolidate the law relating to the collection of tolls on canals and other lines of navigation, and for the construction and improvement of lines of navigation in Bangladesh.

3. *It shall be lawful for the Government from time to time, to authorize any person to make and open any navigable channel, or to clear and deepen any navigable channel, and to stop any watercourse, or make any tracking path, or do any other act necessary for the making or improvement of any such channel; and any navigable channel made under this section shall be rendered subject to the provisions of this Act in the manner prescribed in the last preceding section.*

The Government may take possession, as for a public purpose, of any land that may be necessary for the execution of any of the above-mentioned works. under the provisions of any Act in force for the taking possession of land for public purposes.

THE IRRIGATION ACT, '1876
(Bengal Act III of 1876)

An Act to provide for irrigation in Bangladesh.

3. *In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context,-*

(I) "canal" includes

(a) all canals, channels and reservoirs hitherto constructed, maintained or controlled by Government for the supply or storage of water, or which may hereafter be so constructed, maintained or controlled;

(b) all works, embankments, structures, supply and escape channels connected with such canals, channels or reservoirs;

(c) all village-channels as defined in clause (2) of this section;

(d) all drainage-works as defined in clause (3) of this section;

(e) any part of a river, stream, lake, natural collection of water or natural drainage-channel to which the Government has applied the provisions of Part II of this Act, or of which the water has been applied or used before the passing of this Act for the purpose of any existing canal;

(f) all lands on the banks of any canal as defined in articles (a), (b), (c), (d) and (e) of this clause, which have been acquired by Government;

(2) "village-channel" means any channel by which water is led from a canal directly into the fields to be irrigated, and includes all subsidiary works connected with any such channel, except the sluice or outlet through which water is supplied from a canal to such channel;

(3) "drainage work" means any work in connection with a system of irrigation which has been or may hereafter be made or improved by the Government for the purpose of the drainage of the country, whether under the provisions of Part IV of this Act or otherwise, and includes escape-channels from a canal, dams, weirs, embankments, sluices, groins and other works connected therewith, but does not include works for the removal of sewage from towns;

(4) "flood-embankment" means any embankment constructed or maintained by the Government in connection with any system of irrigation-works for the protection of lands from inundation, or which may be declared by the Government to be maintained in connection with any such system; and includes all groins, spurs, dams and other protective works connected with such embankments:

4. Nothing contained in the Embankment and Drainage Act, 1952, shall apply to any canal or flood embankment as defined in this Act.

6. Whenever it appears expedient to the Government that the water of any river or stream flowing in a natural channel, or of any lake or other natural collection of still water, should be applied or used by the Government for the purpose of any existing or projected canal,

the Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the said water will be so applied or used after a day to be named in the said notification, not being earlier than three months from the date thereof.

7. At any time after the day so named, any canal-officer acting under the orders of the Government in this behalf may enter on any land and remove any obstructions, and may close any channels, and do any other thing necessary for such application or use of the said water.

8. As soon as is practicable after the issue of such notification, the Collector shall cause public notice to be given at convenient places stating that the Government intends to apply or use the said water as aforesaid, and that claims for compensation in respect of the matters mentioned in section 11 may be made before him.

A copy of section 11, 12 and 13 shall be annexed to every such notice.

9. When any claim for compensation is made before the Collector in accordance with the last preceding section, the Collector shall issue a notice requiring all persons interested in the matter in respect of which compensation is claimed to appear personally or by agent before him at a time and place therein mentioned (such time not being earlier than fifteen days after the date of publication of the notice), and to state the nature of their respective interests in the property affected, and the amount and particulars of their claims to compensation for such interests.

11. No compensation shall be awarded for any damage caused by-

(a) stoppage or diminution of percolation or floods;
(b) deterioration of climate or soil;
(c) stoppage of navigation, or of the means of rafting timber or watering cattle.

But compensation may be awarded in respect of any of the following matters:-

(d) stoppage or diminution of supply of water through any natural channel to any defined artificial channel, whether above or underground, in use at the date of the issue of the notification under section 6;

(e) stoppage or diminution of supply of water to any work erected for purposes of profit on any channel, whether natural or artificial, in use at the date of the said notification;

(f) stoppage or diminution of supply of water through any natural channel which has been used for purpose of irrigation within the five years next before the date of the said notification;

(g) *damage done in respect of any right to a water-course or the use of any water to which any person is entitled under the Limitation Act, 1908 Part IV;*

(h) *any other substantial damage, not falling under any of the above clauses (a), (b) or (c), and caused by the exercise of the powers conferred by this Act, which is capable of being ascertained and estimated at the time of awarding such compensation.*

In determining the amount of compensation under this section, regard shall be had to the diminution in the market value, at the time of awarding compensation of the property in respect of which compensation is claimed; and, where such market value is not ascertainable, the amount shall be reckoned at twelve times the amount of the diminution of the annual net profits of such property, caused by the exercise of the powers conferred by this Act.

12. *If any supply of drinking-water is substantially deteriorated or diminished by any works undertaken in accordance with a declaration made by the Government under section 6, the canal-officer shall be bound to provide within convenient distance an adequate supply of good drinking-water in lieu of that so deteriorated or diminished, and no person shall be entitled to claim any further compensation in respect of the said deterioration or diminution.*

13. *Any person on whom notice may be served under the same last preceding section, and any person interested in any property in respect of which such notice has been issued, may, within six weeks of the service of such notice, apply to the Court stating his objection to the amount of compensation as fixed by the Collector under the last preceding section, and the amount which he claims as compensation.*

35. *In case of any accident being apprehended or happening to a canal or flood-embankment, any canal-officer, or any person acting under his general or special orders in this behalf, may enter upon any lands adjacent to such canal or flood-embankment, and may execute all works which may be necessary for the purpose of preventing such accident, or repairing any damage done.*

37. *In every case of entry upon any land or building under section 7, section 33, section 34 or section 35, the canal-officer or person making the entry shall ascertain and record the nature of any crop, tree, building or other property to which damage has been done, and the extent of the damage done to any such property, and shall tender compensation to the proprietors or occupiers for all damage done to the same by the entry or by any works executed.*

40. *Whenever it appears to the Government that injury to the public health or public convenience, or to any canal, or to any land for which irrigation from a canal is available, has arisen or may arise from the obstruction of any river, stream or natural drainage-course, the Government may, by notification published in the Official Gazette prohibit, within limits to be defined in such notification, the formation of any such obstruction, or may, within such limits, order the removal or other modification of such obstruction.*

Thereupon so much of the said river, stream or natural drainage-channel as is comprised within such limits shall be held to be a drainage-work as defined in section 3.

43. *Whenever it appears to the Government that any drainage works are necessary for the public health, or for the improvement or proper cultivation or irrigation of any lands in districts to which the provisions of the Embankment and Drainage Act, 1952, do not, apply, or that protection from floods or other accumulations of water, or from erosion by a river, is required for any lands,*

the Government may cause a scheme for such works to be drawn up and carried into execution....

49. *Any person may, with the permission of a canal-officer, construct a new village-channel if he has obtained the consent of the owners and occupiers of the land required therefor.*

59. *Every owner of a village-channel shall be bound-*

(a) to construct and maintain all works necessary for the passage across such village-channel of canals, village-channels, drainage-channels and public roads existing at the time of its construction, and of the drainage intercepted by it, and for affording proper communications across it for the convenience of the occupants of neighbouring lands;

(b) to maintain such village-channel in a fit state of repair for the conveyance of water;

(c) to allow the use of it to others on such terms as may be declared equitable by the canal-officer as hereinafter prescribed.

66. Any person not an owner of a village-channel, desiring to have a supply of water through such village-channel, may make a private arrangement with the owners for the conveyance of water, or may apply to the canal-officer for authority to use such village-channel.

67. On receipt of such application the canal-officer shall serve notice on the owners to show cause why such permission should not be granted, and, if no objection be raised, or if any objections be raised and found invalid, shall authorize the conveyance of such supply on such conditions as may appear to him equitable.

93. Whoever, voluntarily and without proper authority, does any of the acts following, that is to say:-

(2) interferes with, increases or diminishes the supply of water in, or the flow of water from, through, over or under any canal or drainage-work, or by any means raises or lowers the level of the water in any canal or drainage work;

(3) being responsible for the maintenance of a village channel, or using a village channel, neglects to take proper precautions for the prevention of waste of the water thereof, or interferes with the authorized distribution of the water therefrom, or uses such water in an unauthorized manner;

(4) corrupts or fouls the water of any canal so as to render it less fit for the purposes for which it is ordinarily used;

(5) destroys, defaces or moves any level-mark or water-gauge fixed by the authority of a public servant;

(6) destroys or removes any apparatus, or part of any apparatus, for controlling or regulating the flow of water in any canal or drainage-work;

(7) passes, or causes animals or vehicles to pass, in or across any of the works, banks or channels of a canal contrary to rules made under this Act after he has been desired to desist therefrom;

(8) without the permission of the canal-officer causes, or knowingly and willfully permits, any cattle to graze upon any flood embankments, or tethers, or causes or knowingly and willfully permits any cattle to be tethered upon any such embankments, or roots up any grass or other vegetation growing on any such embankments, or removes, cuts or in any way injures or causes to be removed, cut or otherwise injured, any trees, bushes, grass or hedge intended for the protection of such embankment;

(9) shall in case the offence shall not amount to mischief within the meaning of the Penal Code, and on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding fifty taka or to imprisonment for a term not exceeding one month, or to both.

94. Whoever, without the authority of the officer;-

(1) pierces or cuts through, or attempts to pierce or cut through, or otherwise to damage, destroy or endanger the stability of, any flood-embankment;

(2) opens, shuts or obstructs, or attempts to open, shut or obstruct, any sluice in any such embankment;

(3) makes any dam or other obstruction for the purpose of diverting or opposing the current of a river on the banks whereof are flood-embankments, or refuses or neglects to remove any such dam or obstruction when so required by the canal-officer,

shall, in case the offence shall not amount to mischief within the meaning of the Penal Code, and on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding two hundred taka, or to imprisonment for a term not exceeding six months.

THE AGRICULTURAL AND SANITARY IMPROVEMENT ACT, 1920
(Bengal Act VI of 1920)

An Act to consolidate and amend the law relating to the construction of drainage and other works for the improvement of the agricultural and sanitary conditions of certain areas in Bangladesh.

3. Whenever an application is received by the Collector from a local authority or local authorities, or any person, or person, recommending the undertaking of any work for the improvement, or, for the prevention of the deterioration, of the agricultural or sanitary condition of any area, or if the Collector is himself of opinion that the undertaking of any such work is necessary, he shall cause such inquiries as he may deem necessary to be made and shall thereafter consult the local authority or local authorities concerned:

4.(1) On completion of the necessary inquiries and after consultation, when necessary, with the local authority or local authorities, the Collector shall-

(a) if he considers that the proposed work should not be done, pass an order to that effect; or

(b) if he considers that the work proposed or modified should be done, take action as hereinafter provided.

(2) An appeal shall lie to the Commissioner against every order by the Collector under clause (a) of sub-section (1) within thirty days of such order; and the decision of the Commissioner thereon shall be final.

6. As soon as possible after the receipt of the scheme, the Collector shall publish a notice in the prescribed manner calling for objections or suggestions thereon by any local authorities, or person interested, within such time as may be prescribed.

8. (1) The Collector may-

(a) reject the scheme...,

(b) subject to such rules as may be prescribed in this behalf, accept it with such modifications as he may deem necessary, and shall determine, in the prescribed manner, the method in which, and the conditions subject to which, the cost of the work shall be financed and distributed.

(2) An appeal shall lie to the Commissioner against every order by the Collector under sub-section (1) within thirty days of such order; and the decision of the Commissioner thereon shall be final.

10. (1) On the expiry of the period fixed by the notice published under section 6, the committee shall proceed in the prescribed manner to consider any objections or suggestions in regard to the scheme received by the Collector, and may either accept the scheme with such modifications as it may deem necessary, or reject it.

(2) Whenever a scheme has been accepted by the committee, it shall frame proposals, in the prescribed manner, regarding the method in which, and the conditions subject to which, the cost of the work shall be financed and distributed.

23. Whenever any land, other than land taken or acquired for the purpose of this Act, or any right of fishery, right of drainage, right of the use of water, or other right of property, is injuriously affected by any act done, or any work executed under this Act, the person in whom such property, or right is vested may prefer a claim by petition to the Collector, for compensation;

Provided that the refusal to execute any work for which application is made, and the refusal of permission to execute any work for the execution of which the permission of the Collector or any other authority is required under this Act, shall not be deemed acts on account of which a claim for compensation can be preferred under this section.

24.(1) No claim under section 23 shall be entertained which is made later than three years after the completion of the work by which such right is injuriously affected.

25. When any such claim is made, proceedings shall be taken with a view to determine the amount of compensation, if any, which should be made and the person to whom the same should be payable....,

26. In any such case which is referred by the Collector to the Court for the purpose of determining whether any, and, if so, what amount of compensation should be awarded, the Court shall take into consideration-

First, the market value of the property or right injuriously affected at the time when the act was done or the work executed;

Secondly, the damage sustained by the claimant by reason of such act or work injuriously affecting the property or right;

Thirdly, the consequent diminution of the market value of the property or right injuriously affected when the act was done or the work executed;

Fourthly, whether any person has derived, or will derive, benefit from the act or work in respect of which the compensation is claimed or from any work connected therewith, in which case they shall set off the estimated value of such benefit, if any, against the compensation which would otherwise be decreed to such person:

Provided that the Court shall not take into consideration-

First, the degree of urgency which has led to the act or work being done or executed;

Secondly, any damage sustained by the claimant, which, if caused by a private person, would not in any suit instituted against such person justify a decree for damages.

28. All outlets and water-channels, natural or artificial, included in a scheme under this Act, whether reconstructed, cleared, altered, enlarged, excavated or cut under this Act or not, and the construction and maintenance of embankments and dams and works therein, or connected therewith, shall be subject to the law

for the time being in force regulating the construction and maintenance of public embankments rivers, channels and outlets.

29. *All lands which are taken, or acquired permanently under this Act for the purpose of a scheme, and any work constructed under this Act, and all water-channels, embankments and dams included within the scheme, whether reconstructed, cleared, altered, enlarged, excavated, or cut under this Act, or not, shall be vested in the Collector on behalf of the Government, or subject to such conditions as may be prescribed, in such local authority, or person as the Government, may by general or special order, direct:*

Provided that when the total cost of any work has been paid by any local authority, or person, the said lands and works, including any water-channels, embankments and dams, shall, subject to such conditions as may be prescribed, vest in such local authority, or person.

30. *The local authority, or person in whom the lands, or works, water-channels, embankments, and darns, are vested shall be responsible for their maintenance, subject to such rules as may be prescribed:*

Provided that if the collector is satisfied that such maintenance is being neglected, or that it is desirable, in the public interest, that such maintenance should be undertaken by the Government, he shall report, through the Commissioner, to the Government, who may direct that the duty of maintenance be undertaken by the Government.

32. *(1) Any person who, without lawful authority, creates, or causes to be erected, any weir or other obstruction in any outlet or water-channel, or cultivates the bed of a water channel, so as to obstruct natural drainage, shall, upon conviction before a Magistrate, be liable to a penalty not exceeding two hundred Taka for every such offence.*

(2) It shall be in the discretion of such Magistrate to direct any such offender to remove or pay for the entire cost of the removal of any such obstruction.

33. *The Commissioner, the Collector, and a committee appointed under section 9 shall have all such powers as are conferred on a Civil Court by the Code of Civil procedure, 1908, for the purpose of compelling the attendance of witnesses and the production of evidence, and for the purpose of examining witnesses in any inquiry, or appeal, as the case may be, which they may be empowered to make or entertain under this Act.*

34. *No proceeding under this Act shall be defeated or invalidated by reason of any defect or omission in the publication or service of any notification, notice or order, unless material injury is done to any person by such defect or omission.*

THE TANKS IMPROVEMENT ACT, 1939
(Bengal Act No. XV of 1939)

An Act to provide for the improvement of tanks in Bangladesh for purposes of irrigation.

2. *In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-*

(1a) "agricultural land" includes land used for the growing of vegetable and the like and also waste land which is capable of cultivation but does not include a fruit garden, an orchard or any homestead land;

(2) "Collector" includes a Thana Nirbahi Officer and any officer appointed by the Government to exercise all or any of the functions of a Collector under this Act;

(7) "tank" means a reservoir, or place which has been used as a reservoir, for the storage of water whether formed by excavation, for the storage of water whether formed by excavation or by the construction of one or more embankments or place where water naturally accumulates, and includes any part of a tank and the banks thereof except such portions of the banks as are homestead, garden or orchard lands.

3. If the Collector is of opinion that any tank has fallen into disrepair or disuse, he may serve a notice in the prescribed form and manner on the person having control over the tank requiring him to carry out within a period specified in the notice such improvements of the tank as the Collector considers necessary for the proper utilization of the tank for purposes of irrigation.

4.(1) If the improvements referred to in section 3 are not carried out to the satisfaction of the Collector within the period specified in the notice issued under that section or within such further period as the Collector may, on application made to him in this behalf, think fit to allow, the Collector may, by a notice to the person having control over the tank and otherwise published in the prescribed form and manner, declare the tank to be a derelict irrigation work.

5. After the notice declaring a tank to be a derelict irrigation work has been confirmed under section 4 the Collector, if he thinks fit, may at any time-

(a) take possession of the tank and carry out the improvements, specified in the notice under section 3, or

(b) authorize under section 6 a local authority, co-operative society, or any other person interested to take such action.

6.(1) Any local authority or co-operative society, or any other person who, in the opinion of the Collector, has an interest in a derelict tank, may, if authorized by the Collector by an order in writing in this behalf, take possession of such tank and carry out the improvements specified in the notice under section 3.

(2) In making any order under sub-section(l) the Collector shall, except for sufficient reason to be recorded in writing, give preference to the sole owner or any co-sharer owner of the tank who has submitted an application stating that he is willing to carry out the said improvements or he may make an order in favour of more than one such co-sharer owner jointly.

6A.(1) If any authorized person considers it necessary for the purpose of carrying out the improvements in a derelict tank to take possession of any land adjoining such tank, he may-

(a) if he is Collector, take possession of such land by order in writing; and

(b) if he is not the Collector, apply in the prescribed manner to the Collector to be empowered to take possession of such land and the Collector may, if he is satisfied after considering the application that such land is required for carrying out the improvements, empower the authorized person by order in writing to take possession of such land :

7.(1) If any authorized person-

(a) fails to carry out the improvements to the satisfaction of the Collector within such time as may be specified in the order under section 6, or

(b) fails, in the opinion of the Collector, to proceed with the improvements with due diligence or to maintain the tank in proper condition, or

(c) with or without the permission of the Collector gives up possession of the tank or abandons the work of improvement, or

(d) is, in the opinion of the Collector, guilty of any serious negligence or misconduct in relation to the tank or to persons having any right or interest in the tank or in the use of water thereof, or

(e) fails to comply with any order passed under section 26 or section 27,

the Collector may cancel the order made under section 6 as well as any order made under clause (b) of sub-section (1) of section 6A, and thereupon all rights and powers of the said authorized person in respect of the tank and in respect of any land of which possession is taken as a result of an order made under clause (b) of sub-section (1) of section 6A shall cease and determine, and the Collector shall take possession of the tank and such land.

(2) After taking possession of the tank and such land under sub-section (1) the Collector shall either appoint another authorized person to carry out the improvements or carry them out himself.

9A. An authorized person shall be entitled to remain in possession of any land adjoining a derelict tank of which possession is taken under section 6A as long as such person remains in possession of such derelict tank under section 8.

13. Where, at the time of the taking of possession of a derelict tank by an authorized person, any person has a right, on payment of any rent or charge, to catch fish in the tank or- to take fruits form trees on, or other produce from, the banks of the tank the authorized person shall, at such times and in such manner as may be prescribed, pay to the said person such compensation as the Collector, after such inquiry as he thinks fit, may determine. Such compensation shall not be less than the amount of the rent or charge which the said person continues to be liable to pay to the owner or any tenant of the tank and shall be deemed to be a full and complete satisfaction for all loss suffered by such person as a result of the interference with the exercise of his right.

14.(1) Where the bed or any part of the bed of a tank has been leased out to cultivators for agricultural purposes the authorized person shall pay compensation to such cultivators, and thereupon such lease shall be terminated. The amount of compensation payable to each cultivator shall be such amount as the Collector, after such inquiry as the thinks fit, deems fair and equitable but not less than salami paid by such cultivator for the lease.

14A.(1) Where the owner of a derelict tank is not the owner of any land adjoining such tank of which possession is taken under section 6A, or retaken under sub-section (3) of section 9B, the authorized person shall, at such times and in such manner as may be prescribed, pay to the person in possession of such land at the time of taking or retaking possession thereof such compensation as the Collector, after such inquiry as he thinks fit, may determine. Such compensation shall not be less than the amount of the rent which the person so dispossessed is liable to pay in respect of the land and shall be deemed to be a full and complete satisfaction for all loss suffered by such person as a result of the interference with his possession.

(2) Where the owner of a derelict tank is also the owner of any land adjoining such tank of which possession is taken under section 6A, or retaken under sub-section (3) of section 9B, the authorized person shall-

(a) in the case where such land is in the actual possession of the owner thereof, pay at such times and in such manner as may be prescribed to such owner such rent as the Collector, after such inquiry as he thinks fit, may determine:

Provided that where the authorized person is the owner of such land in actual possession thereof, no such payment of the rent determined by the Collector under this Clause shall be necessary; but the amount of such rent shall be included in and form part of the costs incurred or likely to be incurred by the authorized person in carrying out the required improvements in the tank; and

15.(1) During the period of possession no person shall without the permission of the Authorized Officer use or occupy the tank or use the water thereof except for drinking or other domestic purposes or catch fish in the tank or take fruits from the trees on, or other procedure from, the banks of the tank, except such portion of the banks as are homestead, garden or orchard lands.

(2) ... No person shall without the permission of the authorized person use or occupy such land or take fruits from trees on, or other produce from, such land.

16. During the period of possession all rights to use the water of the tank for irrigation purposes shall vest in the authorized person and no person shall use the water of the tank for such purposes except with the permission of the authorized person.

16A.(1) When the possession of any tank has been taken under section 5 or section 6 the Collector shall determine in the prescribed manner the maximum area of land to the limits of which irrigation from the said tank may practicably be extended (hereinafter referred to as the maximum irrigation area) and the Collector shall publish a notice in the prescribed form and manner defining the limits of the maximum irrigation area so determined.

18.(1) During the period of possession the authorized person may, subject to the provisions of this Act and the previous permission of the Collector, lease to any person for a period not extending beyond the period of possession any part of the banks of the tank or any right to take fruit from trees on, or other produce from, such banks or any right to rear and catch fish in the tank.

(2) During the period any land of which possession is taken under section 6A or retaken under sub-section (3) of section 9B remains in the possession of an authorized person, such authorized person may, subject to the provisions of this Act and the previous permission of the Collector, lease to any person for a period not extending beyond the said period of possession any part of the said land or any right to take fruits from trees on, or other produce from such land.

(4) All sums realized by the authorized person under any lease granted under this section shall be applied to the recovery of all costs incurred or likely to be incurred by the authorized person in carrying out the required improvements in the tank and by the Collector in carrying out the purposes of this Act in respect of the tank together with interest on such costs at the rate of fifteen per cent per annum.

19A. Notwithstanding anything contained in the Bengal Tenancy Act, 1885, no person shall acquire any occupancy right in any part of the banks of, or in any land adjoining, a tank leased out to such person under section 18 and no person who held any part of the banks of any tank under a lease under section 18 at any time since the commencement of this Act shall be deemed to have acquired any occupancy right therein.

20. Every authorized person who takes possession of a derelict tank under the provisions of this Act shall maintain the same in proper condition, and if, in the opinion of the Collector, he fails to do so the provisions of sections 5 and 6 shall be applicable as if the maintenance of the tank in proper condition were an improvement specified in the notice under section 3 or the Collector may, if he thinks fit, arrange for the maintenance thereof from the authorized person.

26. Any person aggrieved by any action [or decision] of an authorized person, other than the Collector, may appeal to the Collector who after giving such authorized person an opportunity to be heard in the matter, shall pass such order thereon as he thinks fit.

35. Whoever contravenes any of the provisions of section 15, or sub-section (1) of section 16 shall be punished with fine which may extend to five hundred taka.

THE BANGLADESH IRRIGATION WATER RATE ORDINANCE, 1983
(Ordinance No. XXXI of 1983)

An Ordinance to consolidate and amend the law relating to the imposition of a water rate for supply, regulation or storage of water for irrigation or drainage.

2. ***Definitions.*** *- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,-*

(b) "Board" means the Bangladesh Water Development Board constituted by the Bangladesh Water and Power Development Boards Order 1972 (P.O. No. 59 of 1972);

(c) "canal" means any canal, channel, including field channel, plot channel and intake channel, river, stream, water course, reservoir, pump and tubewells constructed, installed, maintained or controlled by the Government or by the Board or by the Corporation for supply, regulation or storage of water for the purpose of irrigation or drainage, and includes any work, embankment, structure, supply or escape channel connected with any canal, channel or reservoir, and any land on the banks of any canal as defined in this clause;

(d) "Corporation" means the Bangladesh Agricultural Development Corporation established under the Bangladesh Agricultural Development Corporation Ordinance, 1961 (E.P. Ord. XXXVII of 1961);

3. ***Ordinance to override other laws.*** *- The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or in any contract for the time being in force.*

4. ***Imposition of water rate.*** *-(1) Whenever the Government is of opinion that lands within any area be benefited or are likely to be benefited by water supplied or regulated by the Government or by the Board or by the Corporation through any canal during any financial year, the Government may, by notification, declare its intention to impose in such area, hereinafter referred to as the notified area, a water rate for such financial year;*

Provided that the water rate so specified for a crop season shall not exceed such rate as may be prescribed:

Provided further that the water rate intended to he imposed may vary from one notified area to another notified area.

(2) On the publication of a notification under sub-section (1), any person interested in any land likely to be affected by the imposition of the water rate referred to in the notification may, within a period of one month from the date of publication of the notification, prefer objections to the Government to the inclusion of such land in the area in respect of which the declaration has been made under sub-section(l).

(3) On the expiry of the period referred to in sub-section (2) for preferring objections, the Government may, after considering the objections, if any, received within such period, by notification,-

(a) withdraw the declaration intending to impose a water rate, or

(b) declare that a water rate in the area in respect of which the declaration under sub-section (i) was made or any part thereof shall be imposed.

5. ***Determination of water rate etc.*** *-(l) The water rate to he imposed in a notified area shall be determined by such authority or in such manner as may be prescribed:*

Provided that the water date so determined may vary from one notified area to another area and from one year to another year.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force or in any custom, usage or contract, a water rate determined under sub-section (1), shall be payable in respect of all agricultural lands in the notified area.

6. ***Remission.**-(l) If, for any reason, there is, in any financial year, a total or partial failure of crops in any land in the notified area, the Government may grant total or partial remission of the water rate in respect of such lands.*

8. ***Free Passage of water for irrigation or drainage**.-(l) For the purpose of irrigation or drainage of lands in the notified area, the owners or occupiers of such lands shall be bound to afford free passage for water through or over all lands in their possession and for that purpose, to allow, when so required by the Deputy Commissioner, by an order in writing, construction and maintenance of such channels as may be necessary:*

Provided that the capacity of such channels shall not exceed in any case two cusecs of flow.

(2) If any person refuses to comply with an order under sub-section (1) the Deputy Commissioner may cause the channel to be constructed or maintained and may impose a penalty which may extend to five times the water rate assessed on such land.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall be entitled to claim any compensation for any damage or loss which may be caused as a result of construction or maintenance of any channel under sub-section (1) or sub-section (2):

Provided that he shall be entitled to remission of water rate in respect of that portion of land which is affected by such construction or maintenance of channels.

9. ***Penalty for diversion of normal flow of water by obstruction, etc**.-(l) If, without any written permission of the Deputy Commissioner, any obstruction is put in any channel referred to in section 8 or other canal or any cut is made on the bank thereof as a result of which the normal flow of water through such channel or canal is diverted for the purpose of irrigating any land or for storing water for any purpose, the Deputy Commissioner may-*

(a) take such measures as he may consider necessary to remove such obstruction or to close such cut; and

(b) impose a penalty, which may extend to ten time the water rate assessed for the financial year during which the obstruction is put or the cut is made, on the persons who are the owners or the occupiers of lands irrigated by, assessed to water rate under section 7 who are the owners or occupiers of the lands irrigated by, or filled up with, water so diverted, after giving them an opportunity of showing cause against the imposition of such penalty:

Provided that no such penalty shall be imposed on any person who proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner that such obstruction was put or such cut was made without his knowledge or consent.

(2) Any person aggrieved by an order imposing a penalty under this section may, within thirty days from the date of receipt of the order, appeal to such appellate authority as may be prescribed, and the decision of the appellate authority in such appeal shall be final.

10. ***Prevention of unauthorized use or waste of water**,-(1)It shall be the duty of the owners or occupiers of lands in the notified area to take proper precautions for the prevention of waste of the water supply through any canal in the area or use of such water in an unauthorized manner.*

(2) If water supplied through a canal be suffered to run to waste, the person by whose act or neglect such water such water is suffered to run to waste shall be liable to pay a penalty which may extend to ten times the water rate that could be charged if the water so wasted were supplied in bulk.

(3) If water supplied through a canal in the area be used in an unauthorized manner, the person by whose act or neglect such use has occurred shall be liable to pay a penalty which may extend to five times the water rate assessed on the land in which such water is used or on which such water has flowed.

Note : *Rules have been framed under section 15 of this Ordinance as Irrigation Water Rate Rules, 1992.*

৩.৪.২ কীট ও মান নিয়ন্ত্রণ

THE DESTRUCTIVE INSECTS AND PESTS ACT, 1914
(Act No, II of 1914)

An Act to prevent the introduction into Bangladesh of any insect, fungus or other pest, which is or may be destructive to crops.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-,

(a) "crops" includes all agricultural or horticultural crops and all trees, bushes or plants;

(c) "infection" means infection by any insect, fungus or other pest injurious to a crop.

3.(1) The Government may, by notification in the official Gazette, prohibit or regulate, subject to such restrictions and conditions as it may impose, the import into Bangladesh, or any part thereof, or any specified place therein, of any article or class of articles likely to cause infection to any crop or of insects generally or any class of insects.

(2) A notification under this section may specify any article or class of articles or any insect or class of insects either generally or in any particular manner, whether with reference to the country of origin, or the route by which imported or otherwise.

4. A notification under section 3 shall operate as if it had been issued under section 16 of the Customs Act, 1969, and the officers of Customs at every Port shall have the same powers in respect of any article with regard to the importation of which such a notification has been issued as they have for the time being in respect of any article the importation of which is regulated, restricted or prohibited by the Customs Act, 1969.

5.(1) The Government may make rules for the detention, inspection, disinfection or destruction of any insect of class of insects or of any article or class of articles in respect of which a notification has been issued under section 3 or of any article which may have been in contact or proximity thereto, and for regulating the powers and duties of the officers whom it may appoint in this behalf.

(2) In making any rule under this section the Government may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to one thousand Taka.

THE AGRICULTURAL PESTS ORDINANCE, 1962
(Ordinance No. VI of 1962)

An ordinance to provide for the prevention of spread of agricultural pests in Bangladesh.

2. *In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context-,*

(b) "agricultural pest" means a pest, insect or weed mentioned in the Schedules I, II, III and IV to this Ordinance;

(d) "crops" include all agricultural or horticultural crops and all trees, bushes or plants;

(e) "infested crop" means a crop affected by any agricultural pests;

(h) "occupier" means the person in actual possession of land and includes the manager or managing agent or bargadar or any other person authorized by the occupier;

(i) "preventive measures" means the measures prescribed by the Government to eradicate and to prevent the spread of any agricultural pests;

3. *The Government may, by notification in the Official Gazette, prohibit-*

(a) the employment of such methods of cultivation as held the spread of agricultural pests either generally or with respect to any particular crop; or

(b) the transport or sale of any infested crop.

4. *Every occupier of land in which any crop is cultivated shall be bound to carry out the preventive measures as may be prescribed in respect of such crop.*

5. *The Government may, by notification, appoint such person as it thinks fit to be Inspector for the purposes of this Ordinance within such local areas as may be specified in such notification.*

6. *An inspector appointed under section 5 may, subject to any rules made in this behalf by the Government,-*

(a) at any time enter and inspect any land, building, place, vessel or vehicle for the purpose of exercising the powers or performing the duties conferred or imposed on him by or under this Ordinance;

(b) seize any infested crop and destroy or cause to be destroyed such crop in such manner as may be prescribed;

(c) seize any infested crop or by a requisition in writing direct the occupier or the person in-charge of such crop not to sell or dispose of or pick or collect or move the seized crop from such place as may be specified in the requisition without the written permission or such authority as may be prescribed in this behalf.

7.(1) Whenever an Inspector is satisfied that preventive measures have not been duly carried out by the occupier of any land he shall call upon such occupier by notice in writing to carry out such measures within fifteen days of the receipt of such notice.

(2) The occupier may within seven days from the service upon him of the notice under sub-section (1) prefer an appeal to the Collector against such notice.

(3) The authority before whom the appeal is preferred may extend the time specified in the notice issued under sub-section (1) and shall, after giving the occupier an opportunity of being heard, pass such order on the appeal as he thinks fit.

(4) Every order passed under sub-section (3) shall be final.

8.(1) If an occupier on whom a notice has been served under sub-section (1) of section 7 does not comply with such notice within the time specified therein or where an appeal has been preferred by him under sub-section (2) of that section, does not comply with the order passed on such appeal within seven days, the Inspector may carry out or cause to be carried out the preventive measures not undertaken, at the cost of the occupier and for such purpose may take with him or depute or employ such Subordinates or other persons as he deems fit.

9.(1) Whenever it appears to the Government that the whole of Bangladesh or any part thereof is affected or threatened by an agricultural pest and that immediate action is necessary, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare the whole of Bangladesh or such area as affected area and take such remedial and preventive measures in respect of such area as may be necessary.

10. Whoever contravenes the provisions of section 3 shall be punished for a first offence with fine which may extend to five hundred taka, and for every subsequent offence with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand taka or with both.

11.(1) Any person aggrieved by an order of seizure or destruction may, within seven days of such order, appeal to the Deputy Commissioner.

(2) Any order passed on appeal under sub-section (1) and if no appeal is preferred, the order of the Inspector shall be final.

THE AGRICULTURAL PESTICIDES ORDINANCE, 1971
(Ordinance No. II of 1971)

An ordinance to regulate the import, manufacture, formulation, sale, distribution and use of pesticides.

*3. **Definitions.-** In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression-*

(a) "adulterated" when used with reference to a pesticide, means any pesticide the strength or purity of which falls below the professed standard or quality which is expressed on its label or under which it is sold or a pesticide any valuable ingredient of which has been wholly or partially extracted;

(b) "advertise" means to make known by publication or distribution of any advertisement, circular or other notice;

(c) "brand" means the trade name applied by an importer, manufacturer, formulator or vendor to the goods imported, manufactured or sold by him;

(e) "formulation" means the process by which a pesticide is converted, by mixing with other substances, into a form in which it is ready to be used;

(f) "fungi" means all rusts, smuts, mildews, moulds, yeasts, and similar forms of plant life prescribed in this behalf and includes bacteria affecting plant life;

(h) "guarantee" means the statement indicating the strength, effectiveness and other qualities of a brand of a pesticide which an importer, manufacturer, formulator, vendor or person holding stock for sale of a brand of a pesticide is required to submit under the rules at the time of applying for the registration of the brand;

(k) "insect" means any of the small invertebrate animals commonly known as insects and includes such forms of animal life as may be prescribed;

(n) "pesticide" means any substance or mixture of substances used or represented as a means for preventing, destroying repelling, mitigating or controlling, directly or indirectly, any insect, fungus, bacterial organism, nematodes, virus, weed, rodent, or other plant or animal pest but does not include a substance which is a 'drug' within the meaning of the Drugs Act, 1940.

4. ***Pesticides to be registered.***- *No person shall import, manufacture, formulate, repack, sell, offer for sale, hold in stock for sale or in any manner advertise any brand of pesticide which has not been registered in the manner hereinafter provided.*

5. ***Application for registration of pesticide.***-*(l) Any person intending to import, manufacture, formulate, repack, sell, offer for sale, hold in stock for sale or advertise any brand of a pesticide may apply to the Government for the registration of the brand under such name as he may indicate in the application.*

(4) Upon the receipt of an application under sub-section (1), the Government may register a brand of a pesticide by the name indicated in the application, if it is satisfied that-

(a) the brand is not such as would tend to deceive or mislead the purchaser with respect to the guarantee relating to the pesticide or its ingredients or the method of its preparation; or

(b) the guarantee relating to the pesticide or its ingredients is not the same as that of another registered brand or is not so similar thereto as to be likely to deceive; or

(c) it is effective for the purpose for which it is sold or represented to be effective; or

(d) it is not generally detrimental or injurious to vegetation, except weeds, or to human or animal health, even when applied according to directions.

7. ***Cancellation of registration.***- *If, at any time after the registration of the brand of a pesticide, the Government is of opinion that the registration has been secured in violation of any of the provisions of this Ordinance or the rules or that the pesticide is ineffective against pests or hazardous to vegetation, other than weeds, or to human or animal life, the Government may, after giving to the person on whose application it had been registered an opportunity of being heard, cancel the registration.*

8A. ***Requirement of licence.***-*(l) Any person may, after obtaining a licence granted by the licensing authority import, manufacture, formulate, repack, sell, offer for sale, hold in stock for sale, involve in pest control operation on commercial basis or advertise in any manner any brand of registered pesticide.*

(2) Any person intending to import, manufacture, formulate, repack, sell, offer for sale, hold in stock for sale, involve in pest control operation on commercial basis or advertise any brand of registered pesticide may apply for a licence to the licensing authority.

9. ***Importation may be prohibited.***- *If any pesticide imported into Bangladesh is found to be adulterated or incorrectly or misleadingly tagged, labeled or named, or if its sale in any way contravenes any of the provisions of this Ordinance, the Government may, by notification in the official Gazette, prohibit the further import of the pesticide into Bangladesh.*

*10. **Labeling of packages**.- No person shall sell or offer or expose for sale, or advertise or hold in stock for sale any pesticide unless each package containing the pesticide, and every tag or label durably attached thereto, is branded or marked in printed characters in such form and in such manner as may be prescribed.*

*14. **Government Analyst**.- The Government may, by notification in the official Gazette, appoint as many persons as it deems fit to be Government Analysts for pesticides and, where it appoints more than one person to be Government Analysts, shall specify in the notification the local limits within which each one of them shall perform the functions of Government Analyst.*

*15. **Inspectors**.- The Government may, by notification in the official Gazette, appoint from amongst the officers of the Government employed for work relating to plant protection such number as it deems fit to be Inspectors within such local limits as may be specified in the notification.*

*16. **Powers of Inspectors**.- An Inspector may, within the local limits for which he is appointed, enter upon any premises where pesticides are kept or stored, whether in containers or in bulk, by or on behalf of the owner, including premises belonging to a bailee, such as a railway, a shipping company or any other carrier, and may take samples therefrom for examination. No compensation shall be payable for a reasonable quantity taken as a sample.*

*17. **Procedure of Inspectors**.-(l) Where an Inspector takes a sample of a pesticide for the purpose of test or analysis under section 16, he shall intimate such purpose in writing in the prescribed form to the person from whose possession he takes it and in the presence of such person (unless he willfully absents himself), shall divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark the same and permit such person to add his own seal and mark to all or any of the portions so sealed and marked:*

Provided that, where the pesticide is made up in containers of small volume, instead of dividing a sample as aforesaid, the Inspector may, and if the pesticide be such that it is likely to deteriorate or be otherwise damaged by exposure shall, take three of the said containers after suitably marking the same and, where necessary, sealing them.

(2) The Inspector shall restore one portion of a sample so divided or one container, as the case may be, to the person from whom he takes it, and shall retain the remainder and dispose of the same as follows :

(i) he shall forthwith send one portion or container to the Government Analyst for test or analysis; and

(ii) he shall send the second portion or container to the Government.

*18. **Report of Government Analyst**-(i) The Government Analyst to whom a sample of any pesticide has been forwarded by an Inspector under sub-section (2) of section 17 shall deliver to the Inspector, in triplicate in the prescribed form, a signed report of the result of the test or analysis conducted by him.*

(6) A certificate of analysis prepared by the Pesticide Laboratory shall be conclusive evidence of the facts stated therein.

*20. **Purchaser of pesticide may have it tested or analyses**.-(l) Any person who has purchased a pesticide may apply to a Government Analyst to conduct a test or analysis of the pesticide.*

(3) The Government Analyst to whom an application is made ... shall conduct the test or analysis and issue to the applicant a report signed by him of the test or analysis.

21. ***Offences and penalties***.- *Any person who-*

(a) sells, offers or exposes for sale, holds in stock for sale or advertises a registered brand of a pesticide which is of the nature, substance or quality which it is represented to be by the brand or mark on the package containing it or, as the case may be, on the tag or label attached thereto; or

(b) falsely represents a pesticide in an advertisement; or

(c) contravenes any of the provisions of this Ordinance or the rules for the contravention of which no other penalty is provided in this Ordinance,

shall be punishable, for the first offence, with fine which may extend to one thousand Taka and for every subsequent offence with fine which shall not be less than two thousand Taka or more than three thousand Taka and in default of payment of any such fine with imprisonment for a term which may extend to one year.

22. ***Manufacturer's warranty to dealers***.- *Whoever gives false warranty to a dealer or purchaser in respect of a pesticide, that it complies in all respect with the provisions of this Ordinance shall, unless he proved that when he gave the warranty he had good reason to believe the same to be true, be punishable with fine which may extend to one thousand Taka.*

23. ***Unlawful use of registration number, lowering of pesticidal value or hindering the Inspector from performing his duty***.- *Any person who-*

(a) unlawfully uses any registration number assigned or as if it had been assigned under this Ordinance, or

(b) willfully alters the composition of a pesticide by mixing any other substance therewith after the said pesticide has been placed on the market by the manufacturer, importer or ;vendor, or

(c) willfully obstructs, hinders, resists, or in any way opposes any Inspector in performing his duties under this Ordinance, shall be punishable with fine which shall not be less than two thousand and five hundred Taka or more than five thousand Taka or with imprisonment for a term which shall not be less than one year or more than two year.

25. ***Power of Court to order forfeiture***.-*If any person is convicted of an offence punishable under this Ordinance committed by him in respect of any pesticide, article or thing, the Court convicting him may further direct that the pesticide, article or thing shall be forfeited to the Government.*

29. ***Power to make rules***.-*(l) The Government may, in consultation with the Pesticide Technical Advisory Committee and after previous publication in the official Gazette, make rules for carrying the provisions of this Ordinance into effect.*

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide all or any of the following matters, namely:-

(j) the pesticides that are generally detrimental or injurious to vegetation, domestic animals or public health even when used according to directions;

(k) the pesticides that are to be labeled "Poison" and their antidotes;

(l) the requirements for the safe storage of pesticides;

(m) the quantities of different brands of pesticides which a person may hold in stock at any one time and the premises in which, and the conditions subject to which, he may hold them in stock;

(n) the precautions for the protection of workers against risk of poisoning by pesticides arising from their working-

(i) in connection with the use of such pesticides; or

(ii) on land on which such pesticides are being or have been used;

(o) the restrictions or conditions as to the purposes for which, the circumstances in which, or the methods or means by which, a pesticide may be used;

(p) the restrictions or conditions involving a general prevention or limitation of the use of any pesticide;

(q) the provision, and keeping available and in good order, of facilities for washing and cleaning and of other things needed for protecting persons, clothing, equipment and appliances from contamination with pesticides or for removing sources of contamination therefrom contamination with pesticides or for removing sources of contamination therefrom;

(r) the observance of precautions against poisoning by pesticides including the use of things provided in pursuance of the rules, and abstention from eating, drinking and smoking in circumstances involving risk or poisoning by pesticides;

(s) intervals between, or limitations of, periods of exposure to risk of poisoning by pesticides;

(t) the observance of special precautions in the case of persons who, by reason of their- state of health, age, or other circumstances, are subject to particular risk of poisoning by pesticides or of injury therefrom, or imposing, in case of person so subject, prohibitions or restrictions on employment of workers;

(u) the measures for detecting and investigating cases in which poisoning by pesticides has occurred;

(v) the provisions of effective facilities for prevention of poisoning by pesticides and first aid treatment; and

(w) the provision of instruction and training in the use of things provided in pursuance of the rules and in the observance of precautions against poisoning by pesticides.

THE SEEDS ORDINANCE, 1977
(Ordinance No. XXXIII of 1977)

An Ordinance to provide for regulating the quality of certain seeds for sale and for matters connected therewith.

2. ***Definitions***.- *In this Ordinance unless there is anything repugnant in the subject or context,-*

(a) "agriculture" means food and fibre crop production and includes horticulture;

(g) "kind" means one or more related species or sub-species or crop plants each individually or collectively known by one common name, such as cabbage, paddy or wheat;

(j) "Seeds" means any of the following classes of seeds used for sowing or planting-

(i) seeds of food crops including edible oil seeds and seeds of fruits and vegetables;

(ii) jute seeds;

(iii) cotton seeds;

(iv) seeds or cattle fodder;

and includes seedlings, and tubers, bulbs, rhizomes, root cuttings, all types of grafters and other vegetatively propagated materials, of food crops or cattle fodder;

3. ***National Seed Board.**-(l) The Government shall, as soon as may be after the commencement of this Ordinance, constitute a Board to be called the National Seed Board to advise the Government on matters arising out of the administration of this Ordinance and to carry out the other functions assigned to it by or under this ordinance.*

4. ***Government Seed Laboratory**.- The Government may establish a Seed Laboratory to be called the Government Seed Laboratory or declare, by notification in the official Gazette, any Seed Laboratory as the Government Seed Laboratory for the purposes of this Ordinance.*

5. ***Power to specify kinds or varieties of seeds**.- If the Government after consultation with the Board, is of opinion that it is necessary or expedient to regulate the quality of seed of any kind or variety to be sold and used for the purposes of agriculture, it may, by notification in the official Gazette, specify such kind or variety to be a notified kind or variety for the purposes of the Ordinance and different kinds of varieties may be notified for different areas.*

6. ***Powers to specify minimum limit of germination and purity, etc**.- After consultation with the Board, the Government may, by notification in the official Gazette, specify-*

   (a) the minimum limits of germination and purity with respect to any seed of any notified kind or variety;

   (b) the mark or label to indicate that such seed conforms at least to the minimum limits of germination and purity specified under clause (a) and the particulars which such mark or label may contain.

7. ***Regulation of sale of seeds of notified kinds or varieties**. No agency or certified seed grower or certified seller of seed shall carry on the business of selling, keeping for sale, offering to sell, bartering or otherwise supplying any seed of any notified kind or variety, unless-*

   (g) Such seed is identifiable as to its kind or variety;

   (h) Such seed conforms at least to the minimum limits of germination and purity and the container of such seeds bears, in the prescribed manner, the mark of label containing the correct particulars thereof specified under clauses (a) and (b) of section 6; and

   (i) he complies with such other requirements as may be prescribed.

8. ***Seed Certification Agency**.- The Government may, by notification the official Gazette, establish a Certification Agency to be called the Seed Certification Agency to carry out the functions entrusted to it by or under this Ordinance.*

9. ***Grant of certificate by the Certification Agency**.-(l) Any person selling, keeping for sale, offering to sell, bartering or otherwise supplying any seed of any notified kind or variety may, if he desires to have such seed certified by the Certification Agency, apply to the certification Agency for grant of a Certificate for the purpose.*

*14. **Powers of Seed Inspector**.-(l) The Seed Inspector may-*

(a) take samples of any seed of any notified kind or variety from

(i) any person selling such seed; or

(ii) any person who is, in the course of conveying, delivering or preparing to deliver such seed to a purchaser or a consignee; or

(iii) a purchaser or a consignee after delivery of such seed to him;

(b) send such sample for analysis to the Seed Analyst for the area within which such sample has been taken;

(c) exercise such other- powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Ordinance or any rule made thereunder.

(3) The power conferred by this section includes power to break any container in which any seed of any notified kind or variety may be contained or to break open the door of any premises where any such seed may be kept for sale:

(4) Where the Seed Inspector takes any action under clause (a) of sub-section (1), he shall, as far as possible, call not less than two persons to be present at the time when such action is taken and take their signatures on a memorandum to be prepared in the prescribed form and manner.

*15. **Procedure to be followed by Seed Inspectors**.-(l) Whenever a Seed Inspector intends to take sample of any seed of any notified kind or variety for analysis, he shall-*

(a) give notice in writing, then and there, of such intention to the person from whom he intends to take sample;

(b) except in special cases provided by rules made under this Ordinance, take three-representative samples in the prescribed manner and mark and seal or fasten up each sample in such manner as its mature permits.

(2) When samples of any seed of any notified kind or variety are taken under sub-section (1), the Seed Inspector shall-

(a) deliver one sample to the person from whom it has been taken;

(b) send in the prescribed manner another sample for analysis to the Seed Analyst for the area within which such sample has been taken; and

(c) retain the remaining sample in the prescribed manner for production in case any legal proceedings are taken or for analysis by the Seed Laboratory under sub-section (2) of section 16, as the case may be.

(3) If the person from whom the samples have been taken refuses to accept one of the samples, the Seed Inspector shall send intimation to the Seed Analyst of such refusal and thereupon the Seed Analyst receiving the sample for analysis shall divide it into two parts and shall seal or fasten up one of those parts and shall cause it, either upon receipt of the sample or when he delivers his report, to be delivered to the Seed Inspector who shall retain it for production in case legal proceedings are taken.

*16. **Report of Seed Analyst**.- The Seed Analyst shall, as soon as may be, after the receipt of the sample under sub-section (2) of section 15, analyse the sample at the Seed Laboratory and deliver, in such form as may be*

prescribed, one copy of the report of result of the analysis to the Seed Inspector and another copy thereof to the person from whom the sample has been taken.

17. ***Import and Export of Seeds.*** *- No person shall export or import or cause to be exported or imported any seed of any notified kind or variety unless it conforms at least to the minimum limits of germination and purity and the container of such seeds bears, in the prescribed manner, the mark or label containing the correct particulars thereof specified for that seed under section 6.*

18. ***Recognition of seed certification agencies of foreign countries.*** *- On the recommendation of the Board, the Government may, by notification in the official Gazette, recognize any seed certification agency established in any foreign country of the purposes of this Ordinance.*

19. ***Penalty.*** *- If any person contravenes any provision of the Ordinance or any rule made thereunder, or prevents a Seed Inspector from taking samples under this Ordinance or prevents him from exercising any other power conferred on him by or under this Ordinance, he shall, on conviction, be punishable-*

(a) for the first offence, with fine which may extend to Taka five hundred; and

(b) in the event of' such person having been previously convicted of an offence under this section, with imprisonment for a term not more than thirty days and fine which may extend to Taka one thousand.

20. ***Forfeiture of property.*** *- When any person has been convicted under this Ordinance for the contravention of any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, the seed in respect of which the contravention has been committed may, if the court so orders, be forfeited to the Government.*

Note *: See also the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and the Bangladesh Agricultural Produce Markets Regulation Act. 1964 mentioned in sector 3.*

৩.৪.৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT CORPORATION ORDINANCE, 1961
(E.P, Ordinance No. XXXVII of 1961)

An ordinance to establish an Agricultural Development Corporation for the purpose of increasing agricultural production in Bangladesh.

3.(1) As soon as may be after the commencement of this Ordinance, the Government shall establish a Corporation to be called the Bangladesh Agricultural Development Corporation.

13.(1) The Corporation shall-

(a) make suitable arrangements throughout Bangladesh, on a commercial basis, for the procurement, transport, storage and distribution to agriculturists of essential supplies such as seed, fertilizers, plant protection equipment, pesticides and agricultural machinery and implements:

(b) Promote the setting up of co-operative societies with a view to handing over to them its supply functions in accordance with a phased programme;

(d) if so directed by the Government, take over and manage, on such terms and conditions as may be specified by the Government, such seed multiplication and livestock breeding farms and fruit nurseries as are owned or managed by the Government; and

(e) assist, encourage and promote the manufacture of improved agricultural machinery and implements, but shall not itself undertake any such manufacture :

Provided that it shall, if so directed by the Government, take over, on such terms and conditions as may be specified by the Government, any concern owned or managed by the Government and engaged in such manufacture.

(2) In addition to the functions enumerated in subsection (1), the Corporation may-

(b) assist, encourage, and promote the establishment of industries for the processing of agricultural produce, the formulating or manufacturing of insecticides, pesticides, fungicides or biologicals or the manufacturing of cattle and poultry feed;

(c) organize the supply, maintenance and operation of lift-pumps and tubewells and set up light workshops for running repairs;

(d)...encourage the expansion and improvement of industries for the manufacture of diesel engines used in agriculture, the setting up of cold storage plants, the renewal and establishment of ginneries, oil expellers, jute presses and rice huskers;

(g) carry out or cause to be carried out surveys of the problems and potentials of any area proposed to be declared a Project Area under section 23, and incur expenditure on such surveys, on the training of personnel, and on studies, experiments and technical research;

14. In a Project Area, the Corporation-

(a) shall organize the dissemination of technical knowledge among agriculturists with a view to ensuring intensive and co-ordinated use of improved seeds, fertilizers, plant protection materials, better cultivation techniques, and credit, including supervised credit;

(b) shall deal with all matters pertaining to land reclamation, range management, dairy industry, organization of agriculture in new areas, harnessing of hill streams, conservation of catchments, exploitation of potential areas, planned agriculture through suitable crop rotation and mixed farming, marketing and processing of agricultural produce and organization of co-operative and block farming;

(e) shall perform all functions, which were, immediately before the issue of notification under section 23 were being performed in such area by the Departments dealing with agriculture, animal husbandry, livestock, co-operative societies, fisheries, forests and consolidation of holdings;

(f) may undertake distribution of water for irrigation;

(g) may undertake anti-salinity measures;

(h) may assist, encourage and promote the use of agricultural machinery; and

(i) may organize, or enter into contracts for, such research as may be necessary for carrying out its functions, including research in land and water utilization.

16. The Corporation may-

(f) direct, in respect of any area-

(i) the leveling, terracing and embankment of fields;

(ii) the afforestation of such area or part thereof;

(iii) the construction of earthworks in fields or ravines;

(iv) the provision of drains for storm water, construction of surface field drains and subsurface drains;

(v) the training of streams; and

(vi) the execution of such other works as are necessary in the opinion of the Corporation to protect the land from the erosive action of wind or water, or for the development of such area or For the exploitation of its water resources;

(g) direct that any work, which has been required to be done by any person under the preceding clause, and which remains undone, shall, after due notice to such person and consideration of any objection raised by him, be executed by the Corporation, and specify the portion in which the risk and expenses of such work shall be borne by such person, or by any other person who is held by the Corporation, upon due inquiry after reasonable notice to him, to be responsible for the execution of such work in whole or in part;

(h) regulate, restrict or prohibit by general or special order in respect of any area-

(i) the clearing or breaking up of land for cultivation;

(ii) the quarrying of non-mineral stone and the burning of lime or charcoal;

(iii) the admission, herding, parking and retention of cattle;

(iv) the felling, girdling, lopping, tapping or burning of any tree or timber; and

(v) the kindling, keeping or carrying of any fire;

(vi) direct the growing of a particular kind or type of crops or trees in a particular area and specify the rotation of crops to be followed;

(j) undertake the breaking of land, planting of trees, construction of water-courses and do all necessary acts to bring land vested in the Corporation under cultivation.

20.(1) The Chairman, or any other person authorized by him in writing, may enter upon and survey any land, undertake investigations, erect pillars for the determination of areas and intended lines of works, make borings and excavations for the discovery of water, construct channels ... and for securing the flow of water, and do all other acts which may be necessary in order to carry out all or any of the objects of this Ordinance:

Provided that when the affected land does not vest in the Corporation, the powers conferred by this sub-section shall be exercised in such manner as to cause the least interference with and the least damage to the right of the owner thereof.

29. In schemes or projects involving acquisition and development of land or terracing or leveling of land or soil conservation or soil reclamation, the Corporation may provide for all or any of the following matters, that is to say-,

(e) the layout and construction of market places, villages and settlements including the demolition of existing buildings and the erection or re-erection of buildings by the Corporation in default of the owners;

(f) the provision of facilities for communication, including the layout and alteration of roads, streets, fool-paths, bridle paths, aerodromes and waterways;

(g) the provision of open spaces, national parks, nature reserves, forests and forest parks;

(h) the breaking up, cultivation, afforestation or plantation of lands, and the raising, lowering or reclamation of any land for the production of food grains, fruits vegetables, fuel, fodder and similar other things, and the provision of means of irrigation and irrigation channels by the Corporation, or the owners, or by the Corporation in default of the owners;

(i) the draining, water-supply and lighting of streets and sanitation of villages and settlement, and market places;

(j) the provision of a system of drains or sewers for the improvement of Oil-drained and insanitary localities;

(k) the provision of fisheries, poultry farms, livestock farms, dairy farms, sheep farms, bee farms and similar other farms;

(l) the installation. management, maintenance and encouragement of public utility undertakings, rural trades and crafts, industries, and works connected with agriculture;

(m) the doing of all facts intended to promote the well-being and prosperity of the Project Area: and

30.(2) The Corporation shall-

(a) cause the said notice to be published weekly for three consecutive weeks in the Official Gazette and in a local newspaper- or local newspapers with a statement of the period which shall not be less than thirty days, within which objections shall be received ....

56. Where under this Ordinance or a notice issued thereunder, the public or any person is required to do or to refrain from doing anything, a person who fails to comply with such requisition shall, if such failure is not an offence punishable under this section of this Ordinance be liable ... to a fine ....

63. If any person, without lawful authority-

(a) removes any fence or any timber used for propping or supporting any building, wall or other thing or extinguishes any light set up at any place where the surface of a street or other ground has been opened or broken up by the Corporation for the purpose of carrying out any work; or

(b) infringes any order given, removes any bar, chain or post fixed, by the Corporation for the purpose of closing any street to traffic,

he shall be punishable with fine which may extend to fifty taka.

66. If any person, without the written permission of the Corporation

(a) clears or breaks up for cultivation or cultivates any land which is hold by or in the possession of the Corporation and is not included in any tenancy or allocated residential enclosures, or which has been set apart for the common purposes of a town or a village community or section of the same or for a road, canal or watercourse, or

(b) *erects any building on any such land, or*

(c) fells or otherwise destroys standing trees on such land, or

(d) *otherwise encroaches on any such land, or*

(e) makes an excavation or constructs a water channel on any such land,

he shall be punished or convicted by a Magistrate with a fine not exceeding two hundred taka.

Explanation.- *The felling of trees planted by an owner on any village road or watercourse traversing his holding is not an offence under this section.*

THE BANGLADESH RICE RESEARCH INSTITUTE ACT, 1973
(Act No. X of 1973)

Whereas it is expedient to provide for the establishment of a Rice Research Institute for the purpose of carrying out research for improved cultivation of lands and production and evolution of improved varieties of rice, and for matters connected therewith or incidental thereto.

4. ***Functions of the Institute.-*** *The functions of the Institute shall be to -*

(b) carry out research on various aspects of rice improvement and production ;

(c) establish research centres and sub-stations in different regions of Bangladesh for carrying out research on different problems of rice;

(d) establish project areas for demonstration of new varieties of rice developed by the Institute and training of farmers for the cultivation of these varieties of rice;

(e) publish annual reports, monographs, bulletins and such others literatures relating to rice research and the activities of the Institute;

(f) establish a laboratory and a library in the Institute;

(g) train extension officers and progressive farmers in modern improved techniques of rice production;

THE JUTE RESEARCH INSTITUTE ACT, 1974
(Act No. XIII of 1974)

An Act to establish a Jute Research Institute.

8. ***Functions of the Institute.-*** *The functions of the Institute shall be-*

(a) to promote agricultural, technological and economic research on Jute and allied fibres and their manufactures and dissemination of results thereof;

(b) to organize production, testing and supply of improved pedigree of jute seeds and multiplication procurement and their distribution to recognized organizations. selected growers and such other agencies as may be approved by the Board;

(c) to set-up research centres, sub-stations, pilot projects and farms in different regions of the country for carrying out research on different problems of jute and allied fibre crops, jute products and allied materials;

(d) to establish project areas for demonstration of new varieties of jute developed by the Institute and to train the farmers for cultivation of those varieties of jute;

(g) to do and perform such other activities as may be necessary for the purposes of this Act.

THE BANGLADESH AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE ORDINANCE, 1976 (Ordinance No. LXII of 1976)

An ordinance to provide for the establishment of the Bangladesh Agricultural Research Institute

*3. **Establishment and incorporation,**-(l) As soon as may be after the commencement of this Ordinance, the Government shall establish an Institute to be called the Bangladesh Agricultural Research Institute for carrying out the purpose of this Ordinance.*

*7. **Functions of the Institute.**- The functions of the Institute shall be to-*

(b) undertake research to ensure a stable and productive agriculture through scientific management of land and water, evolution of new varieties of various agricultural products and development of appropriate technology and pest management methods;

(c) provide the farmers with the information necessary for carrying out their farming business efficiently;

(d) set up research centres, sub-stations, project areas and farms in different regions of the country for carrying out research on various problems of agriculture;

(e) carry out demonstration tests or trial-runs of new varieties of crops and their management practices.

THE BANGLADESH RURAL DEVELOPMENT BOARD ORDINANCE, 1982 (Ordinance No. LIII of 1982)

An Ordinance to provide for the establishment of the Bangladesh Rural Development Board.

*2. **Definitions.**- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,*

(f) "TCCA" means the Thana Central Cooperative Association registered under the Cooperative Societies Act, 1940 (Ben. Act XXI of 1940).

3. Establishment of the Board.-(l) As soon as may be after the commencement of this Ordinance, the Government shall, by notification in the official Gazette, establish a Board to be called the Bangladesh Rural Development Board for carrying out the purposes of this Ordinance.

*7. **Functions of the Board,**-(l) The functions of the Board shall be-*

(a) to promote village-based primary co-operative societies and TCCAs with a view to enabling them to be autonomous, self-managed and financially viable vehicles for increasing production, employment generation and rural development;

(b) to encourage functional cooperatives for generating income and employment for the rural poor;

(c) to promote intensive irrigated agriculture as a means to cooperative development and also for efficient utilization, through the cooperatives, of irrigation facilities based on ground and surface water;

(d) to channel and ensure productive utilization of institutional credit through the village cooperatives and the TCCAs and simultaneously promote members accumulation of shares and savings;

(e) to encourage financially viable TCCAs to diversify activities specially in the marketing of agricultural inputs ad produce as a service to their members.

8. ***Director-General, etc.***-(l) There shall be appointed by the Government a Director-General who shall be the chief executive officer of the Board with responsibilities for carrying out the decisions and performing the executive functions of the Board.

THE BANGLADESH INSTITUTE OF NUCLEAR AGRICULTURE ORDINANCE, 1984 (Ordinance No, II of 1984)

An Ordinance to provide for the establishment of the Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture.

3. ***Establishment of the Institute.***-(l) As soon as may be after the commencement of this Ordinance. the Government shall, by notification in the official Gazette, establish an Institute to be called the Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture for carrying out the purposes of this Ordinance.

4. ***Head office, etc.***-(l) The Head office of the Institute shall he located at Mymensingh.

5. ***Management.***-(l) Subject to the rules and regulations made under this Ordinance, the general direction, administration and supervision of the affairs of the Institute shall vest in a Board which may exercise all powers and do all acts and things that may be exercised or done by the Institute.

(2) The Board in discharging its functions shall be guided on questions of policy by such instructions as may be given to it by the Government from time to time.

7. ***Functions of the Institute.***- The functions of the Institute shall be to-

(a) undertake research adopting nuclear techniques for the purpose of ensuring a stable and productive agriculture through evolution of new varieties of crops, scientific management of land and water, development of appropriate technology to improve quality and quantity of crops. and development of methods for control of disease and insect and management of pest;

(b) undertake agronomic and soil-plant studies;

(c) carry out demonstration tests or trial-runs of new varieties of crops and their management practices;

(d) publish annual reports relating to the activities of the Institute;

(e) publish agricultural manuals, monograms, bulletins and other literature relating to crop research;

(i) undertake research programmes in collaboration with other national and inter-national agencies and organizations;

(k) perform such other functions as may he necessary for the purposes of this Ordinance.

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ১৯৯৬
(১৯৯৬ সনের ৭ নং আইন)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন রহিত করিয়া সংশোধিত আকারে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ''ইনিষ্টিটিউট'' অর্থ তপসিলে বর্ণিত উল্লিখিত কোন ইনিষ্টিটিউট;

(খ) ''কৃষি'' বলিতে নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ

(অ) ফলমূলসহ সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ, ফসল উৎপাদন, উক্ত ফসল-তোলা, সংরক্ষণ এবং উহাদের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাবলী;

(আ) বনজ সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্যবলী;

৩। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা। (১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৮। কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী। (১) কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনষ্টিটিউটসমূহ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক বিজ্ঞানে গবেষণা পরিকল্পনা, পরিচালনা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ (Monitoring) এবং মূল্যায়ন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা ঃ-

(ক) কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়াবলী এবং উহাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ;

(খ) কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এইরূপ গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যাহা ইনষ্টিটিউটসমূহ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের দিক নির্দেশক হইবে ;

(গ) কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে ও সম্ভাবনা এবং কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তার ব্যবহার সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা ;

(চ) গবেষণার মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে -

(অ) প্রতিটি ইনষ্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম এবং চলমান কার্যাবলীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা ;

(আ) পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর প্রতিটি ইনষ্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম ও সম্পাদিত কার্যাবলী উক্ত ইনষ্টিটিউট-বহির্ভূত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা পুণরীক্ষণ (review) এর ব্যবস্থা করা ;

(ই) প্রতিটি ইনষ্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম এবং সম্পাদিত কার্যাবলী একটি অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা সময় সময় পুণরীক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(ছ) নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, গবেষণাস্থল, গ্রন্থাগার, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, হারবোরিয়াম (herborium) জার্ম প্লাজম (germ-plasm) উদ্ভিদ প্রবর্তন কেন্দ্র (plant introduction centre) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং ঐগুলির প্রতিষ্ঠায় বা অন্য কোন সংস্থাকে সহায়তা করা ;

(জ) সিষ্টেমকে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সিষ্টেমভুক্ত ইনষ্টিটিউট এবং উহাদের অধীনস্ত গবেষণাস্থল বা গবেষণা কেন্দ্র, গবেষণাগার, লাইব্রেরী, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, হারবোরিয়াম, জার্ম প্লাজম এবং উদ্ভিদ প্রবর্তন কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্থাপনার সংখ্যা, অবস্থান ও কার্য পরিধি নির্ধারণ, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্পর্কে সরকারকে বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট ইনষ্টিটিউটকে পরামর্শ প্রদান করা ;

(ঝ) কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা এবং ইনষ্টিটিউট ও সহযোগী সংগঠনসমূহের গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও প্রযুক্তি প্রচার এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা দূরীকরণের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা ;

(ঞ) কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য কার্যকর এবং উপযোগীতাসম্পন্ন উদ্ভাবন ও সরঞ্জামাদির দ্রুত পরীক্ষা অভিযোজন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য দেশের কৃষি গবেষণা সংগঠন সমূহের সহিত সংযোগ রক্ষা করা ;

(ট) ইনষ্টিটিউট এবং ক্ষেত্রমত সহযোগী সংগঠন সমূহ কর্তৃক গৃহীত গবেষণা প্রকল্প ও কার্যক্রমের সম্পাদনোত্তর মূল্যায়ন করা এবং উহাদিগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা ;

(ঠ) উপরি উক্ত কার্যাবলী এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করা ;

১০। নির্বাহী পরিষদ - (১) কাউন্সিলের একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিবে , যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে,

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে ;

(খ) সদস্য পরিচালকগণ, পদাধিকার বলে ;

(গ) ইনষ্টিটিউট সমূহের প্রধান নির্বাহীগণ, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, পদাধিকার বলে ।

১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান - (১) কাউন্সিলের একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং যাহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;
(খ) নির্বাহী পরিচালকগণ, পদাধিকারবলে;
(গ) ইনষ্টিটিউটসমূহের প্রধান নির্বহীগণ, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, পদাধিকার বলে।

১২। নির্বাহী চেয়ারম্যান। (১) কাউন্সিলের একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং যাহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) নির্বাহী চেয়াম্যান কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী হইবেন, এবং এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তিনি তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

তফসিল 'ক'
[ধারা ২ (ক) দ্রষ্টব্য]

(১) Bangladesh Rich Research Institute (BRRI)
(২) Bangladesh Jute Research Institute (BJRI)
(৩) Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)
(৪) Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
(৫) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

তফসিল 'খ'
[ধারা ২ (ক) দ্রষ্টব্য]

(১) Livestock Research Institute (LRI)
(২) Fisheries Research Institue (FRI)
(৩) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই)
(৪) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই)
(৫) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট (এসআরডিআই)

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট আইন, ১৯৯৬
(১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন)

৩। ইনষ্টিটিউট স্থাপন। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট নামে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিবে।

৫। ইনষ্টিটিউট পরিচালনা। ইনষ্টিটিউট পরিচালনা ও ইহার প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনষ্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী। ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

(ক) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন করা;
(খ) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা;
(গ) ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধা চিহ্নিত করা;
(ঘ) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে ব্যবস্থা করা;
(ঙ) বিভিন্ন রকমের ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করিয়া জার্ম প্লাজম ব্যাংক গড়িয়া তোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা;
(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ইক্ষু বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
(ছ) ইক্ষু উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা;
(জ) ইনষ্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
(ঝ) সরকারের ইক্ষুনীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;
(ঞ) ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(ট) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯। কমিটি। বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তা দানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১০। মহা-পরিচালক। (১) ইনষ্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

৩.৫ ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সরকার কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রণীত ভূমি-আইনসমূহকে বর্তমান গবেষণায় প্রধানত (ক) মালিকানা ও শ্রেণীবিন্যাস বা মালিকানার ধরন, (খ) ভূমি ব্যবহার এবং (গ) ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এ তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সাথে উপর্যুক্ত আইনের সম্পৃক্ত অংশসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

৩.৫.১ মালিকানা ও শ্রেণীবিন্যাস

৩.৫.১.১ভূমি মালিকানা ও মালিকানার পরিবর্তন

THE BANGLADESH LAND HOLDING LIMITATION ORDER, 1972
(P.O No. 98 of 1972)

An Order to provide for the reduction of maximum quantity of land that may be held by a family or a body in Bangladesh and for matters ancillary thereto.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "body" means body of individuals, whether incorporated or not, and includes any company, firm, society, association, organization or authority, by whatever name called;

(b) "family" in relation to a person includes such person and his wife, son, unmarried daughter, son's son and son's unmarried daughter:

Provided further that in the cases of lands held under wakf, wakf-al-al-aulad, debutter or any other trust where the beneficiaries have no right to alienate such lands as their personal property, all such beneficiaries together shall be deemed to constitute a separate family in relation to such land;

(e) "land" includes land covered with water at any time of the year, benefits arising about of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

3. Notwithstanding anything to the contrary in any other law for the time being in force,.....

(a) no family or body shall be entitled to retain any land held by it in excess of one hundred standard bighas in the aggregate and all lands held by it in excess of that quantity shall be surrendered to the Government; and

(b) no family or body shall be entitled to acquire any land by purchase, inheritance, gift, heba or otherwise which, added to the land already held by it exceeds one hundred standard bights in the aggregate:

Provided that the limitation imposed by clause (a) shall not apply to any land held under wakf, debutter or any other religious or charitable trust, if the income from such land is exclusively dedicated to religious or charitable purposes without reservation of any pecuniary benefit for any individual:

Provided further that if the income from any such land is partly dedicated to religious or charitable purposes and partly reserved for the pecuniary benefit of any individual, only such portion of the land to be selected in the prescribed manner, shall be exempted from such limitation, as would yield the income exclusively dedicated to religious or charitable purposes.

4. The Government may relax the limitations imposed by article 3, to such extent and subject to such conditions as it thinks fit, in the following cases, namely:

(a) a co-operative society of farmers where the members thereof surrender their ownership in the lands unconditionally to the society and cultivate the lands themselves;

(b) land used For cultivation of tea, rubber or coffee or covered by orchards;

(c) an industrial concern where such realization is considered necessary in the public interest.

THE TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
(Act No. IV of 1882)

An Act to amend the law relating to the Transfer of Property by Act of Parties.

5. In the following sections "transfer of property" means an act by which a living person conveys property, in present or in future, to one or more other living persons, or to himself, or to himself and one or more other living persons; and "to transfer property" is to perform such act.

In this section 'living person" includes a company or association or body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, associations or bodies of individuals.

6. Property of any kind may be transferred, except as otherwise provided by this Act or by any other law for the time being.

54. "Sale" is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part-paid and part-promised.

58. (a) A mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability.

(b) Where, without delivering possession of the mortgaged property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage-money, and agrees, expressly or impliedly, that, in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgaged property to be sold and the proceeds of sale to be applied, so far as may be necessary, in payment of the mortgage-money, the transaction is called a simple mortgage and the mortgagee a simple mortgagee.

(c) Where the mortgagor ostensibly sells the mortgaged property-

on condition that on default of payment of the mortgage-money on a certain date sale shall become absolute, or

on condition that on such payment being made the sale shall become void, or

on condition that on such payment being made the buyer shall transfer the property to the seller,

the transaction is called a mortgage by conditional sale ....:

105. A lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property, made for a certain time, express or implied, or in perpetuity, in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, service or any other thing of value, to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee, who accepts the transfer on such terms.

118. When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only, the transaction is called an "exchange"

122. Gift is the transfer of certain existing moveable and immovable property made voluntary and without consideration, by one person, called the donor, to another, called the donee, and accepted by or on behalf of the donee.

Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is till capable of giving.

If the donee dies before acceptance, the gift is void.

THE STATE ACQUISITION AND TENANCY ACT, 1950
(Act No. XXVIII of 1950)

An Act to provide for the acquisition by the Stare of the interests of rent-receivers and certain other interests in land in Bangladesh and to define the law relating to tenancies to be held under the State after such acquisition *and other matters connected therewith.*

3.(1) At any time after the commencement of this Act, it shall be lawful for the Government to acquire, by notification in the Official Gazette, with effect from such date as may be specified in the notification ···,

(i) all interest of such of the rent-receivers as may be specified in the notification, in their respective estates, taluks, tenures, holding or tenancies, as the case may be, in any district, part of a district or local area,

20.(1) On the acquisition of the interests of rent receivers in any area under Chapter V, no rent-receiver, cultivating raiyat, cultivating under-raiyat or non-agricultural tenant shall be entitled to retain possession of any of his Khas lands in such area except as provided in such-section (2).

(2) A rent-receiver, a cultivating raiyat, a cultivating under-raiyat, or non-agricultural tenant shall be entitled to retain, as a tenant under the Government, possession of-

(a) lands covered by his homestead or any other building belonging to him with necessary adjuncts thereto, other than such building or part of a building outside his homestead as is used primarily as office or cutchery for the collection of rents of any estate, taluk or tenure and may be decided to be acquired by the Government;

(b) lands in his khas possession of the following classes, namely:

(i) lands used for agricultural or horticultural purposes including tanks,

(ii) lands which are cultivable or which are capable of cultivation on reclamation, and

(iii) vacant non-agricultural lands;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), a rent-receiver, a cultivating raiyat or a cultivating under-raiyat or a group of rent-receivers, cultivating raiyats or cultivating under-raiyats who has or have undertaken large scale farming on a co-operative basis or otherwise by the use of power driven mechanical appliances, or large scale dairy farming may, if he is or they are certified in that behalf by the prescribed Revenue Authority, retain possession of and hold such quantity of lands in excess of the limit specified in the said sub-section as may be specified in the certificate granted by such Revenue Authority:

4A. Notwithstanding anything contained in sub-section (2), a person or persons holding land for the purposes of the cultivation and manufacture of tea or coffee or the cultivation of rubber or a company holding land for the cultivation of sugarcane for the purpose of manufacture of sugar by that company may, if he or it is or they are certified in that behalf by the prescribed Revenue Authority, retain possession of and hold such quantity of land in excess of the limit specified in the said sub-section as may be specified in the certificate granted by such Revenue Authority:

*86. **Abatement of rent on account of diluvion and determination of right in land re-appeared on account of alluvion.**-(l) If the lands of a holding or a portion of such lands are lost by diluvion, the rent or the land development tax of holding shall, on application or intimation made by the tenant in the prescribed form to the Revenue-officer, be abated by such amount as may be considered by the Revenue-officer to be fair and equitable in accordance with the rules made in this behalf by the Government and the act of such loss by*

diluvion shall be recorded in accordance with such rules, which shall be treated as proof of title to the lands when the same re-appear in situ.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the right, title and interest of the original tenant or his successors-in-interest shall subsist in the lands of a holding or portion thereof during the period of loss by diluvion if such lands re-appear in situ within thirty years of their loss.

(3) Notwithstanding the right , title and interest under sub-section (2), the right to immediate possession of the lands re-appeared shall first be exercised by the Collector, either on his own motion or on an intimation made in writing by the tenant or his successors-in-interest whose land was so lost or by any other person.

(6) The land allotted under sub-section (5) shall be free of salami but shall be subject to the condition that the tenant or his successors-in-interest shall be liable to pay such fair and equitable rent and land development tax as may be determined by the Revenue Officer.

(7) The provision of this section shall not apply to cases of re-appearance of land caused or accelerated by any artificial or mechanical process as a result of development works undertaken by the Government or any authority empowered or authorized by or under any law to undertake such development works.

87.(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the lime being in force, when any land has been gained by gradual accession, whether from the recess of a river or of the sea, it shall, subject to the provisions of sub-section (2), be considered an increment to the holding of the raiyat to whose land it is thus annexed; and such raiyat shall be entitled to hold such land subject to the payment of such fair and equitable rent as may be determined for such land by the Revenue-officer.

(2) If, when the whole or any part of the land which has been gained by such gradual accession is added to the total area of land including non-agricultural land, if any, held at the time by the raiyat to whose land it is so annexed, the aggregate of the areas of land held by him exceeds the limit laid down in section 90, then such excess shall not be considered as an increment to the holding of such raiyat but shall be at the disposal of the Government:

97.(1) The Government may from time to time, by notification, declare that the provisions of this section shall, in any district or local area, apply to such of the following aboriginal castes or tribes as may be specified in the notification, and that such castes or tribes shall be deemed to be aboriginals for the purposes of this section, and the publication of such notification shall be conclusive evidence that the provisions of this section have been duly applied to such castes or tribes, namely:-

Sonthals, Bhuiyas, Bhumijes, Dalus, Garos, Gonds, Hadis, Hajangs, Hos, Kharias, Kharwars, Kochs (Dhaka Division), Koras, Maghs (Bakarganj District), Mal and Sauria Paharias, Maches, Mundas, Mundais, Oraons and Turis.

(2) Except as provided in this section, no transfer by an aboriginal raiyat of his right in his holding or in any portion thereof shall be valid unless it is made to another aboriginal domiciled or permanently residing in Bangladesh who is a person to whom the transfer of such holding or portion thereof can be made under section 90.

(3) If in any case an aboriginal raiyat desires to transfer holding or any portion thereof by private sale, gift or will to any person who is not such an aboriginal, he may apply to the Revenue-officer for permission in that behalf, and the Revenue-officer may pass such order on the application as he thinks fit.

(4) Every transfer referred to in sub-section (3) shall be made by registered deed; and before the deed is registered and the holding or any portion thereof is transferred, the written consent of the Revenue-officer shall be obtained to the terms of the deed and to the transfer.

(5) An aboriginal raiyat's power to mortgage his land shall be restricted to only one form of mortgage, namely, a complete usufructuary.

(6) An aboriginal raiyat may enter with another aboriginal, domiciled or permanently residing in Bangladesh, who is a person with whom a complete usufructuary mortgage can be entered into under sub-section (1) of section 95, into a complete usufructuary mortgage in respect of any land comprised within his holding for any period which does not and cannot, in any possible event, by any agreement express or implied, exceed seven years:

Provided that every mortgage so entered into shall be registered under the Registration Act, 1908.

(7) Any transfer made by an aboriginal raiyat in contravention of the provisions of this section shall be void.

(8)(a) If a transfer of a holding or any portion thereof is made by an aboriginal raiyat in contravention of the provisions of this section, the Revenue-officer may, on his own initiative or on application made in that behalf, by an order in writing, eject the transferee from such holding or portion:

Provided that the transferee shall be given an opportunity of showing cause against such ejectment before the order is passed.

(b) When the Revenue-officer has passed any order under clause (a), he shall either (i) restore the transferred land to the aboriginal or his heir or legal representative or, (ii) failing the transferor or his heir or legal representative, declare that the land has vested in the Government and the Revenue-officer may settle the land with another aboriginal.

(9) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no decree or order shall be passed by any Court for the sale of the right of any aborigib81 raiyat in his holding or any portion thereof, nor shall any such right be sold in execution of any decree or order:

Provided that any holding belonging to an aboriginal may be sold, according to the provisions of this Act, in execution of a certificate for the recovery of the arrears of rent of the holding.

(10) The Government may, by notification, declare that this section shall, in any district or local area, cease to apply to any caste or tribe to which it may have been applied under sub-section (1).

THE ACQUISITION AND REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ORDINANCE, 1982
(Ordinance No· II of 1982)

An Ordinance to consolidate and amend the law relating to acquisition and requisition of immovable property.

*3. **Publication of preliminary notice of acquisition of property** : Whenever it appears to the Deputy Commissioner that any property in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or in the public interest, he shall cause a notice to be published at convenient places on or near the property in the prescribed form and manner stating that the property is proposed to be acquired:*

Provided that no property used by the public for the purpose of religious workshop, graveyard and cremation ground shall be acquired.

4. ***Objection against acquisition***. *(l) Any person interested in any property which has been notified under section 3 as being needed or likely to be needed for a public purpose or in the interest of the public may, within fifteen days after the publication of the notice, object to the acquisition of the property.*

5. ***Final decision regarding acquisition***.*-(l) The Government or, as the case may be, the Divisional Commissioner, after considering by the Deputy Commissioner under section 4(3), shall make a decision about the acquisition of the property and such-decision of the Government or, as the case may be, the Divisional Commissioner shall be final.*

(2) When the Government or, as the case may be, the Divisional Commissioner makes a decision for acquisition of the property under sub-section (1), such decision shall be conclusive evidence that the property is needed for a public purpose or in the public interest.

7. ***Award of compensation by Deputy Commissioner***.*-(l) On the date so fixed, or on any other date to which the inquiry has been adjourned, the Deputy Commissioner shall proceed to inquire into the statement, if any, which any person has made pursuant to any notice given under section 6 and into the value of the property at the date of the publication of the notice under section 3, and into the respective interests of the persons claiming the compensation and shall make an award of-*

(a) the compensation which, in his opinion, shall be allowed for the property;

(b) the apportioned of the said compensation among all the persons known or believed to be interested in the property, of whom, or of whose claims, he has information.

8. ***Matters to be considered in determining compensation***.*-(l) In determining the amount of compensation to be awarded for any property to be acquired under this Part, the Deputy Commissioner shall take into consideration-*

(a) the market value of the property at the date of publication of the notice under section 3:

Provided that in determining such market value, the Deputy Commissioner shall take into consideration the average value, to be calculated in the prescribed manner, of the properties of similar description and with similar advantages in the vicinity during the twelve months preceding the date of publication of the notice under section 3;

(b) the damage that may be sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops or trees which may be on the property at the time of taking possession thereof by the Deputy Commissioner;

(c) the damage that may be sustained by the person interested, at the time of taking possession of the property by the Deputy Commissioner, by reason of severing such property from his other property ;

(d) the damage that may be sustained by the person interested, at the time of taking possession of the property by the Deputy Commissioner, by reason of the acquisition injuriously affecting his other properties, movable or immovable, in any other manner, or his earnings;

(e) if, in consequence of the acquisition of the property, the person interested is likely to be compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change; and

(f) the damage that may be resulting from diminution of the profits of the property between the date of service of notice under section 6 and the date of taking possession of the property by the Deputy Commissioner.

(2) In addition to the market value of the property as provided in sub-section (1), the Deputy Commissioner shall in every case award a sum of fifty per centum on such market value in consideration of the compulsory nature of the acquisition.

12. ***Abatement or revocation of acquisition proceedings****-(l) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, where in any case compensation has not been paid or deposited within a period of six months from the date of decision of the Government or, as the case may be, the Divisional Commissioner for acquisition of any property under section 5 for no fault of the person interested, all proceedings in respect of such acquisition shall, on the expiry of that period, stand abated and a decision by the Deputy Commissioner to that effect shall be published in the official Gazette.*

13. ***Acquisition of part of a house or building****. The provisions of this Part shall not be applied for the purpose of acquiring a part only of any house, manufactory or other building, if the owner desires that the whole of such house, manufactory or building should be so acquired:*

Provided further that if any question arises as to whether any property proposed to betaken under this Part does or does not form part of a house, manufactory or building within the meaning of this section, the decision of the Deputy Commissioner shall be final.

17. ***Use of acquired property****.-(1) No property acquired under this part shall, without the prior approval of the Government, be used for any purpose other than the purpose for which it is acquired.*

(2) If any requiring person uses any acquired property in contravention of the provision of sub-section (l).or does not use it for the purpose for which it is acquired, he shall be liable to surrender the property to the Deputy Commissioner on being directed by him to do so.

18. ***Requisition of property****.-(l) When any property is required temporarily for a public purpose or in the public interest, the Deputy Commissioner may, with the prior approval of the Government, by order in writing, requisition it:*

Provided that no such approval shall be necessary in the case of emergency requirement of any property:

Provided further that, save in the case of emergency requirement for the purpose of maintenance of transport or communication system, no property which is bona fide used by the owner thereof as the residence of himself or his family or which is used either for religious worship by the public or as an educational institution or orphanage or as a hospital, public library, graveyard or cremation ground shall be requisitioned.

(3) Except with the prior approval of the Government, no property shall be kept under requisition for a period exceeding two years from the date of taking over possession of such property.

৩.৫. ১.২পতিত জমি **(Waste Land)**

THE ACQUISITION OF WASTELAND ACT, 1950
(East Bengal Act XIX of 1950)

An Act to provide for the acquisition for public purposes of waste land in Bnngladesh

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(2) "waste land" means any land including marshy tracts, water courses, and jungle areas, which has not grown a crop for five consecutive years or more immediately preceding the date of publication of the notification under section 3 in respect of such land, but does not include-

(i) any land which has been acquired before such date or has been held from before such date for industrial or building purposes or for the purposes of trade or business;

(ii) any land which has been held from before such date for purposes connected with the cultivation or manufacture of tea;

(iii) any land used for homestead purposes together with any garden appertaining to a homestead;

(4) "public purpose" includes,

(a) the production of food; or

(b) the afforestation of land, or

(c) the carrying out of irrigation or drainage schemes; or

(d) the provision of sites for the setting up of model villages, or

(e) the reclamation of land for bringing it under cultivation; or

(f) the settlement of land with any person or persons, in order to provide them with a means of livelihood or with holdings of an economic size or in order to enable such person or persons to carry on large scale farming on a co-operative basis or otherwise by the use of power-driven mechanical appliances.

3.(1) Whenever it appears to the Government that any waste land (hereinafter in this Act referred to as land) is needed or is likely to be needed for any public purpose, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette, and the Collector shall cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places on or near the land.

(2) Thereupon it shall be lawful for any officer either generally or specially authorized by the Government in this behalf, and for his servants and workmen,

(a) to enter upon and survey and take levels of the land;

(b) to dig or bore into the sub-soil;

(c) to do all other acts necessary to ascertain whether the land is adapted for such purpose;

(d) to set out the boundaries of the land proposed to be taken and the intended line of the work (if any) proposed to be made thereon;

(e) to mark such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches;

(f) and where otherwise the survey can not be completed and the levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any fence or jungle.

THE CULTURABLE WASTE LAND (UTILIZATION) ORDINANCE, 1959
(E.P, Ordinance XIII of 1959)

2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject of context-

(ii) "food crops" include vegetables and fruits;

(iii) "Culturable Waste land" means any land classified in the record-of-rights Published under ... or the State Acquisition and Tenancy Act, 1950, as nutan patit, puratan patit, layek patit, garlayek patit or layek jangal and includes any land which, in the opinion of the Collector, has not been cultivated during the last two preceding years and no preparation for its cultivation has been made on the day of making a declaration under section 3, but does not include land forming part of, or conterminous with, any homestead, farm-house or any place of worship.

3. The Collector may declare that the provisions of this Ordinance shall apply to any culturable waste land and on and from the day of making such declaration the possession of such culturable waste land shall vest in the Collector for a period not exceeding one year from the date of such declaration:

Provided that no such subsequent declaration for any year shall be made more than three months in advance or for a period of more than one year.

4. When the possession of any culturable waste land has vested in the Collector, he may lease it out on such terms and conditions as he thinks proper to any person or persons for purpose of cultivation for production of food crops for the period for which the possession has vested in the Collector.

5. No person shall be entitled to claim any compensation from the Collector on account of any declaration made under section 3 or for leasing out such culturable waste land to any other person by Collector under section 4.

7.(1) Where the owner wishes to cultivate himself the culturable waste land, in respect of which a declaration has been made under section 3, after the expiry of the period for which the possession has vested in the Collector, he may, not later than three months before the expiry of the period, serve a notice on the Collector to that effect accompanied by security deposit of Tk.50 per acre and in such case such land shall be released by the Collector at the end to the above mentioned period and the possession thereof shall vest back in the owner.

(2) When possession of any such land has vested back in the owner under sub-section (1), the owner who, fails to cultivate such land and raise any food crop therein, his security deposit shall be forfeited and such land shall also be forfeited to the Government.

৩.৫. ১.৩ভূমি সংস্কার

THE LAND REFORMS ORDINANCE, 1984
(Ordinance No, X of 1984)

An Ordinance to reform the law relating to land tenure, land holding and transfer with a view to maximizing production and ensuring a better relationship, between land owners and bargadars.

*2. **Definitions**.- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,*

(a) "bargadar" means a person who under the system generally known as adhi, barga or bhag cultivates the land of another person on condition of delivering a share of produce of such land to that person;

(e) "homestead" means a dwelling house with out-houses, tanks and enclosures immediately connected with it covering an area of not more than one standard bigha:

Provided that where such area exceeds one standard bigha, the excess land shall not be deemed to homestead;

8. ***Cultivation under barga contract***.*-(l) Subject to other provisions of this Ordinance, no person shall allow another person to cultivate his land and no person shall cultivate the land of another person on condition of sharing the produce of such land between them unless they execute a contract for such cultivation in such form and manner as may be prescribed.*

11. ***Termination of barga contract***.*-(l) No owner shall be entitled to terminate a barga contract except in execution of an order, made by the prescribed authority, on the ground that*

(a) the bargadar has, without any reasonable cause, failed to cultivate the barga land;

(b) the bargadar has, without any reasonable cause, failed to produce any crop equal to the average output of such crop in any land similar to the barga land in the locality;

(c) the bargadar has used the barga land wholly or partly for any purpose other than agriculture;

(d) the bargadar has contravened any provision of this Ordinance or the rules or orders made thereunder;

(e) the bargadar has surrendered or voluntarily abandoned his right of cultivation;

(f) the barga land is not under personal cultivation of the bargadar;

(g) the owner requires the barga land bona fide for personal cultivation.

(2) If the owner, without reasonable cause, fails to bring under personal cultivation any land on termination of a barga contract under sub-section (1) (g) or allows such land to be cultivated by some other bargadars within twenty-four months of the date of such termination, the prescribed authority may, on an application made by the evicted bargadar, restore the possession of the land to such bargadar who shall thereupon continue to cultivate the land till the expiry of the period of barga contract or termination of barga contract under this Ordinance.

12. ***Division of produce of barga land***,*-(l) The produce of any barga land shall be divided in the following manner, namely:*

(a) one-third shall be received by the owner of the land;

(b) one-third shall be received by the bargadar for the labour;

(c) one-third shall be received by the owner or the bargadar or by both in proportion to the cost of cultivation, other than the cost of labour, borne by them.

(4) If the owner refuses to accept the share of the produce tendered to him by the bargadar or to give a receipt thereof, the bargadar shall give intimation of such fact in writing to the prescribed authority.

(5) The prescribed authority shall, on receipt of such intimation, serve a notice upon the owner, in such form and manner as may be prescribed, asking him to take delivery of the produce within seven days from the date of service of the notice.

৩.৫.১.৪ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি

THE MUSSALMAN WAKF VALIDATING ACT, 1913
(Act No. VI of 1913)

An Act to declare the rights of Mussalmans to make settlements of property by way of "wakf" in favour of their families, children and descendants.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(1) "Wakf' means the permanent dedication by a person professing the Mussalman faith of any property for any purpose recognized by the Mussalman law as religious, pious or charitable.

3. It shall be lawful for any person professing the Mussalman faith to create a wakf which in all other respects is in accordance with-the provisions of Mussalman law, for the following among other purposes :-

(a) for the maintenance and support wholly or partially of his family, children or descendants, and

(b) where the person creating a wakf is a hanafi Mussalman, also for his own maintenance and support during his lifetime or for the payment of his debts out of the rents and profits of the property dedicated:

Provided that the ultimate benefit is in such cases expressly or impliedly reserved for the poor or for any other purpose recognized by the Mussalman law as a religious, pious or charitable purpose of a permanent character.

4. No such wakf shall be deemed to be invalid merely because the benefit reserved therein for the poor or other religious, pious or charitable purpose .f a permanent nature is postponed until after the extinction of the family, children or descendants of the person creating the wakf.

5. Nothing in this Act shall affect any custom or usage prevalent among Mussalmans of any particular class or sect.

Note: See also the provisions of the different schools of Hindu laws providing for religious settlement of property in favour of the creator.

৩.৫.২ ভূমি ব্যবহার

THE DEVELOPMENT ACT, 1935
(Bengal Act XVI of 1935)

An Act to provide for the development of lands in Bangladesh and to impose a levy in respect of increased profits resulting from improvement works constructed by the Government

2. *In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-*

   (1) "agricultural lands" include lands used for the growing of vegetables and the like but does not include fruit gardens, orchards or home-stead lands;

   (4) "dead or decayed river" includes any river into which, or along any part of which, water has ceased to flow as freely as it would have flowed if it had not been diverted or obstructed whether owing to natural causes or as a result of interference by man, and includes also any depression which at one time formed part of a riverbed but through which there is no longer any perennial flow of water;

   (5) "improvement work" means any work of improvement constructed before the 26th day of March, 1971, by the government or constructed or proposed to be constructed after that date by the Government which the Government has, by notification, declared to be an improvement work for the purposes of this Act.

3. *Whenever, in the opinion of the Government, any improvement work has increased or is likely to increase the profits from the produce from any agricultural land, or to increase the outturn of such produce, within any area, the Government may, by notification, declare its intention to impose an improvement levy within that area.*

29. *Notwithstanding anything contained in the Irrigation Act, 1876, no person shall have a right to a supply of water under that Act in a notified area within any period prescribed in this behalf.*

33.(1) *The Government may, from time to time, publish by notification a list of rivers or depressions which it intends to declare to be dead or decayed rivers.*

34. *No person shall be entitled to claim any compensation under this or any other Act for any injury, damage or loss caused by a deal or decayed river which has been revived as a result of an improvement work, or by any other river into which it flows or spills, unless the injury, damage or loss is such as would have rendered the Government liable to pay compensation had the river not been revived.*

   Explanation.*-A dead or decayed river is said to be revived when an increased volume of water is, by any means whatsoever, caused to flow freely into or along any part of such dead or decayed river.*

35. *Subject to the provisions of section 34, whenever-*

   (a) any damage is caused as a result of the prohibition, removal or modification of an obstruction under section 31 or section 32, or

   (b) any land or right of property is injuriously affected by any improvement work in respect of which an improvement levy is imposed under this Act,

   the person by whom any damage or loss is sustained shall not be entitled to claim any compensation for such damage or loss under any other later than six months after the first Act, but such person may, not of

which the claim is preferred, prefer to occurrence of the injury in respect the Collector a claim for compensation.

৩.৫.৩ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০

খাস কৃষি জমির বন্দোবস্ত

৪১। কৃষি জমির সুষম বন্টনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ''ভূমি সংস্কার'' সরকারের একটি মৌলিক অঙ্গীকার। খাস জমি চিহ্নিত করিয়া ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন চাষী পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরণ এবং বাস্তহারা পরিবারসমূহের মধ্যে বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য খাস অকৃষি জমি বন্টন ''জাতীয় ভূমি সংস্কার'' কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তর।

৪২। সরকারী খাস জমি বলিতে ব্যক্তি, সংস্থা বা অন্যান্য সরকারী বিভাগের মালিকানা বহির্ভূত ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাস জমি বুঝাইবে এবং নিম্নোক্ত শ্রেণীর জমি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(ক) কালেক্টরের ১ নং খতিয়ান বা ৮ নং রেজিষ্টারের অন্তর্ভুক্ত সকল জমি।

(খ) নদী বা সমুদ্রগর্ভ হইতে জাগিয়া উঠা চরের জমি যাহা সিকস্তি জমির পুনরাবির্ভাব (পয়স্তীই) হউক অথবা সম্পূর্ণ নতুন চরই হউক (জমিদারী অধিগ্রহণ বা প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারা)।

(গ) বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের ৯৮ নং আদেশ) এর ৩ ধারা মোতাবেক পরিবার/সংস্থার মালিকানাধীন ১০০ বিঘার অতিরিক্ত সরকারের নিকট সমর্পণযোগ্য জমি।

(ঘ) সরকার কর্তৃক নিলামে ক্রীত জমি।

(ঙ) জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯২ ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণকৃত জমি।

(চ) মালিকানা ও দাবীদারবিহীন জমি এবং

(ছ) সরকারী বিভাগ বা বিধিবদ্ধ সংস্থার জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে যে পরিমাণ জমি অব্যবহার্য থাকার কারণে সরকার পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন।

৪৩। নিম্নোক্ত শ্রেণীর জমি বন্দোবস্তযোগ্য খাস কৃষি জমির অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ভূমি সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে ঃ

(ক) ৮ নং রেজিষ্টারের ২য় অংশভুক্ত সকল বন্দোবস্তযোগ্য খাস কৃষি জমি।

(খ) জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯২ ধারা মোতাবেক পরিত্যক্ত ও বাকী করের দায়ে সরকার কর্তৃক নিলামে ক্রীত জমি

(গ) রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৯৮ নম্বর আদেশ মোতাবেক ১০০ বিঘার অতিরিক্ত ব্যক্তি/সংস্থার মালিকানাধীন সমর্পিত জমি।

(ঘ) নদী বা সমুদ্রগর্ভ হইতে জাগিয়া উঠা চরের জমি যাহা সিকস্তি জমি পয়স্তীই হউক বা নতুন চরই হউক।

(ঙ) অন্য যে কোন আইনে সরকারের নিকট সমর্পিত জমি।

(চ) ৮ নং রেজিষ্টারের ১ম অংশের অন্তর্ভুক্ত জমি যাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় কালেক্টর কর্তৃক বন্দোবস্তযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

৫৩। খাস জমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শ্রেণীর পরিবারসবূহ ভূমিহীন পরিবার বলিয়া গন্য হইবে ঃ

(ক) যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর,
(খ) যে পরিবারের বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষি জমি নাই অথচ পরিবারটি কৃষি নির্ভর এবং
(গ) যে পরিবারের বসতবাটি ও কৃষি জমি উভয়ই আছে, কিন্তু উহার মোট পরিমাণ ০.৫০ একরের কম অথচ পরিবারটি কৃষি নির্ভর ।

'কৃষি নির্ভর' বলিতে এইরূপ পরিবার বুঝাইবে যাহার এক বা একাধিক সদস্য কৃষি শ্রমিক হিসাবে অন্যের জমিতে নিয়োজিত আছে কিম্বা অন্যের জমি বর্গা চাষ করে ।

৫৪। খাস জমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভূমিহীন পরিবারসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ঃ

(ক) নদী সিকস্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বশান্ত পরিবার যাহার পুরুষ/মহিলা সদস্যগণ অন্যের জমিতে কৃষি মজুর বা বর্গাচাষে নিয়োজিত ।
(খ) শহীদ বা পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা পরিবার যাহার কর্মক্ষম পুরুষ সদস্য কৃষি মজুর বা বর্গাচাষে নিয়োজিত ।

(ঘ) সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা ।

৫৫। জেলা প্রশাসক স্বীয় জেলাধীন সকল থানা মৌজাওয়ারী ভূমিহীনদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবানের একটি কর্মসূচি ঘোষণা করিবেন । ..... দরখাস্তের সহিত পরিবার প্রধান স্বামী/স্ত্রীর তিন কপি যুগল ছবি দাখিল করিতে হইবে । সহকারী কমিশনার (ভূমি) দরখাস্ত গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করিবেন ।

৫৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমিহীনদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল বৈধ খাস জমি বন্দোবস্তির দরখাস্ত অগ্রাধিকার অনুযায়ী নিম্নোক্ত ভাবে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে ঃ

(ক) সিকস্তির ফলে সর্বশান্ত পরিবার ।

(খ) শহীদ বা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ।

(গ) সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা পরিবার ।

(ঘ) কৃষি জমি ও বাস্তুভিটাহীন পরিবার ।

(ঙ) বসতবাটি আছে অথচ কৃষি জমিহীন পরিবার এবং

(চ) কৃষি ও বসতবাটিসহ ০.৫০ একরের কম জমির মালিক পরিবার ।

৭০। বন্দোবস্ত প্রাপক নিজস্ব জমিসহ বন্দোবস্ত জমির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকায় ১.৫০ একর, সেচ সুবিধাহীন এলাকায় ২.০০ একরের বেশী হইবে না । খাস জমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকায় ১.৫০ একর, সেচ সুবিধাহীন এলাকায় ২.০০ একর জমির সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

৭১। ২০ একর বা ততোধিক খাস জমি একত্রে থাকিলে তাহা ভূমিহীন কৃষক সমবায় সমিতির সদস্যদের সহিত বন্দোবস্ত দিতে হইবে । এইরূপ ক্ষেত্রে বসতবাড়ীর জন্য স্বতন্ত্রভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সদস্য প্রতি অতিরিক্ত অনধিক ৫ কাঠা জমি বন্দোবস্তিযোগ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

৭২। ৮ নং রেজিষ্টারের ১ম ভাগের অন্তর্ভুক্ত সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমির শ্রেণী পরিবর্তনে জেলা কালেক্টর বিশেষভাবে সতর্ক থাকিবেন । জমির শ্রেণী পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন গোচারণ ভূমি বন্দোবস্তিযোগ্য জমিতে পরিবর্তিত না হয় । গোচারণ ভূমির অভাবে গ্রামাঞ্চলে পশুসম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির সংকট দেখা দিয়াছে ।

'চর জমি বন্দোবস্তি'

৮২। খাস জমি বিতরণের বার্ষিক কর্মসূচি বহির্ভুত খাস কৃষি জমি একসনা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে ।

১০১। নদী বা সমুদ্র গর্ভ হইবে কোন নতুন চর উত্থিত হইলে উহার উপর সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে কালেক্টর স্থানীয়ভাবে এবং স্থানীয় পত্রিকায় নোটিশ জারী করিয়া উক্ত চর সরকারের আইনত খাস জমি এবং ইহাতে কাহারো কোন মালিকানা/অধিকার নাই বা থাকিবে না এই মর্মে সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । এই নোটিশ পরবর্তীতে কোন দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলায় সরকার পক্ষের সহায়ক হইবে ।

'অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা'

২৭৩। অর্পিত সম্পত্তি নিম্নরূপে শ্রেণী বিভক্ত করা হইল ঃ

(ক) কৃষি জমি ;
(খ) পতিত অকৃষি জমি ;
(গ) গ্রামাঞ্চলে কাঁচা বা পাকা বাড়ী/ঘর ;
(ঘ) শহরাঞ্চলে কাঁচা বা পাকা বাড়ী/ঘর ;
(ঙ) দোকান/গুদাম ঘর ইত্যাদি ;
(চ) ফলের বাগাদ ;
(ছ) পুকুর, দীঘি, বিল, জলাশয় ;
(জ) অর্পিত সম্পত্তিতে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি বা যাহা ভূমির সহিত গ্রথিত ।

Management Agencies:

There are at least 11 ministries and 26 government agencies directly involved in land administration and management.

LIST OF AGENCIES RELATED TO LAND MANAGEMENT

Ministries/Agencies Related to Land Management

Ministry of Agriculture	*1. Department of Agricultural Extension* *2. Cotton DevelopmentBoard* *3. Soil Resources Development Institute* *4. Bangladesh Jute Research Institute* *5. BangladeshAgricultural Development Corporation (Seed Multiplication farms and Agricultural Estates)* *6. BangladeshAgricultural Research Institute* *7. Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture* *8. BangladeshRice Research Institute* *9. SugarcaneResearch and Training Institute*
Ministry of Environment and Forest	*1. Forest Department* *2. Bangladesh Forest Industries Development Corporation (Rubber Plantation Projects)*
Ministry of Irrigation, Water Development and Flood Control	*1. Bangladesh Water Development Flood*
Ministry of Communication	*1. Department of Roads and Highways*
Ministry of Defense	*1. Survey of Bangladesh* *2. Space and Remote Sensing Organization*
Ministry of Trade and Commerce	*1. BangladeshTrade Research Institute*
Ministry of Industries	*1. Bangladesh Sugar Mills Corporation (Sugar Mill Farms)*
Ministry of Works	*1. Department of Housing and Settlement* *1. Directorate of Urban Developments* *1. RAJUK, CDA, KDA, Rajshahi Development Board*
Ministry of Electricity, Fuel and Mineral Resources	*1. Geological Survey of Bangladesh*
Ministry of Land	*1. LandAdministration Board* *2. Directorate of Land Records and Survey*
Ministry of Local Government and Rural Development	*1. All City Corporation* *2. All Paurashava*

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯
(১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)

প্রথম তফসিল
পরিষদের কার্যাবলী

৬। কৃষি ও বন

(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা সংরক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;
(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;
(চ) কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষি কার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;
(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;
(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;
(ঝ) শষ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণদান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;
(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।

তৃতীয় তফসিল
এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ
[ধারা ৬ দ্রষ্টব্য]

১৭। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯
(১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন)

প্রথম তফসিল

৬। (চ) বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষি কার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;

৩.৬ পানি সম্পদ

কৃষির সাথে পানির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর; উৎপাদনগত দিক থেকে তো বটেই, পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও। বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সরকার কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রণীত পানি সম্পদ সম্পর্কিত আইনসমূহকে (ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি (*Surface Water*), (খ) ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং (গ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এ তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সাথে উপর্যুক্ত আইনের সম্পৃক্ত অংশসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

৩.৬.১ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

THE EMBANKMENT AND DRAINAGE ACT, 1952
(Act I of 1953)

An Act To consolidate the laws relating to embankment and drainage and to make better provision for the construction, maintenance, management, removal and control of embankments and water-courses for the better drainage of lands and for their protection from floods, erosion or other damage by water.

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(ii) "Embankment" includes every bank, dam, wall and dyke made or used for excluding water from of for retaining water upon any land; every sluice, spur, groyne, training wall, berm or other work annexed to, or portion of, any such embankment; every bank, dam, dyke, wall, groyne or spur made or executed for the protection of any such embankment or of any land from erosion or over flow by or of rivers, tides, waves or water; and also all buildings intended for purposes of inspection and supervision, but does not include any ail or ridge surrounding or dividing a field or any public or private road;

(iv) "Land" includes interests in land and benefits arising out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(v) "Owner", used in relation to a land, means a person who has a right, title or interest in that land, and is either in actual possession of it or has an immediate right to actual possession thereof, and includes his trustee, heirs, assigns, transferees and legal representatives, but does not include person who, under the system generally known as adhi, barga or bhag, cultivates such land;

Provided that where any person is, under the terms of any contract between him and the Government, liable to do any act or execute any work specified in Part II of this Act, for the benefit of any area, such person shall be deemed to be the owner in relation to any land in such area and shall be deemed to be in possession of such land;

(vii) "Public embankment" means in embankment vested in or maintained by the Government;

(ix) "Water-course" includes a line of drainage, weir, culvert, pipe or other channel, whether natural or artificial, for the passage of water.

4.(1) Every embankment, water-course and embanked tow-path maintained by the Government, and all land, earth, pathways, gates, berms and hedges belonging to or forming part of, or standing on, any such embankment or water-course shall vest in the Government.

(2) The embankments mentioned is Schedule A to this Act and every embankment and water-course which may be restored to or included in such Schedule under section 37 or section 38 of this Act, and every embanked tow-path as aforesaid, shall be held on behalf of the Government; and all other public embankments and water-courses shall, subject to the provision of section 65, be held by the Government on behalf of the persons interested in the lands to be protected or benefited by such embankments or water-courses, and all moneys received on account of such lands shall be credited to the cost of the construction and maintenance of such embankments and water-courses respectively.

7. Subject to the provisions of Part III, whenever it shall appear to the Engineer that any of the following acts should be done or works(including any work of repair) executed, that is to say :

(2) that any embankment which connects public embankments or forms by junction with them part of a line of embankments or is necessary for the protection of the neighbouring area, should be repaired;

(3) that any embankment, or any obstruction of any kind, which endanger the stability of a public embankment or the safety of any town or village, or which is likely to cause loss of property by interfering with any water-course or with the general drainage or the flood drainage of any tract of land, should be removed or altered;

(5) that any sluice or water-course should be made, or that any water-course should be altered for the improvement of the public health, or for the protection of any village or cultivable land;

(6) that any road which interferes with the drainage of any tract of land should be altered or that any water-course under or through such road should be constructed;

he shall prepare or cause to be prepared estimates of the cost of such works, including such proportion of the establishment charges as may be chargeable to the works, in accordance with the prescribed rules or as may be specially directed by the Government, together with such plans and specifications of the same as may be required. He shall also prepare or cause to be prepared from the survey map of the district, a map showing the boundaries of the lands likely to be benefited or affected by the said acts and works, and he shall issue a general notice of his intention to execute or cause to be executed such works.

8. Such general notice shall be in the prescribed form stating, as far as possible, the prescribed particulars of all lands which are likely to be affected by the proposed work and to be chargeable in respect of the expenses of executing the same and shall be published in the prescribed manner. A copy of the said estimates, specifications and plans together with a copy of the maps aforesaid, shall be deposited in the office of the Engineer and shall be open to the inspection of any person interested who shall be allowed to take copies thereof and to file objections, if any, against the execution of the proposed work, within thirty days from the date of the publication of such notice.

10.(1) After holding such inquiry, the Engineer shall proceed as follows, that is to say,

(a) if he considers that the proposed act or work or any modification of the same should not be done or executed, or

(b) if he considers that the proposed act or work or any modification of the same should be done or executed,

he shall record his decision to that effect and submit a report to the Irrigation Superintending Engineer to whom he is subordinate.

11. Any person aggrieved by a decision of the Engineer under section 10 may, within thirty days from the date of its announcement, prefer an appeal to the Irrigation superintending Engineer to whom the Engineer is subordinate. After the expiry of the said period, the Irrigation Superintending Engineer shall proceed to consider the report and the appeal, if any, and after making such further inquiry, as he may deem necessary, may record an order confirming, modifying or reversing the Engineer's decision and shall, as soon as possible, forward through the Chief Engineer of Irrigation, the report submitted by the Engineer, together with his remarks or order on appeal, if any, for the consideration of the Government.

14.(1) Whenever an order shall have been passed in cases falling under clause (6) of section 7 directing that any road owned by a local authority, which interferes with the drainage of any tract of land, be altered, or that any water course be constructed under or through such road, the Engineer may require such authority to make such alteration or construct such water-course, and in the events of its failing to comply with such requisition in such manner and within such time as the Engineer may prescribe, the Engineer may cause the road to be altered or the water-course to be constructed by the officers of the Government.

15.(1) (a) If any person desires that a bridge, culvert, syphon or sluice be made in any public embankment for the purpose of drainage, or

(b) if, within any area which has been included in a notification under section 6, any person desires that any new embankment be erected, that any existing embankment be lengthened, enlarged, repaired or removed, or that the line of any embankment be altered, or the any new water course be made, or that any water-course be obstructed or diverted, he may make an application in writing to the Engineer.

(2) The application shall contain such particulars of the lands likely to be benefited or affected by the work as may enable the engineer to judge of the advantage which may be derived from the project.

(3) If it should appear to the Engineer that the work applied for is one which may be executed with advantage, the procedure mentioned in the 7th and following sections of this Act shall be followed in respect of the proposed work.

16. Whenever the Engineer shall be of opinion that the removal of any trees, houses, huts or other buildings, situated between a public embankment and the river, is necessary, or that land is required for widening an existing embanked tow-path, or for construction of a new embanked tow-path. he shall make a report to that effect to the Collector of the district concerned, accompanied by a detailed statement of the trees, houses, huts or other buildings to be removed or of the land required. The Collector shall submit such report to the Government through the Commissioner of the Division in order that proceedings may be taken for obtaining possession of such trees, houses, huts and buildings or land in accordance with the provisions of the Acquisition and Requisition of Immoveable Property Ordinance, 1982, or other law for the time being in force for the acquisition of land for public purpose.

18. The Engineer may make any repairs in and may do all acts necessary and proper for the maintenance of, any public embankment, public water-course or any other work executed or taken charge of under the provisions of this Act or of any previous similar Act.

19.(1) Whenever any person desires that a temporary road-way should be make over, or that temporary water-course should be made through, any Public embankment, or that a temporary dam should be constructed in any embanked river or public water-course, he shall apply to the Engineer or to any person appointed in that behalf by the Engineers.

20. Sluices constructed in any public embankment shall be opened or shut only by or with the general or special permission of the Engineer or of the officer in the immediate charge of the embankment, under such orders, either general or special, as he may receive from the Engineer.

21.(1) It shall be lawful for the Engineer, or any person whom he may authorise in writing in that behalf, in order to carry out any of the purposes of this act, to enter upon and survey, and take levels of any land; to dig or bore into the sub-soil; to do all other acts necessary to ascertain whether the land is adapted to the purpose projected by such Engineer; to set out the boundaries of the land proposed to be taken and the intended line of the work proposed to be made thereon; to mark such levels, boundaries and line, by placing marks and cutting trenches; and, where otherwise the survey cannot be completed or the levels taken, to cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle.

(2) The Engineer or other person so authorised shall, at the time of such enquiry, tender payment for all necessary damage to be done as aforesaid, and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so tendered, he shall at once refer the dispute to the Collector whose decision thereon shall be final.

23. When any such land is rendered permanently unfit for cultivation by any such act as aforesaid, the Government shall, upon application for that purpose made by the owner thereof, acquire such lands under the provisions of the Acquisition and Requisition of Immoveable Property Ordinance, 1982, or other law for the time being in force for the acquisition of land for public purposes.

24. Whenever the Engineer shall be of opinion that any delay in the execution of any act or work specified in section 7, would be attended with grade danger to life or property, he may forthwith execute or cause to be execute such act or work:

Provided that he shall without delay prepare or cause to be prepared the estimates, specifications and plans of such act or work together with a copy of the map as provide in section 7, and shall cause general notice to be given that the act or work mentioned therein has already been commenced; and thereupon such proceedings and inquiries shall be had as in and by Part II of this Act are directed.

25. *Whenever it may have been determined in the final order to be passed on any such enquiry that anything done by the Engineer under the last preceding section was unnecessary, any person who shall have sustained damage by the execution of such works shall receive compensation from the Government to be assessed according to the provisions of contained in Part IV of this Act; and, on receipt of any application to that effect by the Engineer from any person so affected, the land or the embankments or drainage shall, so far as any alteration thereof shall appear to have been unnecessary, be, at the expense of the Provincial Government, restored as nearly as possible to the state in which they were when the Engineer commenced to act under the provisions of this Part.*

28. *Subject to the provisions of section 5, whenever any land other than land required or taken by the Engineer, or any right of fishery, right of drainage, right to the use of water or other right of property, shall, have been injuriously affected by any act done or any work executed under the due exercise of the powers of provisions of this Act, the person in whom such property or right is vested may prefer a claim by petition to the Collector for compensation:*

Provided that the refusal to execute any work for which application is made shall not be deemed to be an act on account of which a claim for compensation can be preferred under this section.

30. *When any such claim is made, proceedings shall be taken for determining the amount of compensation, if any, which should be made and the person to whom the same should be payable, as far as possible, in accordance with the provisions of the Acquisition and Requisition of Immoveable Property Ordinance, 1982, or other law for the time being in force for the acquisition of land for public purposes.*

31. *In every such case which is referred to the judge and assessors or to arbitrators for the purpose of determining whether any, and if so, what amount of compensation should be awarded, the judge and assessors or the arbitrators-*

(i) shall take into consideration-

(a) the market-value of the property or right injuriously affected at the time when the act was done or the work executed,

(b) the damage sustained by the claimant by reason of such act or work injuriously affecting the property or right,

(c) the consequent diminution of the market-value of the property or right injuriously affected when the act was done or the work executed and

(d) whether any person has derived, or will derive, benefit from the act or work in respect of which the compensation is claimed or from any work connected therewith, in which case they shall set off the estimated value of such benefit, if any, against the compensation which would otherwise be decreed to such person; but

(ii) shall not take into consideration-

(a) the degree of urgency which has led to the act or work being done or executed, and

(b) any damage sustained by the claimant, which if caused by a private person, would not in any suit instituted against such person justify a decree for damages.

56.(1) Any person,-

(a) who, without the previous permission of the Engineer, erects, or causes or willfully permits to be erected, any new embankment, or adds to any existing embankment, or obstructs or diverts, or causes or willfully permits to be obstructed or diverted, any water-course, if such act interferes or is likely to interfere with, counteract or impede any public embankment or any public water-course;

(b) who, within the limits of the tract included in any prohibitory notification under section 6, without the previous permission of the Engineer, erects, or causes or willfully permits to be erected, any new embankment, or adds to any existing embankment, or obstructs or diverts, or causes or willfully permits to be obstructed or diverted any water-course; and

(c) who abets any such act as is mentioned in clauses (a) and (b),

shall be liable, on conviction, to fine which may extend to five hundred rupees or, in default of payment, to imprisonment of either description for a period not exceeding six months.

(2) This section shall not render unlawful the repair of a breach or cut in an embankment so as to restore the embankment to the same dimensions as it had immediately before such breach occurred or cut was made; provided that

(i) such cut was not made under the orders of the Engineer;

(ii) such repair is made within one year after such breach occurred or cut was made; if, however, the repair cannot be completed within this period, the sanction of the Engineer shall be obtained to the completion thereof;

(iii) such breach or cut forms a gap or, if unrepaired may form a gap between two portions of an existing embankment which were continuous before the breach occurred or cut was made;

(iv) the part of the embankment, in which the breach occurred or cut was made, was not erected or added to in contravention of this section or of any law for the time being in force.

57. Whoever, without due authority in this behalf, cuts through or attempts to cut through any public embankment, or destroys or attempts to destroy any such embankment, or opens or shuts or obstructs any sluice in any such embankment or any public water-course, shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to one month or to fine which may extend to two hundred Taka.

58. Whoever, without the permission of the officer in immediate charge of the embankments, makes any dam or other obstruction for the purpose of diverting or opposing the current of a river or water-course wherein or whereon there are public embankments; or,

When required by the Engineer, refuses or neglects to remove any such dam or obstruction so made by him; or, without the permission of the Engineer or of the officer in immediate charge of the Embankment previously obtained, cuts or otherwise alters the banks of any embanked river or watercourse or removes the earth from any public embankment or drives stakes into it, or, by any other willful act, destroys or diminishes the efficiency of such embankment, or causes or knowingly and willfully permits any cattle to graze upon any such embankment, or tethers upon any such embankment or root up any grass or other vegetation growing on any such embankment, shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to six months or to fine which may extend to two hundred Taka.

***Note** : See also the Tanks Improvement Act, 1939 (8.1) and the Penal Code (19).*

৩.৬.২ ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ

THE GROUND WATER MANAGEMENT ORDINANCE, 1985
(Ordinance No. XXVII of 1985)

An Ordinance to manage the ground water resources for agricultural production.

2. ***Definitions**.- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,*

   (a) "aquifer" means a body of saturated soil at any depth below ground level that can store and transmit sufficient quantity of water to the wells;

   (d) "deep tubewell" means a tube well called as such operated by a submersible pump set or turbine pump coupled with a prime mover capable of pumping ground water when the pumped water level depth is more than 7 meters;

   (e) "deep set handpumped tubewell" means a handpumped well used for either irrigation or water supply where the pump valve is set below the surface and operated remotely by a pump rod operated from the surface and is capable of pumping ground water when the pumped water level depth is more than 8 meters;

   (i) "shallow tubewell" means a tubewell called as such operated by a centrifugal pump coupled with a prime mover but only capable of pumping water when the vertical distance between the centrifugal pump and the pumped water level depth is within 7 meters;

   (j) "static water level" means the depth from the ground level to the saturated water level beneath the ground surface where no pumping has taken place;

   (k) "suction lift handpumped tubewell" means handpumped well used for either irrigation or potable water supply when the pump valves are situated above ground level but is only capable of operation when the vertical distance between the pump valve and the pumped water level depth is within 8 meters;

   (l) "tubewell" means a deep tubewell, shallow tubewell, suction lift handpumped well or deep set handpumped well used for irrigation or water supply.

5. ***Licence for tubewell**.-(l) No tubewell shall be installed in any place without a licence granted by the Thana Parishad.*

   (4) On receipt of the application for licence, the Thana Parishad shall direct the committee to hold a local enquiry and submit a report on the following points, namely:

      (a) the aquifer condition of the soil where the tubewell is to be installed;
      (b) the distance of the nearest existing tubewell;
      (c) the area likely to be benefited by the tubewell;
      (d) the likely effect on the existing tubewells including tubewells used for domestic purpose;
      (e) the suitability of the site for installation of the tubewell;
      (f) the conditions on which a licence, if any, may be granted.

   (5) If, on considerations of the report of the Committee, the Thana Parishad is satisfied that the installation of the tubewell applied for

      (a) will be beneficial to the areas for which it is to be installed, or
      (b) will not have any adverse effect upon the surrounding area, or

(c) is otherwise feasible,

it may grant the licence applied for.

*10. **Offences**.- Whoever contravenes any provision of this Ordinance or rules made thereunder shall be punishable with fine which may extend to two thousand taka.*

shall, unless he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention an shall be liable to proceeded against and punished accordingly.

***Note** : See also the Marine Fisheries Ordinance, 1983 as has been referred to in sector 10.4.1.*

৩.৬.৩ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ

THE BANGLADESH WATER AND POWER DEVELOPMENT BOARDS ORDER, 1972 (P. O, No. 59 of 1972)

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(c) "controlled station" means a power generating station declared as a controlled station under clause (d) of Article 15;

(g) "power" includes hydraulic as well as thermal power, electrical energy, steam, gas or any other power notified as such by the Government in the official Gazette;

(j) "undertaking" includes any business, project scheme, asset, right, power, authority and-privilege and any property movable and immovable, including land, building, work, machinery, cash or bank balance, reserve fund, investments, and any other right and interest in, or arising out of, such property and any book of accounts, register, record and any other document of whatever nature relating thereto.

3.(1) On the commencement of this Order, there shall be constituted, for carrying out the purposes of this Order, two Boards- one to be called the Bangladesh Water Development Board and the other to be called the Bangladesh Power Development Board.

4.(1) The Water Board shall consist of a Chairman and not more than five other members to be appointed by the Government.

9.(1) The Water Board shall prepare, for the approval of the Government, a comprehensive plan for the control of flood in, and the development and utilisation of water resource of, Bangladesh.

(2) The Board shall have power to take up any work as contemplated in clause (3) or any other work that may be transferred to it by the Government and to realise levy thereof subject to the approval of the Government.

(3) The Board may frame a scheme or schemes for the whole of Bangladesh or any part thereof providing for all or any of the following matters, mainly:-

(a) construction of dams, barrages, reservoirs and other original works irrigation, embankment and drainage, bulk water supply to communities and recreational use of water resources;

(b) flood control including water-shed management;

(c) prevention of salinity, water congestion and reclamation of land;

(d) except within the limits of sea-ports, maintenance, improvement and extension of channels for inland water transport, including dredging of channels, but excluding all such operations as may be assigned by the Government to any other agency;

(e) regulation of channels to concentrate river flow for more efficient movement of water, silt and sand, excluding all such operations as, in the opinion of the Government, may be carried out by any other agency.

11.(1) Every scheme prepared under clause (3) of Article 9 ... shall be submitted, for approval, to the Government with the following information:-

(a) a description of the scheme and the manner of its execution;

(b) an estimate of costs and benefits, the allocation of costs to the various purposes to be served by the scheme and the amounts to be paid by the beneficiaries;

(c) a statement of proposal by the Board for the resettlement or rehousing, if necessary, of persons likely to be displaced by the execution of the scheme.

(2) The Government may sanction or may refuse to sanction or may return for reconsideration any scheme submitted to it under clause (1), or may call for such further details or information about the scheme or may direct such further examination of the scheme as it may consider necessary.

12.(1) Any scheme framed by an agency in Bangladesh other than a Board in respect of any of the matters enumerated in clause (3) of Article 9 ... shall, if its estimated cost exceeds the amount to be prescribed by the Government, be submitted to the Government through the board concerned and the Government may pass any of the orders contemplated by clause (2) of Article 11.

(2) A board may, with the approval of the Government, undertake the execution of any scheme or exercise technical supervision and administrative and financial control over the execution of any scheme framed or sponsored by any agency in respect of the matters enumerated in clause (3) of Article 9. ..

14. Subject to the provisions of any other law for the time being in force, the Water Board

(a) shall have control over the flow of water in ail rivers and channels of Bangladesh subject to private rights, and the under-ground water resources of any region of Bangladesh;

(b) may, with the approval of the Government, prescribe standards for the operation and maintenance of all irrigation, embankment and drainage works;

(c) may, with the approval of the Government, prescribe simplification of methods of charges for the supply of water and for standardization of the system of supply.

17.(1) Each Board may take such measures and exercise such powers as it considers necessary or expedient for carrying out the purposes of this Order.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by clause (1), each Board may

(a) under any work, incur any expenditure within the budget or any special allotment, procure plant, machinery and materials required for its use and enter into and perform any such contracts as it may consider necessary and expedient;

(b) acquire by purchase, lease, exchange or otherwise any land or interest in land or dispose of by sale, lease, exchange or otherwise such land or any interest in such land;

(c) seek and obtain advice and assistance in the preparation or execution of a scheme from any local authority or agency of the Government and such agency or authority shall give the advice and assistance sought by the Board to the best of its ability, knowledge and judgment:

Provided that the Board shall pay the cost if such advice and assistance entails additional expenditure to the local authority or the agency.

(3) The acquisition of any land or any interest in land for a Board under this Article or for any scheme under this Order shall be deemed to be an acquisition for a public purpose within the meaning of the Acquisition and Requisition of Immoveable Property Ordinance 1982 ... or any other law for the time being in force, and the provisions of the said Act or law shall apply to all such proceedings.

18. Without prejudice to the generality of the powers conferred by any other provision of this Order, the Water Board may

(a) control and operate the dredger fleet, its ancillary crafts, appurtenances and equipment including launches, house boats, fuel and water bags, floating and shore workshops, pipe lines, pontoons, pumps and other construction equipment belonging to the Government on such terms and conditions as may be prescribed by the Government;

(b) direct the owner of any private land-
(i) to carry out measures for training of water courses passing through his land;
(ii) to undertake anti-erosion operations including conservation of forests and re-afforestation:

Provided that compensation shall be paid to persons affected by such direction in such manner as may be prescribed.

(c) restrict or prohibit, by general or special order, the clearing and breaking up of land in the catchment area of any river:

Provided that compensation shall be paid to persons affected by such order in such manner as may be prescribed;

(d) direct that any work which has been required to be done by any person under the two preceding sub-clauses and which remains undone shall, after notice to such person and after consideration of any objection raised by him, be executed by the Board and may specify the proportion in which the risk and expenses of such work shall be borne by notice and after such enquiry as the Board considers necessary, is held by the Board to be responsible for the execution of such work in whole or part.

19.(1) The Chairman or any person authorised by him in writing may, after serving due notice to the owner, enter upon and survey any land, erect pillars for the determination of intended line of works, make boring and excavations, and do all other acts which may be necessary for the preparation of any scheme:

Provided that when the affected place does not vest in the Board, the power conferred by this clause shall be exercised in such manner as to cause the least interference with, and the least damage to, the rights of the owner thereof.

(2) When any person enters upon any land in pursuance of clause (1), he shall, at the time of entering or as soon thereafter as may be practicable, pay or tender payment for all necessary damage to be done as aforesaid, and in case of dispute as to the sufficiency of the amount, so paid or tendered, the dispute shall be referred to the Deputy Commissioner whose decision shall be final.

21.(1) As soon as any scheme has been carried out by a Board or at a latter date, the Board may arrange by a written agreement with a local authority or other agency within whose jurisdiction any particular area covered by the scheme lies to take over and maintain any of the works or services in that area and, if the

Board fails to obtain the assent of such local authority or other agency, it may refer the matter to the Government, and the Government may give such directions to the local authority or other agency as it may deem fit.

(2) The Government shall have the power to direct a Board to hand over any scheme to any agency of the Government or a local authority:

Provided that the Government shall not direct the Power Board to hand over any power scheme carried out by that Board.

22.(1) The Government may appoint such officers, advisers or consultants and other employees to serve under each Board as may be necessary for the efficient performance of the functions of such Board on such terms and conditions as it may be determine.

26. The rates at which the Water Board shall sell water ... shall be so fixed as to provide for meeting the operating cost, interest charges and depreciation of assets, the redemption at due time of loans other than those covered by depreciation, the payment of any tax and a reasonable return or investment.

***Note** : See also 13.6 and the Water and Sewerage Authority Act, 1996 (15.3).*

THE RURAL ELECTRIFICATION BOARD ORDINANCE, 1977
(Ordinace No. LI of 1977)

An Ordinance to provide for the establishment of the Rural Electrification Board.

*8. **Functions of the Board**. - The functions of the Board shall be-*

(b) to take measures for effective use of electricity to foster rural development with special emphasis on increase of use of electric power for economic pursuits, such as development of agriculture and establishment of rural industries and assisting the disadvantaged sections of the community for augmenting their income and standard of living.

(o) to cooperate with agencies of the Government, interested non-government bodies as well as local administration and local authorities in rural development works and to take initiative for promotion of setting up of rural industries, boosting irrigation and drainage and augmenting commercial and domestic use of electricity.

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২
(১৯৯২ সনের ১২ নং আইন)

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও উহার সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

৩। সংস্থা প্রতিষ্ঠা - (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে।

৭। সংস্থার কার্যাবলী - সংস্থার কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পানিসম্পদ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(খ) পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;

(গ) পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে তৎসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

(ঙ) পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

(চ) পানি সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং উহাদের প্রচারের ব্যবস্থা করা;

(ছ) পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

১১। কারিগরী কমিটি, ইত্যাদি - (১) পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে সংস্থাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য বোর্ড কারিগরী কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

STATUTE OF THE INDO-BANGLADESH JOINT RIVERS COMMISSION, 1972

CHAPTER-I

THE CONTRACTING PARTIES

pursuant to the relations of friendship and co-operation that exits between India and Bangladesh,

DESIROUS of working together in harnessing the rivers common to both the countries for the benefit of the people of the two countries.

DESIROUS of specifying some questions relating to these matters,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER-II

Article-1

There shall be established an Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission, hereinafter referred to as the Commission.

Article-2

(i) The Commission shall be constituted by each participating Government adopting a chairman and three members;

of these two shall be engineers. The Chairman and three members shall ordinarily hold office for a period of three years.

(ii) Each participating Government may also appoint such experts and advisers as it desires.

Article-3

The Chairmanship of the Commission shall be held annually in turn by Bangladesh and India.

Article-4

(i) The Commission shall have the following functions, in particular:

(a) to maintain liaison between the participating countries in order to ensure the most effectively joint efforts in maximizing the benefits from common river systems to both the countries.

(b) to formulate flood control works and to recommend implementation of joint projects.

(c) to formulate detailed proposals on advance flood warnings, flood forecasting and cyclone warnings,

(d) to study flood control and irrigation projects so that the water resources of the region can be utilised on an equitable basis for the mutual benefit of the peoples of the two countries, and

(e) to formulate proposals for carrying out co-ordinated research problem of flood control affecting both the countries,

(ii) The Commission shall also perform such other functions as the two Governments may, by mutual agreement, direct it to do.

CHAPTER-III

SUPPORTING STAFF AND SECRETARIAT ASSISTANCE

Article-5

Each Government will provide appropriate supporting Staff and secretarial assistance to its representative in the Commission to enable them to discharge their functions in an effective manner

CHAPTER-IV

SESSIONS

Article-6

(i) Subject to the provisions of this Statute, the Commission shall adopt its own rules of procedure.

(ii) Meetings may generally take place alternatively in the countries subject to the convenience of the two Governments.

(iii) Special meetings of Working Groups or ad-hoc Experts Groups duly nominated by the respective Governments may be arranged, as required, by the mutual consultation of the Members.

CHAPTER-V

RULES OF PROCEDURE

(iv) The ordinary sessions of the Commission shall beheld as often as necessary, generally four times a year. In addition special meetings my be convened any time at the request of either Government.

CHAPTER-VI

GENERAL PROVISIONS

Article-8

The Commission shall submit confirmed minutes of all meetings to he two Governments. The Commission shall also submit its annual report by the 31st January, next year.

Article-9

Decisions of the Commission shall be unanimous. If any differences arise in he interpretation of this Statute, they shall be referred to he two Governments to be dealt with on a bilateral basis in a spirit of mutual respect and understanding.

৩.৭ বিবিধ আইনসমূহ

কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন এবং শষ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনসমূহকে এ অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সরকার কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রণীত উপর্যুক্ত আইনসমূহকে (ক) কৃষি ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত আইনসমূহ এবং (খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ দু'টি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সাথে উপর্যুক্ত আইনের সম্পৃক্ত অংশসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

৩.৭.১ কৃষি ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত আইনসমূহ

THE JUVENILE SMOKING ACT, 1919
(Bengal Act II of 1919)

An Act for the Prevention of Smoking by Juveniles.

2. *Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,*

   (a) "cigarettes" include cut tobacco rolled up in paper, tobacco leaf, or other material in such form as to be capable of immediate use for smoking;

   (b) "police-officer" means a member of an established police force above the rank of a head constable; and

   (c) "tobacco" means tobacco in any form, and includes any smoking mixture intended as a substitute for tobacco.

3.(1) No person shall sell or give to a person apparently under the age of sixteen years any tobacco, pipes or cigarettes papers whether for his own use or not:

Provided that a person shall not be guilty of an offence under this section for selling tobacco, other than cigarettes to a person apparently under the age of sixteen years if he did not know, and had no reason to believe that it was for the use of that person.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be liable on summary conviction before a Magistrate to a fine not exceeding ten taka, and in the case of a second offence to a fine not exceeding fifty taka.

4. It shall be lawful for a police-officer in uniform, or any other person or class of persons duly authorised by the Government in this behalf, to seize any tobacco, pipes or cigarette papers in the possession of any person apparently under the age of sixteen years whom he finds smoking in any street or public place, or to destroy any such article.

5. No Magistrate shall take cognizance of an offence under this Act, except upon a complaint made by, or at the instance of, the parent or guardian of the young person concerned or a police-officer or other person empowered to make a seizure under section 4.

6. The provisions of this Act shall not apply when the person to whom the tobacco, pipes or cigarette papers are sold, or in whose possession they are found, was at the time employed by a manufacturer of, or dealer in, such articles either wholesale or retail, for the purposes of his business.

THE BIDI MANUFACTURE (PROHIBITION) ORDINANCE, 1975
(Ordinance No. LVII of 1975)

An Ordinance to prohibit manufacture of bidi in Bangladesh.

*2. **Definitions**.- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,*

(a) "bidi" means a small cylinder of cut tobacco rolled for smoking in kumbhi leaf, tendu leaf or leaf of any other plant but does not into include cut tobacco rolled in paper;

(b) "kumbhi leaf" means the leaf used for manufacture of bidi and is commonly known as kumbhi leaf;

(c) "tendu leaf" means the leaf used for the manufacture of bidi and is commonly known as tendu leaf.

*3. **Bidi manufacture prohibited, etc.**- No person in Bangladesh shall, after the commencement of this Ordinance,-*

(a) manufacture bidi or engage in any trade or occupation involving or connected with the manufacture of bidi; or

(b) cultivate, grow or tend kumbhi leaf or tendu leaf; or

(c) store or otherwise keep in his possession or custody for any purpose whatsoever, any bidi or kumbhi leaf or tendu leaf.

*4. **Certain transactions annulled**.- All contracts, agreements or other commercial arrangements for manufacture, sale or other transaction in relation to growing and tending of kumbhi leaf, entered into or made before the commencement of this Ordinance, shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in fore, stand annulled, and no claim for any compensation shall lie for any loss due to such annulment.*

*5. **Penalty**.-(l) Whoever contravenes any provision of this Ordinance shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.*

(2) *Where a person is convicted of an offence punishable under sub-section (1) the court passing the sentence may direct that the bidi, kumbhi leaf or tendu leaf in respect of which the provision of this Ordinance has been contravened be forfeited to the Government and destroyed by fire.*

(3) *If the person contravening any P'O or other body corporate, every director, manager, secretary or other officer or agent there of shall, unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention.*

THE AGRICULTURAL PRODUCE (GRADING AND MARKING) ACT, 1937
(Act No. I of 1937)

An Act to provide for the grading and marking of agricultural and other produce.

2. *In this Act, unless the contrary appears from the subject or context,-*

   (a) *"agricultural produce" includes all produce of agriculture of horticulture and all articles of food or drink wholly or partly manufactured from any such produce, and fleeces and the skins of animals;*

   (b) *"counterfeit" has the meaning assigned to that word by section 28 of the Penal Code;*

   (c) *"covering" includes any vessel, box, crate, wrapper, tray or other container;*

   (d) *"grade designation" means a designation prescribed as indicative of the quality of any scheduled article;*

   (e) *"grade designation mark" means a mark prescribed as representing a particular grade designation;*

   (f) *"quality" in relation to any article, includes the state and condition of the article;*

   (i) *an article is said to be marked with a grade designation mark, if the article itself is marked with a grade designation mark or any covering containing or label attached to such article is so marked.*

3. *The Government may, after previous publication by notification in the official Gazette, make rules*

   (a) *fixing grade designations to indicate the quality of any scheduled article;*

   (b) *defining the quality indicated by every grade designation;*

   (c) *specifying grade designations mark to represent particular grade or designations.*

   (d) *authorising a person or a body of person Subject to any prescribed conditions, to mark with a grade designation mark any article in respect of which such mark has been prescribed or any covering containing or label attached to any such article;*

   (e) *specifying the conditions referred to in clause (d) including in respect of any article conditions as to the manner of marking, the manner in which the article shall be packed, the type of covering to be used, and the quantity by weight, number or otherwise to be included in each covering;*

4. *Whoever marks any Scheduled article with a grade designation mark. not being authorised to do so by rule made under section 3~ shall be punishable with fine which may extend to five hundred Taka.*

5. *Whoever counterfeits any grade designation mark or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a grade designation mark shall be punishable with imprisonment which may extend to two years, or with fine, or with both.*

6. *The Government, after such consultation as it thinks fit of the interests likely to be affected, may be notification in the official Gazette declare that the provisions of this Act shall apply to an article of agricultural produce article other than an article of not included in the Schedule or to an agricultural p'0duce~ and on the publication of such notification such article shall be deemed to be included in the Schedule.*

THE SCHEDULE
(See section 2)

1. *Fruit.*
2. *Vegetables*
3. *Eggs.*
4. *Dairy produce.*
5. *Tobacco.*
6. *Coffee.*

THE IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT, 1950
(Act No. XXXTX of 195(1)

An Act to continue for a limited period powers to Prohibit or control imports and exports.

3.(1) *The Government may, by order published in the official Gazette and subject to such conditions and exceptions as may be made by or under the order, prohibit or restrict or otherwise control the import or export of goods of any specified description, or regulate generally all practices(including trade practices) and procedure connected with the import or export of such goods, and such order may provide for applications for licences under this Act, the evidence to be attached to such applications, the grant, use, transfer, sale or cancellation of such licences, and the form and manner in which and the periods within which appeals and applications for review and revision may be preferred and disposed of, and the charging of fees in respect of any such matter as may be provided in such order.*

(2) *No goods of the specified description shall be imported or exported except in accordance with the conditions of a licence to be issued by the Chief Controller or any other officer authorised in this behalf by the Government.*

(3) *All goods to which any order sub-section (l)applies shall be deemed to be goods Of which the import or export has been prohibited or restricted under section 19 of the Sea Customs Act, 1878, and all the provisions of that Act shall have effect as if for the word "shall" therein the word "may" were substituted.*

(4) *Notwithstanding anything contained in the aforesaid Act, the Government may by order published in the official Gazette, prohibit, restrict or impose conditions on the clearance whether for home consumption or for shipment abroad of any imported goods or class of goods.*

5. *If any person contravenes any provision of this Act or any order made or deemed to have been made under this Act or the rules made thereunder, or makes use of an import or export licence otherwise than in accordance with any condition in that behalf imposed under this Act, he shall without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Sea Customs Act, 1878, as applied by sub-section (3) of section 3 of this Act be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.*

THE AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS REGULATION ACT, 1964
(Act No. IX of 1964)

An Act to provide for the regulation of the purchase and sale of agricultural produce and of markets in which such produce is purchased and sold in Bangladesh.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(1) "agricultural produce" means an agricultural produce specified in the schedule appended to this Act, and includes a produce of horticulture, arboriculture and animal husbandry so specified;

(3) "grower" means a person who either by himself or by members of his family or by servants or by bargadars or by or with the aid of hired labourers or with the aid of partners grows or produces any agricultural produce, but does not include a wholesaler or aratdar or stockist in such produce;

(6) "market functionary" means any person who operates as a middle-man in connection with the purchase or sale of, or negotiation of a purchase or sale of, any agricultural produce, or in connection with the rendering of any services incidental to such purchase or sale, and includes a wholesaler, aratdar, stockist, weighman, measurer, sampler, jachandar, grader, commission agent, warehouse-man, broker and dalal.

3.(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any market to be a notified market in respect of such agricultural produce and with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) On and from the date specified in the notification under sub-section (1), no person shall act as a market functionary in a notified market in respect of any agricultural produce specified in the notification except under a licence under this Act and except in accordance with the conditions specified in such licence.

4.(1) The Director or any officer of the Agricultural Marketing Department authorised by him shall issue licences ... to the market functionaries for operating in a notified market under such terms and conditions as the Director may deem fit to fix.

*9. **Constitution of Market Advisory Committee**.- The Government may, by notification in the official Gazette, constitute a District Market Advisory Committee for a district...*

14. In case of a dispute arising between a purchaser and a seller on account

(a) deviation from sample when the purchase is made by sample;

(b) deviation from standard when the purchase is made by a reference to an accepted standard;

(c) difference between the actual weight of a container and the standard weight;

(d) payment of price;

(e) delivery of goods;

(f) damage of goods;

(g) admixture of foreign matters;

(h) the presence of moisture in excess of the natural moisture content; and

(i) such other matters as may be prescribed by rules,

the dispute will be referred to the Market Advisory Committee for amicable settlement or, if necessary, for arbitration.

15.(1) After such date as may be notified in the Official Gazette by the Government in this behalf, every Market Advisory Committee shall maintain a set of standard weights specified in the Standards of Weight Act, 1939, and a set of standard measures as may be prescribed by rules, and shall ensure that such sets of standard weights and measures are available free of charge to any purchaser or seller for taking any weighment or measurement in a notified market.

(2) After the date so notified, no person shall use for weighing or measuring in any notified market any weight or measure other than a standard weight or measure referred in sub-section (1).

17. Whoever contravenes any provision of this Act specified in the first column of the following table, shall be punished with fine or simple imprisonment, in default of fine, which may extend to the amount or period specified in the third column of the table.

TABLE

Provision of the Act.	Brief description of the offence	Maximum fine or simple
Section 15 (2)	Using any weight or measure other than a standard weight or measure	imprisonment Tk. 200 or, in default, simple imprison-ment for 2 months.

***Note** : See also Section 7 of the Allopathic System (Prevention of Misuse) Ordinance, 1962 (2.1), the Drug Control Ordinance, 1982 (2.3), the Diseases for Want of Iodin Prevention Act, 1989 (2.4), the Narcotics Control Act, 1990 (2.5.1), the Merchant Shipping Ordinance, 1983 (16.4) and Chapter XIII and XIV of the Penal Code (19).*

৩.৭.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০
(১৯৯০ সনের ২০ নং আইন)

৪। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা	*(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে।*
৫। বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য	*বোর্ডের নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে, যথা-*
	(গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;
৯। এ্যালকোহল ব্যতীত মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ	*(১) এ্যালকোহল ব্যতীত অন্য কোন মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার করা যাইবে না।*
	(২) কোন মাদকদ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এই প্রকার কোন দ্রব্য বা উদ্ভিদের চাষাবাদ, উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারাদ্বয়ে উল্লিখিত কোন মাদকদ্রব্য বা উদ্ভিদ কোন আইনের অধীন অনুমোদিত কোন ঔষধ প্রস্তুতের জন্য বা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন হইলে উহা এই আইনের অধীন প্রদত্ত-

(ক) লাইসেন্স বলে উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) পারমিট বলে ব্যবহার করা যাইবে;

(গ) পাসবলে বহন ও পরিবহন করা যাইবে।

১৯। ধারা ৯ এর বিধান লঙ্ঘনের দন্ড

(১) কোন ব্যক্তি নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর চাষাবাদ সম্পর্কিত বিধান ব্যতীত, কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি উক্ত মাদকদ্রব্যের বিপরীতে টেবিলের কলাম (৩) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যথা ঃ

ক্রমিক এবং মাদকদ্রব্যের নাম		দন্ড
১.	হেরোইন, কোকেন এবং কোকা উদ্ভূত মাদকদ্রব্য	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম হইলে অন্যূন ২ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম এর উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড।
২.	প্যাথিড্রিন, মরফিন ও টেট্রাহাইড্রো-ক্যানাবিনল	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম এর উর্ধ্বে ১০ গ্রাম হইলে অন্যূন ২ ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড।
৩.	অপিয়াম, ক্যানাবিস রেসিন বা অপিয়াম উদ্ভূত মাদকদ্রব্য	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২ কেজি হইলে অন্যূন ২ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২ কেজির উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড।
৪	মেথাডন	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০ গ্রাম হইলে অন্যূন ২ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ গ্রাম হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড।
৫.	ক-শ্রেণীর অন্যান্য মাদকদ্রব্য	অনূন্য ২ বৎসর, এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড।
৬.	এ্যাবসলিউট এ্যালকোহল, শোধিত সুরাসার,বিলাতি মদ, দেশী মদ, বিয়ার	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৩ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড।
৭.	গাঁজা বা যে কোন ভেজষ ক্যানাবিস	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৩ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড।
৮.	যে কোন প্রজাতির ক্যানাবিস গাছ	(ক) ক্যানাবিস গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ২৫টি হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড। (খ) ক্যানাবিস গাছের সংখ্যা ২৫টির বেশি হইলে কারাদন্ড।
৯.	ফেনসাইক্লিআইন, মেথা-কোয়ালন, এল.এস.ডি., বারবিরেট্স, এ্যামফিটামিন, অথবা এইগুলির যেকোনটি দ্বারা প্রস্তুত মাদকদ্রব্য	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ গ্রাম হইলে অন্যূন ৬ মাসের এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রাম এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড।

ক্রমিক এবং মাদকদ্রব্যের নাম | দন্ড

ক্রমিক এবং মাদকদ্রব্যের নাম	দন্ড
১. খ-শ্রেণী ভুক্ত অন্যান্য মাদকদ্রব্য	অনূন্য ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড।
২. গ-শ্রেণীর মাদকদ্রব্য	অনূর্ধ্ব এক বৎসর বা অনূর্ধ্ব ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।

(৩) কোন ব্যক্তি ক-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ করলে, তিনি অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি খ ও গ শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ করিলে তিনি অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

(৪) উপধারা (১) এর টেবিলে, ক্রমিক নং (১১) ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধী উহাদে উল্লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

(৫) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দণ্ড ভোগ করিবার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় এই ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দণ্ড মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন করাদণ্ড হইলে, তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

প্রথম তফসিল
[ধারা ২ (৬) দ্রষ্টব্য]
'ক' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১. অপিয়াম্ পপি (Opium Poppy) বা তৎনিঃসৃত আঠালো পদার্থ।
২. পরিশোধিত, অপরিশোধিত, তৈরিকৃত যে কোন আফিম বা আফিম সহযোগে তৈরি যে কোন পদার্থ।
৩. আফিম উদ্ভুত মাদকদ্রব্যসমূহ (Opium Derivatives) যথাঃ মরফিন (Morphine), কোডিন (Codeine), থিবাইন (Thebaine), নোজকাপাইন (Noscapaine), নারকোটিন (Narcotine), প্যাপাভারিন (Papavarine) ইত্যাদি এবং ইহাদের ক্ষারসমূহ।
৪. শতকরা ০.২ এর অধিক মরফিনযুক্ত যে কোন পদার্থ।
৫. আফিমের সহধর্মী কৃত্রিম উপায়ে তৈরি যে কোন মাদকদ্রব্য যথাঃ পেথিডিন (Pethidine), মেপারডাইন (Meperdine), মেথাডন (Methadone), ডেক্সট্রোমোরামাইড (Dextromoramide), ডাই-হাইড্রোকোডিন (Dihydrocodeine), মেপারডাইন ফেন্টানাইল (Meperdine Fentanyl), পেন্টাযোকাইন (Pentazocaine), হাইড্রোমরফিন (Hydromorphine), অমনোপন (Omnopone), আলফাপ্রোডাই (Alphaprodine), ডিমেরাল (Demieral), অক্সিকোডন (Oxycodone), এট্রোফাইন (Etrophine), লোফেন্টনাইল (Lofentanyl), আলফেন্টানাইল (Alfentanyl), আলফামিথাইল ফেন্টানাইল (Alphamethyl Fentanyl), ৩-মিথাইল ফেন্টানাইল (3-Methyl Fentanyl), এ্যাসিট্রোফাইন (Asscetrophine), এসিটাইল মেথাডল (Acetylmethadol), আলফাসিটাইল মেথাডল (Alphacetylmethadol), বেটাপ্রোডাইন (Betaprodine) ইত্যাদি।
৬. কোকা পাতা, কোকেন (Cocaine) বা কোকা উদ্ভুত সকল মাদকদ্রব্য (Cocaine Derivatives)।
৭. শতকরা ০.১ এর অধিক কোকেনযুক্ত যে কোন পদার্থ অথবা কোকেনের যে কোন ক্ষার।
৮. যে কোনরূপে টেট্রাহাইড্রোকেনবিনল (Tetrahydrocanbinal), ক্যানাবিস রেসিন (Cannabis resin), বা চরস (Charas) বা হাশিশ (Hashish) ইত্যাদি।
৯. এ্যাসিটিক এ্যানহাইড্রাইড (Acetic anhydride), কিংবা হেরোইন, মরফিন ও কোকেন তৈরিতে অত্যাবশাকীয় অন্য কোন উপাদান (যদি উহা এ্যানহাইড্রাইড আফিম, মরফিন, হেরোইন কিংবা কোকেনের সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়)।
১০. মেসকালাইন (Mescaline)।

'খ' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১. গাঁজাগাছ (Hamp plant), গাঁজা (Herbnal Cannabis), ভাং, ভাং গাছ, অথবা গাঁজা বা ভাংসহযোগে প্রস্তুত যে কোন পদার্থ।
২. নেশার উৎসরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (তামাক ব্যতীত) এমন অন্য যে কোন উদ্ভিদ।
৩. এ্যালকোহল (Alchohol), সকল প্রকার মদ, রেক্টিফাইড স্পিরিট (Rectified spirit), রেক্টিপাইড স্পিরিট সহযোগে প্রস্তুত যে কোন ঔষধ বা তরল পদার্থ, বিয়ার কিংবা ৫% এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন তরল পদার্থ।
৪. এল.এস.ডি (LSD) কিংবা এল.এস.ডি যুক্ত যে কোন পদার্থ।
৫. বারবিচুরেটস (Barbiturates) বা সমগোত্রীয় যে কোন পদার্থ।
৬. এ্যামফিটামিন (Amphetamine), মিথাইল এ্যামফিটামিন (Methyl Amphetamine) বা এ্যামফিটামিন যুক্ত যে কোন বস্তু।
৭. ফেনসাইক্লিডাইন (Phencyclidine), সাইলোসাইবিন (Psilocybin), নিকোকোডাইন (Nicocodine) বা এইগুলিযুক্ত যে কোন বস্তু।
৮. মেথাকোয়ালন (Methaqualone) বা মেথাকোয়ালনযুক্ত যে কোন বস্তু।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ/ আইনগত কাঠামো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৪.১ সামষ্টিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

পরিবেশ ও সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ধারণাটি সাম্প্রতিক। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো সকল পর্যায়ে এ ধারণার সুষ্ঠু আইনগত কাঠামোর প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয়নি। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আইনগত কাঠামোয় উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে ধারণ করার প্রশ্নটি অবান্তর। বরং বলা যায়, দেশে বিদ্যমান আইনগত কাঠামোয় উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক।

প্রচলিত সামাজিক বিধি-বিধানকে বাদ দিলে এদেশের আইনগত কাঠামো মূলত বৃটিশ ঔপোনিবেশিক ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। দেশ-ভাগের পর বা স্বাধীনতাত্তোরকালে দেশে বিদ্যমান বেশ কিছু আইনের সংস্কার সাধিত হলেও বা অনেক ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রবর্তিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরানো আইনগুলোই পূর্ব-অবয়বে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে[২৬]। এগুলো বর্তমান সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণাটি সাম্প্রতিক কালের। সুতরাং স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রণীত অনেক আইনেই এ ধারণার প্রতিফলন ঘটেনি। সাম্প্রতিক কালে প্রণীত সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে এ ধারণার কিছুটা প্রতিফলন থাকলেও প্রণীত আইনে সুনির্দিষ্টতার অভাব রয়েছে। এমনকি, বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনেক সমস্যা প্রণীত আইনের আওতায় যথার্থভাবে সম্বোধিত (*Addressed*) নয়। আইনের সুনির্দিষ্টতার অভাব দূর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয় বিধিমালাও প্রণীত হয়নি।

পরিবেশ এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা মাত্র একটি পর্যায়ে সম্পন্ন করার বিষয় নয়। এটি কোন বিশেষ খাতের (*Sector*) সমস্যাও নয়। এমনকি, টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনাও শুধুমাত্র কৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আমাদের দেশের নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, কর্মসূচি প্রণেতা ও আইনজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন খাতের সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। ফলে আইনগত কাঠামো নির্মাণও সেভাবেই সাধিত হয়েছে। সমন্বিত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও আইন প্রণয়নের বাস্তব উপলব্ধি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নেতিবাচক ; সামগ্রিক পরিবেশ উপলব্ধি অত্যন্ত বিলম্বিত[২৭]।

---

[২৬] Farooque, Mohiuddin and Hasan, S. Rizwana. : *Laws Regulating Environment in Bangladesh*. BELA, and the Ford Foundation, Dhaka, 1996, pp. 1-728.

[২৭] ইমাম, মুহাম্মদ হাসান. ঃ "বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ''. *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩।

স্বাধীনতা-পূর্ব কালের আইনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের বিষয়টি দারুনভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা' আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসুতার (*Sustainability*) দৃষ্টিকোণে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ; ব্যর্থ হয়েছে সময়োপযোগী সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে। তারপরও প্রণীত অনেক আইনে পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রণীত আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি দৃশ্যত চমৎকার হলেও এগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক[২৮]। পরিবেশ সম্পর্কিত আইন বাস্তবায়নে যে শক্তিলালী *ম্যাকানিজম* দরকার, আমাদের দেশে তা' অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এখানে সামাজিক *প্রেসার গ্রুপ* থেকে অর্থনৈতিক *প্রেসার গ্রুপ* অত্যন্ত শক্তিশালী। ফলে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়ন থেকে আইনী অনুশাসন ''লঙ্ঘিত'' বা ''উপেক্ষিত'' হয় বেশি এবং উন্নয়ন সিদ্ধান্তে পরিবেশ বা সমাজের ক্ষতি-মূল্যকে প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হয়[২৯]।

ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে আমাদের খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি রয়েছে। ফলে এক খাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন অন্য খাতকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং পানি ও ভূমি খাতের অব্যবস্থার কারণে কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় আসতে বাধ্য। বর্তমানে পরিবেশ অবক্ষয়ের সামগ্রিক চিত্রসহ এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন বা উপেক্ষার বিষয়টি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হচ্ছে। পরিবেশ শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটছে। ফলে ক্রমশই সামাজিক সচেতনতা বাড়ছে[৩০]। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আদর্শগত বা রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকায়[৩১] বিষয়টির সামাজিক গুরুত্ব সর্বজনীনভাবে চিহ্নিত হচ্ছে না।

৪.২ ব্যাষ্টিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহকে তৃতীয় অধ্যায়ের সজ্ঞায়ন অনুসারে ব্যাষ্টিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত আইনসমূহের বৈশিষ্ট, প্রকৃতি ও পরিসর বিবেচনায় ৭টি অংশে এগুলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অংশকে আবার সুনির্দিষ্ট আইনের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আইনের গুরুত্ব অনুসারে কোন কোন আইনের ধারা-ভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

[২৮] ইমাম, কাজী হাসান. ঃ "পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত", *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, চতুর্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ১১৭-১১৮।

[২৯] Aziz, Khalid. : "Environmental Issues and Problems in Pakistan". *Pakistan Administration* ; a Journal of Pakistan Administrative Staff College, Vol. XXIX - XXXI, July-Dec., 1992 -- January-June 1994, No. 2 & 1, Lahore, 1994, p. 9-10.

[৩০] ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল. ঃ ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের পরিবেশ সংরক্ষণে অঙ্গীকার''. ফারুক, মোহিউদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত ঃ *পরিবেশ ঃ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা,* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৭-১৪।

[৩১] আনাম, মাহফুজ. ঃ ''পরিবেশ রিপোর্টিং ঃ প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা''. ফারুক, মোহিউদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত *ঃ পরিবেশ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা,* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬-৯।

৪.২.১ সংবিধান, নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সমীক্ষার এ অংশে সম্পৃক্ত সাংবিধানিক আইনসমূহ, পরিবেশ নীতির সংশ্লিষ্টাংশ ও পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ১৯৯২ এ তিনটি বিষয়ের পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪.২.১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- পরিবেশ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনগুলো সংবিধানের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও একাদশ ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ। নীতি বাস্তবায়ন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অবশ্য পূরণীয় শর্ত নয়, তবে জন-কল্যাণে এগুলো সরকারের স্বদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তৃতীয় ভাগে আইনের দ্বারা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্ট তথা আদালতকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। একাদশ ভাগের বিবিধ অংশে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়াবলী বিধৃত হয়েছে।

সংবিধানের উপর্যুক্ত অংশসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নির্বাচিত অনুচ্ছেদগুলোর কোনটি প্রত্যক্ষভাবে এবং কোনটি পরোক্ষভাবে দেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীর মালিকানার ধরন সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন রয়েছে, যা সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে; ১৪ অনুচ্ছেদে কৃষক-শ্রমিকের শোষণ মুক্তি, ১৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, ১৬ অনুচ্ছেদে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষির আধুনিকায়নের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো গভীরভাবে গ্রোথিত[৩২] এবং সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবিধানের নির্বাচিত অনুচ্ছেদসমূহের বেশিরভাগই পরোক্ষভাবে বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত, প্রত্যক্ষভাবে নয়। তারপরও সাম্প্রতিক একটি ধারণাগত বিষয়ের ওপর সাংবিধানিকভাবে আইনগত ভিত্তি থাকা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য একটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক অধ্যায়। তবে ভবিষ্যতে সংবিধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলন ঘটানোর অবকাশ রয়েছে।

৪.২.১.২ পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম

অনেক দেরিতে হলেও দেশে একটি পরিবেশ নীতি প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত যতগুলো দলিল সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে এটিই একমাত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ দলিল, যা পরিবেশের সামগ্রিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ নীতিমালায় পরিবেশ প্রশ্নে সরকার সরকার কর্তৃক গৃহীত অনুকল্পসমূহ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত; উদ্দেশ্যাবলী অত্যন্ত সুসংহত এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতি হিসেবে এটি একটি অনন্য দলিল। প্রণীত পরিবেশ নীতির সবচেয়ে সবল দিকগুলো হচ্ছে এর সামগ্রিক নীতি-কাঠামো, সামষ্টিক পরিসর, ব্যাষ্টিক পর্যায়ে সুনির্দিষ্টতা, বাস্তবসম্মতভাবে খাতভিত্তিক

---

[৩২] ইমাম, কাজী হাসান. ঃ "পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা"; *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৩।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সর্বোপরি উদ্ভূত সমস্যাবলী উত্তোরণে সুচিন্তিত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার সংযোজন। সামগ্রিকভাবে প্রণীত নীতির (১) কৃষি, (২) পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, (৩) ভূমি, (৪) বন, বন্যপ্রাণি ও জৈব-বৈচিত্র এবং (৫) শিক্ষা ও সচেতনতা এ পাঁচটি খাত পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। পরিবেশ নীতির আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সুসংহত।

পরিবেশ নীতির সাথে সংযোজিত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার সবল দিকগুলোর অন্যতম হচ্ছে, প্রণীত নীতির আলোকে খাত-ভিত্তিক সমস্যা উত্তোরণে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ এবং এ সকল কার্যক্রমের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহ চিহ্নিতকরণ। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত বহুমুখী ও জটিল। ফলে খাতভিত্তিক চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীসমূহের ওপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে বাস্তবত পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কোন তত্ত্বাবধান বা পরিবীক্ষণ নেই, এমনকি দায়বদ্ধতার কোন অঙ্গীকারও নেই। গৃহীত সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের মধ্যে বাস্তবত কোন সমন্বয় নেই। মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট কোন কোন এজেন্সী কর্তৃক বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও বা বাস্তবায়নের প্রয়াস নেয়া হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রম আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি বা হয়না। উদাহরণত কৃষিক্ষেত্রে কৃষির জৈবগুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। রাসায়নিক বালাই ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণে জরুরীভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা করা, প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন দারুনভাবে উপেক্ষিত। পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কথা থাকলেও এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশের পরিবেশ অবস্থার ওপর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি অবস্থানপত্র (*Status Paper*) প্রণয়নের দায়িত্ব থাকলেও মন্ত্রণালয় তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে বাস্তবায়নগত দিক থেকে পরিবেশ নীতির সবচেয়ে অগ্রণী সাফল্য হচ্ছে ১৯৯২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে জাতীয় পরিবেশ কাউন্সিল (*National Environment Council বা NEC*) ও জাতীয় পরিবেশ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি'র (*Executive Committee of the National Environment Council বা ECNEC*) প্রতিষ্ঠা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাপক বাধ্যবাধকতা থাকলেও জন্মলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান দু'টির কার্যক্রম কালে-ভদ্রে দু'একটি সভা-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত[৩৩]।

---

৩৩ Huq, Salemul and Haque, Mahfuzul. : *Environmental Planning in Bangladesh : Some Experiences and Lessions.* Paper presented in National Taining Workshop on Sustainable Economic Modeling, ESCAP-BPATC, Dhaka, 1997, pp. 2-3.

৪.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ

বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবেশ সংরক্ষণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পর্যাপ্ত পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যতিরেকে উন্নয়ন হবে ধ্বংসমুখী; উন্নয়ন ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে সম্পদের অপর্যাপ্ততা দেখা দেবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে[১৪]। সুতরাং টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। কৃষি সম্পদ ও কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশের উপাদানসমূহ যথার্থভাবে সংরক্ষিত না হলে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিক কৃষি সম্পদের ওপর পড়বে। ফলে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় আসবে। এ ক্ষেত্রে প্রণীত প্রয়োজনীয় আইন, নীতিমালা, কার্যক্রম পরিকল্পনা ইত্যাদি পরিবেশ সংরক্ষণে তথা টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.২.২.১ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

এ আইনটি দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ নীতির ৪.২ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রণীত হলেও আইন'টিতে উদ্দিষ্ট বিষয়সমূহের সামগ্রিকতা যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়নি। আইনে কৃষি ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াবলী যথার্থ গুরুত্ব পায়নি। আইনের ধারা-২(খ), (ঘ), (চ), (ছ), (ঞ), ধারা-৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অংশত অত্যন্ত পরোক্ষভাবে কৃষি ও কৃষি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। নামের দিক থেকে ''বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন'' হলেও আইনটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এর সামগ্রিকতা-বিচ্যুতি। ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে আইনটি এখনো মূলত প্রয়োগ বিচ্যুৎ। অদূর ভবিষ্যতে প্রণীত পরিবেশ নীতির উদ্দিষ্ট সামগ্রিকতার আলোকে আইনটি সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন রয়েছে এবং আইনের বাস্তবায়নগত দিক থেকে ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস নিতে হবে।

আইন'টিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, দিক-নির্দেশনা ও আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান রয়েছে। আইনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালককে আইন লঙ্ঘনের শাস্তি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে[১৫]। কিন্তু সীমিত জনবল[১৬] (সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার্থে ৫৭ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ২৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যথাক্রমে ৬২ ও ২৬ জন কর্মচারী এবং এগুলো মিলিয়ে সর্বমোট ১৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী), প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে আইনের ধারাগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। বিস্তারিত অবয়বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং আইনের মাধ্যমে সরকারের সামগ্রিক প্রশাসন যন্ত্রসহ আইন

---

[১৪] The World Bank. : *World Development Report, 1992 : Development and the Environment.* Oxford University Press, New York, 1992, p. 2.

[১৫] Op-cit, pp. 5-6.

[১৬] Government of the People's Republic of Bangladesh. : *Introducing DOE.* Department of Environment, June 1997, pp. 4-5.

প্রয়োগকারী সংস্থাকে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে বিদ্যমান পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন ঘটানো যাবে।

৪.২.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ -এর ধারা-২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক এ বিধিমালাটি প্রণীত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনটির মত এ বিধিমালাটিও পরিবেশের সামগ্রিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করেনা। বিধিমালাটি মূলত শিল্প-স্থাপনা বা শিল্প প্রকল্পের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষি বা কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর বিধিমালাটির প্রত্যক্ষ কোন স্পর্শ নেই। তবে এর ৩, ১২ ও ১৩ বিধি এবং তফসীল-৩ পরোক্ষভাবে কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু উল্লিখিত তফসীলসহ বিধি তিনটির বাস্তব প্রয়োগ দৃশ্যমান নয়।

পরিবেশের সামগ্রিকতা অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের মত এ ক্ষেত্রেও ব্যাপক সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

৪.২.২.৩ কৃষি নীতি

দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। অথচ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত লিখিত আকারে কোন কৃষি নীতি নেই। সম্প্রতি সরকার একটি কৃষি নীতি প্রণয়নের প্রয়াস নিয়েছে বলে জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, প্রণীতব্য এ খসড়া নীতিমালাটিতে মূলত কৃষি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। নীতিমালাটি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কী অবয়বে এটি প্রণীত হচ্ছে তার ওপর কোন পর্যালোচনা সম্ভব নয়। তবে পরিবেশ নীতির কৃষি খাতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী প্রণীতব্য কৃষি নীতিতে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪.২.২.৪ কৃষি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা

তুলনামূলকভাবে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতের কার্যক্রম পরিকল্পনা খুবই সুগঠিত[৩৭]। কৃষি খাতের পরিকল্পনায় পরিবেশ সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ চমৎকারভাবে সম্বোধিত (*Addressed*) হয়েছে। কৃষি খাতের পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিকল্পনায় মৃত্তিকার ক্ষয়, মৃত্তিকার অবক্ষয়, অবিরাম এক-ফসলী চাষাবাদ পদ্ধতি (*Mono-Cropping*), কৃষি-রসায়ন, কীটনাশক, ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন ইত্যাদি ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন ছিল।

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণে কৃষি খাতের কার্যক্রম পরিকল্পনা যতই সুগঠিত এবং কার্যক্রম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যতই সুষ্ঠু হোক না কেন, টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কৃষি খাতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই।

---

[৩৭] Op-cit, p. 8.

কিন্তু আমাদের দেশের নীতি প্রণেতা ও পরিকল্পনাবিদদের মাঝে বিভিন্ন খাতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। সামগ্রিকভাবে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পরিকল্পনায় ''পরিবেশ ও টেকসই জীবিকা'', ''টেকসই কৃষি উন্নয়ন'' ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় একদিকে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহারকে মারাত্মক পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[৩৮] এবং অন্যদিকে অধিক কৃষি উৎপাদনে (রাসায়নিক) সার, গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে[৩৯]; যদিও আমাদের ভালভাবেই জানা আছে যে, ভূ-গর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন পরিবেশের মারাত্মক অবক্ষয় ঘটায়। পরিকল্পনায় চিংড়ি চাষের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে[৪০]। কিন্তু চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশ অবক্ষিত হওয়া, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ধ্বস নামা, জৈব-বৈচিত্র ধ্বংস হওয়া, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততাসহ ভূমির অবক্ষয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ সৃষ্টির[৪১] বিষয়গুলো পরিকল্পনায় স্থান পায়নি বা এ অবস্থার উত্তোরণে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তার অর্থ হচ্ছে, কৃষি খাতের পরিকল্পনাটি সুগঠিত হলেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের পরিকল্পনায় যথেষ্ট অসঙ্গতি লক্ষ্যণীয়। ফলে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুকূল নয়।

৪.২.২.৫ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (*NEMAP*), ১৯৯৫

১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনের পরপরই *ইউএনডিপি*'র আর্থিক এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সহায়তায় জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৯২-১৯৯৪ এ দু'টি পর্যায়ে পরিকল্পনাটি ব্যাপক জন-সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায়, ১৯৯৫ সালে অপেক্ষাকৃত অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিকল্পনাটি পুনপ্রণীত হয় এবং বর্তমানে এর বাস্তবায়ন চলছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার, দাতা সংস্থা ও এনজিও'দের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়েছে। অথচ পরিকল্পনাটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্পূর্ণরূপে দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে এর বিপরীতটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। রবার্ট রেপেটোর মতে, দাতা সংস্থাসমূহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি প্রকল্প পরিকল্পনার সময় ভূমিক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনা করেনা। সেইসব প্রকল্পে সমর্থন দেয়, যেগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করা হয়[৪২]। সার ও কীটনাশক মূলত আমদানী নির্ভর কৃষি-উৎপাদ এবং দীর্ঘ মেয়াদে এগুলো জমির ক্ষতি সাধন করে। অর্থাৎ সমঝোতা পর্যায়েই আলোচ্য পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন কর্মসূচি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল।

---

৩৮ Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Fifth Five Year Plan 1997-2002*. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1997, p. II-2.

৩৯ ibid, pp. II-7-8.

৪০ ibid, p. XIII-31.

৪১ Rahman, Atiur. : "The Impact of Shrimp Culture on the Coastal Environment". In : *Environment and Development in Bangladesh*, University Press Limited, Vol. One, 1994, pp. 499-522.

৪২ বাংলার বাণী. ঃ ধরিত্রী সম্মেলনের শর্ত আনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোকে পরিবেশ বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে. তারিখ ঃ ০৫.০৯.১৯৯৩, ঢাকা, ১৯৯৩।

পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সেচ-সুবিধা ও নিবিড় শস্যায়নের ফলে উদ্ভুত পরিবেশ সমস্যা যেমন জৈব-বৈচিত্র ধ্বংস হওয়া, স্থানীয় শস্য-প্রজাতির বিলুপ্তি, যা স্থানীয় শস্যের প্রজনন সম্পদ (*Genetic Resources*) নিঃশ্চিহ্ন করবে, মৃত্তিকার পুষ্টি-অবক্ষয় তথা ভূমির উর্বরতা হ্রাস, মরুময়তা (*Desertification*), কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ ইত্যাদি দৃশ্যত চমৎকারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে[৪৩]। পরিকল্পনায় এগুলো উত্তোরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও পরামর্শিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এখনো আশার সঞ্চার করতে পারছে না। শুধু কৃষিই নয়, কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত পানি সম্পদ, ভূমি সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ কথা একইভাবে প্রযোজ্য। তবে আশার কথা হলো, ইতোপূর্বে দেশে এ জাতীয় কোন পরিকল্পনা ছিলনা, বর্তমানে তা হয়েছে। বাস্তবায়নগত সমস্যাগুলো যথার্থভাবে সম্বোধিত (*Addressed*) হলে পরিকল্পনাটি পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।

৪.২.৩ কৃষি ও কৃষি-রসায়ন

এ ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত মোট ১৭টি আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্যে বৃটিশ ঔপোনিবেশিক কালে প্রণীত আইনের সংখ্যা ৫টি, পাকিস্তান আমলে ২টি এবং স্বাধীনাতাত্তোরকালে ১০টি। বৃটিশ শাসনামলে মূলত কৃষি ও সেচ সম্পর্কিত আইনগুলো প্রণীত হয়েছে। তবে সেখানে কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ থেকে সম্পদ আহরণের দিকে বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। কৃষি আইন প্রণয়নে পাকিস্তান আমলের অবদান খুবই নগণ্য।. স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের আইন প্রণেতাগণ কৃষি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের দিকে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা ভূতপূর্ব আমলগুলোতে অত্যন্ত অবহেলিত ছিল।

৪.২.৩.১ কৃষি ও সেচ

এখন পর্যন্ত কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং কৃষি উন্নয়নে ব্যাপকভাবে আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। বর্ধিষ্ণু কৃষি উৎপাদন মানেই পরিবেশ অবক্ষয় নয় ---- অতিরিক্ত উৎপাদনটা (কর্ষণ) কিভাবে হচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ[৪৪]। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কৃষিভূমি উচ্চফলনশীল চাষাবাদের আওতায় এসেছে এবং প্রতি বছর তা ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে[৪৫]। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত উচ্চফলনশীল চাষাবাদে শস্য বহুমুখীকরণের বিষয়টি প্রবর্তিত হয়নি[৪৬]। ফলে পঞ্চাশের দশকের মাত্র ৬৪ টন খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি টনে দাঁড়ালেও[৪৭] বিগত ৩০ বছরে পাট ও তৈলবীজ চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২.৫ ও ১.২

---

[৪৩] Government of the People's Republic of Bangladesh. : *National Environment Management Action Plan (NEMAP), 1993,* Ministry of Environment and Forest, Vol. 1a : Summary, 1995, p. 36.

[৪৪] Barbier, Edward B. and Burgess, Jranne C. : *Agricultural Pricing and Environmental Degradation.* Background Paper for World Development Report 1992, The World Bank, 1992, p. 3.

[৪৫] কবীর, এ. কে. এম. আখতারুল. ঃ *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় উচ্চফলনশীল বীজ পরিবেশ নষ্ট করছে* দৈনিক জনতা, ১৬.০৩.১৯৯২, ঢাকা, ১৯৯২।

[৪৬] Prasad, D. : "Environmental Resource Management : Issues and Strategies", In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, pp. 62-63.

[৪৭] হক, এস. এম. ইমামুল. ঃ *বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও পরিবেশ.* দৈনিক মিল্লাত, ০৪.০৫.১৯৯৩, ঢাকা, ১৯৯৩।

ভাগ হারে। সেচ কার্যক্রমের কারণে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু পুষ্টিহীনতা কমেনি। ডাল ও তৈলবীজের উৎপাদন হ্রাসের কারণে আমাদের খাদ্য-তালিকায় ভারসাম্যহীনতা এসেছে এবং বেড়ে যাচ্ছে পুষ্টিহীনতা। জন্ম নিচ্ছে হরেক রকম অসুখ-বিসুখ[৪৮]।

সাধারণত সামষ্টিক পর্যায়ের বাজার অর্থনৈতিক শক্তি ব্যাষ্টিক পর্যায়ে উৎপন্ন কৃষি পণ্যের ধরন নির্ধারণ করে থাকে। সামষ্টিক নীতি ও আইন প্রণেতাদের এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তা-না হলে বাজার ব্যবস্থার অর্থনৈতিক চাহিদার আগ্রাসনে পরিবেশ সম্মত শস্যায়নের ধরন স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙ্গে পড়বে। তবে এ কথাও স্মর্তব্য যে, একজন দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে তার নিজের প্রয়োজন নেই, অথবা স্থানীয় বাজারে বিক্রয়যোগ্য নয়, এমন ফসলের উৎপাদন সম্ভব নয়[৪৯]। আবার অনেকে মনে করেন, সেচ-ব্যবস্থা দরিদ্র চাষীদের ক্ষতির বিনিময়ে ধনী চাষীদের উপকারে আসে[৫০]। কিন্তু সামষ্টিক পর্যায়ে সেচকার্য দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দিতে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সেচকার্যের বিকল্প কী ? ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি পূরণে নিবিড় শস্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সে সাথে প্রয়োজন অধিকতর সুষ্ঠু মৃত্তিকা ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমাগত সুষ্ঠু সার ব্যবহার সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা। একফসলী চাষাবাদের প্রসার, উচ্চতর চাষ-ঘনত্ব, ভ্রান্তচাষ অনুক্রম, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন, জৈববস্তুর হ্রাসমানতা, জলাবদ্ধতা প্রভৃতি ভূমি অবনয়নের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত[৫১]। কৃষি-রাসায়নিকের ব্যবহার, মৃত্তিকার গুণ, ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং *জীন*বৈচিত্রসহ *জেনেটিক* সম্পদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে[৫২]। উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতি বিদ্যমান এবং তার ব্যবহারও পরীক্ষিত। কিন্তু এগুলোর ব্যবহারের জন্য দরকার কৃষকদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত ও ঋণ সুবিধাদির ক্ষেত্রে তাদের সহজতর প্রবেশাধিকার (*Easy Access*), সুব্যবস্থিত ও জবাবদিহিমূলক সেচ-কর্তৃপক্ষ এবং উৎপন্ন কৃষি পণ্যের একটি যৌক্তিক বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণ[৫৩]। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এ বিষয়গুলো যথার্থ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছেনা। আর এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনী অনুশাসনও তার নিশ্চয়তা দেয়না। তাছাড়া আমাদের দেশে

---

৪৮ কবীর, এ. কে. এম. আখতারুল. ঃ *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় উচ্চফলনশীল বীজ পরিবেশ নষ্ট করছে* দৈনিক জনতা, ১৬.০৩.১৯৯২, ঢাকা, ১৯৯২।

৪৯ Prasad, D. : "Environmental Resource Management : Issues and Strategies", In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, pp. 62-63.

৫০ Yudelman, Montague. : "Environment and Irrigation". In : *Dam Safety and the Environment*, The World Bank, Washington D. C. , 1998, p. 138.

৫১ Dean, P. B. & Treygo, W. : *The Environment and Development in Bangladesh.* Canadian International Development Agency, Dhaka, 1989, p. 24.

৫২ Islam, S. : "The Declining Soil Quality". In : Rahman, A. A. et al. eds. : *Environmental Aspects of Surface Water System of Bangladesh*, University Press Ltd, Dhaka, 1990, p. 4.

৫৩ Steer, Andrew. : *The Environment for Development.* The Bangladesh Observer, 05.07.1992, Dhaka, 1992.

সেচকার্যের ক্ষেত্রে অনেক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে ধারণাগত জ্ঞান সব বিষয়ে সঠিক সমাধান দিতে পারেনা[৫৪]।

কৃষি ও সেচ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনগুলো মূলত বৃটিশ ঔপোনিবেশিক আমলে প্রণীত। পরিবেশ নীতির ৪.১ অনুচ্ছেদের আলোকে এ আইনগুলো সংশোধন করা হয়নি এবং ৪.২ অনুচ্ছেদের আলোকে[৫৫] বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা উত্তোরণে নতুন কোন আইনও প্রণীত হয়নি। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে উপর্যুক্ত আইনসমূহের অনেক ধারা ও উপ-ধারা এখন কার্যত অচল। যে অংশসমূহ এখন পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য, সেগুলোর বাস্তবায়নও অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। ফলে পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার্থে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও আইনী অনুশাসনের ঘাটতি লক্ষ্যণীয়।

৪.২.৩.২ কীট ও মান নিয়ন্ত্রণ

নিবিড় শস্যায়নের ক্ষেত্রে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু এগুলোর মাত্রাতিরিক্ত, যথেচ্ছ ও অপরিণামদর্শী ব্যবহার মাটির জৈব-কার্যক্রম ব্যাহত করে[৫৬], ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানিকে দূষিত করে এবং এ ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়[৫৭]। কীটনাশকের বিষাক্ততা বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণি ও সামগ্রিকভাবে খাদ্য-চক্রে প্রবেশের মাধ্যমে জীবন প্রতিপালন পদ্ধতি (*Life Support System*) ভেঙ্গে দেয়। ফলে জীবন-চক্র হুমকির সম্মুখীন হয়[৫৮]। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কীটনাশকসহ নাইট্রোজেন, ইউরিয়া ও ফসফরাস সমৃদ্ধ কৃত্রিম সারের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। এগুলোর ব্যবহার ব্যাপকভাবে পানি দূষণ ঘটায়। ফলে জলাশয়ে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং জলজ-উদ্ভিদ ও মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ষাটের দশকের ৩ মেট্রিক টন কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে এখন বছরে ৭,৫০০ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে[৫৯]। এদেশে মানুষের দেহে ১৩-৩১ *পিপিএম ডিডিটি* পাওয়া যায়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও যুক্তরাজ্যে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫.২, ২.৩ ও ২.২ *পিপিএম* । বাংলাদেশে অধিক হারে কীট-নাশকের ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন ধরনের

---

৫৪ Biswas, Asit K. : "Irrigation and Environmental Management : Some Major Issues for Developing Countries". In : *Developing and Improving Irrigation and Drainage System*, The World Bank, Washington D. C. 1992, pp. 158-179.

৫৫ Farooque, Mohiuddin and Hasan, S. Rizwana. : *Laws Regulating Environment in Bangladesh.* BELA and The Ford Foundation, Dhaka, 1996, p. 736.

৫৬ Patel, M. K. : "Pesticides : Environmental Hazards". In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 169.

৫৭ Nishat, Ainun. : *Key Issues of Environmental Concern for Bangladesh.* Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993, p. 3. ; সিদ্দিকী, গিয়াস ঃ যে লড়াইয়ে জয়ের সম্ভাবনা নেই তবুও লড়ে যেতে হবে; *পরিবেশ ও আমরা,* পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯।

৫৮ Opcit, pp. 163-166.

৫৯ Taher, Mohiuddin. : "Export Earning at Stake : Pesticide Residue in Vegetable and Fish". In *: পরিবেশ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা,* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১৭।

সব্জিতে ও অন্যান্য উদ্ভিদে *অর্গানোফসফেট* কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে[৬০]। অথচ আইনের আওতায় এগুলো যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। আমাদের দেশের কৃষকদের সার ও কীটনাশকের ব্যবহার সম্মন্ধে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই। ফলে এগুলোর নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার ব্যাপক পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এ অবস্থার উত্তোরণে টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্য জৈব ও রাসায়নিক সার এবং জৈব উপাদানসমূহের সমন্বয়ে সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন অত্যাবশ্যক।

বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনের যথেষ্ট অভাব থাকলেও ''কৃষি ও সেচ'' ব্যবস্থার তুলনায় এ ক্ষেত্রের আইনগুলোর বেশিরভাগই যথার্থ ও কার্যকর। তবে আইনের বাস্তবায়নগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছেনা।

৪.২.৩.৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

কৃষি উন্নয়নে এ ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত মোট ৮টি আইন প্রণীত হয়েছে, যার ৭টিই স্বাধীনতাত্তোর কালে প্রণীত। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয় ---- এ অনুধাবনটি এ পর্যায়েই আসে। আইনের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এ পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন। আইনের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের সম্পদ ও সম্পর্ক যেসব জটিল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন দ্বারা এবং যে অবয়বে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে, তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ অগ্রযাত্রার সহায়ক নয়[৬১]। বর্তমান পরিস্থিতি পরিবেশগত সঙ্কটকে টেকসই কৃষি উন্নয়ন, উদ্ভাবনমূলক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে গণ-অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার মত বিষয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই।

৪.২.৪ ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

কোন দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একটি সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিতে পারে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিবিড় ও বহুমুখী শস্যায়নের বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কৃষি ব্যবস্থাপনায় ভূমির কাম্য ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করণে আইন ও আইনী অনুশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ১২টি আইন প্রণীত হয়েছে, যার মাত্র ৩টি প্রণীত হয়েছে বৃটিশ আমলে, ৩টি হয়েছে পাকিস্তান আমলে এবং ৬টি হয়েছে বাংলাদেশ আমলে। অবশ্য পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী উপজাতীয় সম্প্রদায়ের

[৬০] হক, এস. এম. ইমামুল. ঃ *বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও পরিবেশ* দৈনিক মিল্লাত, ০৪.০৫.১৯৯৩, ঢাকা, ১৯৯৩।

[৬১] ইমাম, মুহাম্মদ হাসান. ঃ "বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ''. *লোক-প্রশাসন সাময়িকী*, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬।

সাথে সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির আওতায় অতি সম্প্রতি দেশে আরো ৪টি আইন প্রণীত হয়েছে, যা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহের নতুন সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত। নতুন অবয়বে প্রণীত এ আইনগুলোও পার্বত্য জেলাসমূহের ভূমি ব্যবহার, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করবে। এ ক্ষেত্রে প্রণীত উপর্যুক্ত ১২টি আইনের মধ্যে ৮টিই ভূমি মালিকানা ও ভূমি শ্রেণীকরণ সংক্রান্ত, ১টি ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত এবং বাকী ৩টি হচ্ছে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। অর্থাৎ প্রণীত আইনগুলোতে মূলত মালিকানা স্বত্বের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

৪.২.৪.১ মালিকানা ও শ্রেণীবিন্যাস

সমীক্ষার এ অংশে (১) ভূমি মালিকানা ও মালিকানার পরিবর্তন, (২) পতিত জমি, (৩) ভূমি সংস্কার ও (৪) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি ও ভূমি মালিকানার ধরন সম্পর্কে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে[৬২]। সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৭২ সালে আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভূমি শিলিং নির্ধারণ এবং ভূমি মালিকানার ধরন চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বোচ্চ শিলিং সীমা কমিয়ে আনা হলেও এ আইনটি বাস্তবে যথার্থভাবে অনুশাসিত হচ্ছেনা। অভিজ্ঞদের মতে, গ্রাম পর্যায়ে সাধারণত মাতবর ও জোতদার শ্রেণীর লোকেরা অধিক পরিমাণ ভূমির মালিক এবং গ্রামীণ সমাজে তারা অত্যন্ত ধুরন্দর প্রকৃতির মানুষ হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং সরকারী আইনের ফাঁক-ফোঁকর গলিয়ে তারা এ আইনটির প্রকৃত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। ভূমি মালিকানার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৮৮২ সালে প্রণীত আইনটি এখনো বলবৎ আছে। আইনটি দৃশ্যত খুবই চমৎকার মনে হলেও দুর্বল সমাজ কাঠামোর কারণে এর প্রয়োগ-বাস্তবতা দরিদ্র ও প্রান্তিক ভূমি মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূল নয়। ১৯৫০ সালে প্রণীত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ (*State Acquisition*) আইনটির প্রয়োগ-বাস্তবতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলো প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া বর্ধিষ্ণু শহরগুলোর আশে-পাশে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষি ভূমি বিনষ্ট হয়[৬৩]। ১৯৮২ সালে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশটি জারী করা হয় মূলত এ সম্পর্কিত আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও আইনসমূহকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তে। কিন্তু এ সকল আইন কৃষি ভূমির অপরিণামদর্শী (*Indiscriminate*) অকৃষি ব্যবহারে রূপান্তর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। বরং বলা যায়, এ আইনগুলোর প্রয়োগই কৃষি ভূমির অপরিণামদর্শী অকৃষি ব্যবহারে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে[৬৪]। আইনগুলোর বিপরীতে বিস্তারিত কোন বিধিমালা প্রণীত হয়নি; আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (*Implementing Machinery*) এখনো চিহ্নিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে আইনগুলোর বাস্তবায়ন রেকর্ড প্রায় শূন্যের কোটায়[৬৫]। সামগ্রিকভাবে প্রণীত এ আইনগুলোকে প্রকৃত বাস্তবতার আলোকে সংশোধন করা না হলে এবং আইনের

---

[৬২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯১, অনুচ্ছেদ-১৩, পৃ. ১০-১১।

[৬৩] Siddiqui, Kamal. : "Land Resources of Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*; Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 4.

[৬৪] ibid, p. 25.

[৬৫] ibid.

যথার্থ বাস্তবায়নে লাগসই *ম্যাকানিজমের* প্রবর্তন না করা গেলে বিদ্যমান আইনসমূহ টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।

পঞ্চাশের দশকে পতিত জমি অধিগ্রহণ আইন এবং আবাদযোগ্য পতিত জমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ এ দু'টি আইন প্রণীত হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি সম্প্রসারণে এ দু'টি আইন যথেষ্ট অনুকূল নয়। বরং ১৯৮৪ সালে জারীকৃত ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশটি সর্বাধিক উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক। কিন্তু ১৯১৩ সালে প্রণীত *''ওয়াক্ফ''* সম্পত্তি আইনটিও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বা কৃষি উন্নয়নের অনুকূল নয়।

৪.২.৪.২ ভূমি ব্যবহার

টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার্থে ভূমি ব্যবহার অত্যন্ত সুপরিকল্পিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। জমির ক্ষমতা ও উর্বরতার ওপর নির্ভর করেই তার উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা রাখা প্রয়োজন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া অত্যাবশ্যক[৬৬]। উর্বর ও উৎপাদনক্ষম হতে হলে যে কোন মৃত্তিকায় প্রায় ৫ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে এমন কোন এলাকা নেই, যেখানে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ ২ শতাংশের বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পরিমাণ ১ শতাংশের কম। ফলে এদেশে মাটির পানি ও পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা এবং জৈব কার্যক্রম কল্পনাতীতভাবে কম[৬৭]। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূমির বন্ধুরতা, মাটির গঠন বৈশিষ্ট ও বিরসতা এবং সর্বপরি বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এ অঞ্চলকে নিবিড় শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেনা। তথাপি, জনসংখ্যার চাপে বনোজাড়ের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণ এ অঞ্চলকে অনিবার্য পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার এবং অবৈজ্ঞানিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাই এ বিপর্যয়ের মূল কারণ। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে ব্যাপক সেচকার্য পরিচালনার কারণে এখানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক ক্ষেত্রে আহরণ সীমার নীচে নেমে গেছে ; মৃত্তিকায় লবণাক্ততা বেড়েছে ; ফলে মরুপ্রবণতাকে আরো ত্বরান্বিত করছে[৬৮]। পার্বত্য এলাকার পাহাড়ী ঢালে এবং মধুপুর গড়ের সংকীর্ণ ব্যবচ্ছেদিত অঞ্চলের (*Closely Dissected Areas*) ভূমির অনুপোযুক্ত ব্যবহার মারাত্মক ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি করছে[৬৯]। মাটির উর্বরতা কম হলে বা মাটিতে অণু-পুষ্টির (*Micro-nutrients*) অভাব থাকলে, সে মাটির উৎপাদিত খাদ্য শস্যে সংশ্লিষ্ট পুষ্টি-উপাদানের অভাব থাকবে[৭০]। বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা) দস্তা ও গন্ধক জাতীয় অণু-

---

[৬৬] Prasad, D. : "Environmental Resource Management : Issues and Strategies", In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, pp. 67-68.

[৬৭] হক, এস. এম. ইমামুল. ঃ *বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও পরিবেশ* দৈনিক মিল্লাত, ০৪.০৫.১৯৯৩, ঢাকা, ১৯৯৩।

[৬৮] জুবেরী, মুহাম্মদ ইকবাল. ঃ *বরেন্দ্র এলাকায় মরুপ্রবণতা রোধ কর্মসূচি বাস্তব সম্মত নয় --- পরিবেশ উন্নয়ন অথবা অস্তিত্বের বিলুপ্তি* দৈনিক সংবাদ, অর্থনীতির পাতা, ১৪.০৭.১৯৮৬, ঢাকা, ১৯৮৬।

[৬৯] Rahman, Reazur M. : "Environmental Aspects of Soils". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 59.

[৭০] Hasanuzzaman, S. M. : "Nutrition and Environmental Issues and Agricultural Planning". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 75.

পুষ্টির অভাব রয়েছে[১১]। মাটিতে এ জাতীয় অণু-পুষ্টির অভাব শুধুমাত্র অসুস্থ্য উদ্ভিদ (খাদ্য শস্য) ও প্রাণিই উৎপন্ন করেনা, বরং এ অপুষ্টিজনিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে একটি অসুস্থ্য জাতি তৈরি করে[১২]। সুতরাং এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে আইনী অনুশাসনের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভূমি-বুভুক্ষু এদেশে যথার্থ ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি এবং তেমন কোন আইনও প্রণীত হয়নি। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুকূল নয়।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার সমস্যা, বিশেষত কৃষি ভূমি ব্যবহার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। ইতোপূর্বে বর্ণিত সমস্যা ছাড়াও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে নিম্নোক্ত সমস্যা রয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনকে দারুনভাবে ব্যাহত করছে ঃ

- অত্যন্ত ভারসাম্যহীন ভূমি মালিকানার ধরন (৬০ শতাংশ পরিবার কার্যত ভূমিহীন ; ১০ শতাংশ পরিবার মোট জমির ৪০ শতাংশের মালিক) ;
- অরক্ষিত বর্গাচাষ পদ্ধতি এবং মোট কৃষি ভূমির প্রায় ২০ শতাংশ বর্গাচাষাধীন ;
- কৃষি শ্রমিকের শ্রমমূল্যের নিম্নহার ;
- কৃষি বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে প্রকৃত ভূমি মালিকদের অনুপস্থিতি ;
- প্রকৃত চাষীদের বৃহদাংশের কৃষি খাতের উৎপাদন উপকরণের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই ;
- স্থানীয় কৃষি সংস্থাসমূহ গ্রামীণ ধনী কর্তৃক প্রভাবিত (*Dominated*) হয় ;
- ভূমি ব্যবহার ও ভূমি সম্পর্কিত বিনিয়োগ প্রকটভাবে ধনীদের পক্ষপাতিত্ব করে ;
- উৎপাদন অবকাঠামো এবং সেচ সুবিধাদির অবস্থান ও ব্যবহার কারিগরী বিবেচনার পরিবর্তে ধনীদের অনুৎপাদনশীল সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হয় ;
- গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিন্যাস সাধারণত দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের পক্ষাবলম্বন করেনা।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, কৃষি ক্ষেত্রে বর্ণিত উপর্যুক্ত সমস্যাবলী আমাদের দেশে বিদ্যমান আইন ও আইনী অনুশাসনের আওতায় যথার্থভাবে সম্বোধিত (*Addressed*) নয়। ফলে কৃষির টেকসই ব্যবস্থাপনায় অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

৪.২.৪.৩ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বিদ্যমান আইনের মধ্যে ১৯৮৯ সালে প্রণীত রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ২টি এবং ১৯৯০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল অন্যতম। সম্প্রতি সরকার পার্বত্য উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পাদিত ''শান্তি-চুক্তির'' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উপর্যুক্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ২টি

---

[১১] Siddiqui, Kamal. : "Land Resources of Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*; Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 21.

[১২] Op-cit. p. 76.

সংশোধন করে ৪টি আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইনগুলো দ্বারা পার্বত্য জেলাসমূহে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালিত হবে। তবে এ আইন ৪টিও যথার্থভাবে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা দেয় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পর্যন্ত প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যতগুলো আইন প্রণীত হয়েছে, তার মধ্যে ১৯৯০ সালে প্রণীত ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালটিই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত[৭৩]। যদিও ১৯৭৬ সালে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৯ সালে ঋণ-শালিসি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়াস নেয়া হয়, কিন্তু এসব আইন ও অধ্যাদেশ জারী করে যুগের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হয়নি। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভূমিস্বত্ত্ব ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রণীত আইন ও সরকারের জারীকৃত নীতিমালা ও নির্বাহী আদেশের আলোকে ১৯৫৮ সালে প্রণীত জি. ই. ম্যানুয়ালটি অনেকটা পুনঃলিখনের মাধ্যমে এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়। ম্যানুয়ালটি ভূমি প্রশাসনিক দিক থেকে চমৎকার হলেও তা' টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর পৃথকভাবে বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি।

৪.২.৫ পানি সম্পদ

পৃথিবীতে স্বাদু পানির (*Fresh Water*) পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ও অত্যন্ত সীমিত। তারপরও এর দুর্বল ব্যবস্থাপনাই পানি সম্পদ অপ্রতুলতার প্রধান কারণ[৭৪]। সবচেয়ে দক্ষ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা হলো, *ড্যাম* ও *রিজার্ভার* নির্মাণ, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালন এবং ভূগর্ভস্থ পানি আটকানোর মাধ্যমে পানির প্রয়োজনীয় সরবরাহ বৃদ্ধি করা[৭৫]। তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে পানি ভান্ডার উন্নয়ন ও পানি বন্টন সরঞ্জামাদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। *ড্যাম* বন্যার আশংকা হ্রাস করে ; সেচকার্যে পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয় এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক। তারপরও *ড্যাম* নির্মাণ খুবই ব্যয় বহুল এবং প্রচুর কৃষিভূমি নষ্ট করে ও অনেক বন্যজীবনের অপসারণ ঘটায়। *রিজার্ভারও* সময়ের ধারায় পললায়নের মাধ্যমে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পানি ভান্ডারায়ন প্রক্রিয়া পানি স্তর বৃদ্ধি করে। ফলে নিকটতম এলাকার মাটিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং কৃষি ও বনজ-উৎপাদন কমিয়ে দেয়। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি সেচ কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এ কথা স্মর্তব্য যে, চরম সঙ্কটকালে পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহ কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে। আবার অতিরিক্ত পানি সরবরাহ শস্যের ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং সন্তোষজনক উৎপাদন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের জন্য সেচ এলাকায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। তা-না হলে জলাবদ্ধতার কারণে শস্যের ক্ষতিসাধন হবে। পরিবেশগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ সেচ-প্রকল্পের একটি অন্যতম অনিবার্য বিপর্যয় হচ্ছে জলাবদ্ধতা, যা লবণাক্ততার জন্ম দেয়[৭৬]।

---

৭৩ কাদের, মুহাম্মদ আব্দুল ঃ ''ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা''. *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* পঞ্চম সংখ্যা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, পৃ. ১১৯।

৭৪ Shastree, Nalin K. : "Managing Environmental Resources for Sustainability"; In : Shastree, Nalin K. ed. : *Environmental Resources Management*. Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, pp. 32-33.

৭৫ ibid, p. 35.

৭৬ Agrawal, V. P. and Rana, S. V. S. ed. : *Environment and Natural Resources*. Jagmander Book Agency, New Delhi, 1990, p. 91.

টেকসই জীবন ব্যবস্থার জন্য যেমন পানির অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় পানির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ একটি অববাহিকা অঞ্চল। সুতরাং বিভিন্ন উৎস্য থেকে প্রাপ্ত (স্বাদু) পানির পরিমাণ দেশের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ার কথা নয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর বয়ে আসা পানির পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি মেট্রিক টন, যা পৃথিবীর মোট (স্বাদু) পানির এক চতুর্থাংশ[৭৭]। এত বিপুল পরিমাণ পানি প্রাপ্তি সত্ত্বেও শুধুমাত্র সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে তা দেশের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়[৭৮] । তবে অববাহিকা অঞ্চল হিসেবে প্রয়োজনীয় পানি প্রাপ্তির জন্য আমরা যেমন উজানের দেশগুলোর (বিশেষত ভারতের) ওপর নির্ভরশীল, তেমনি দেশে প্রাপ্ত পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও তাদের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কম নয় । এ সকল সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও দেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ; সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রণীত হয়েছে আইন । বর্তমান আলোচনায় শুধুমাত্র কৃষি সম্পৃক্ত পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ।

৪.২.৫.১ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

বিদ্যমান নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবাহিত পলি জমে এদেশের বৃহদাংশ ভূমি গঠিত হয়েছে। দেশের বৃহত্তর নদীগুলোর উৎপত্তিস্থল উজানের দেশে। ফলে দেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি প্রবাহের বৃহদাংশ উজানে অবস্থিত দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণের অবকাশ রয়েছে। বছরের বিভিন্ন সময় পানি বন্টনের অসমতা সুষ্ঠু শস্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ৯৩ শতাংশ আসে উজানের দেশগুলো থেকে[৭৯]। স্বাধীনতাত্তোরকালে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে এবং ভারত একতরফাভাবে ধীরে ধীরে অধিক হারে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করতে থাকে। এতে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে দ্রুত ব্যাপক পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে[৮০]। শুষ্ক মৌসুমে পানির অপর্যাপ্ততার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে[৮১] ; বৃদ্ধি পেতে থাকে মরুময়তা ও লবণাক্ততা[৮২]। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি প্রাপ্তি সমস্যা ছাড়াও নিম্ন সেচ-দক্ষতা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পানি

---

৭৭ শামসির, মুসা বিন. ঃ *আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্যা সমাধান,* দৈনিক দেশ, ১২.১১.১৯৮৮, ঢাকা, ১৯৮৮।

৭৮ আলম, সৈয়দ শামসুল, ঃ ''পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কৌশল ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'', *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-৩৯।

৭৯ Khan, Md. Amjad Hossain. : "Environmental Aspects of Surface Water Development Projects in Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 111.

৮০ Op-cit, p. 105 and pp. 117-119.

৮১ Agrawal, V. P. and Rana, S. V. S. ed. : *Environment and Natural Resources*. Jagmander Book Agency, New Delhi, 1990, p. 91.

৮২ Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Fifth Five Year Plan 1997-2002*. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1997, p. XIII-50.

সম্পদ ব্যবহারের ভারসাম্যহীনতা এবং সেচ এলাকায় নিম্ন কৃষি উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি সেচজ-কৃষির আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসুতার (*Sustainability*) ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করছে[৮৩]।

সম্প্রতি সরকার ভারতের সাথে গঙ্গা সমস্যার সমাধানকল্পে ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির ফলে পানি সমস্যা নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের টানা-পোড়েনের অবসান ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ যথার্থভাবে সংরক্ষিত হয়েছে কি-না বা চুক্তিটি প্রয়োজনীয় পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় কিনা এ ব্যাপারে দেশের অভ্যন্তরে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও বিপরীত মতামত রয়েছে। তবে আশার কথা, দীর্ঘ অমিমাংসিত বিষয়ে একটি সমঝোতায় উপণীত হওয়া গেছে ; এ চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বিরাজিত দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত তিক্ততার অবসান ঘটেছে এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা অনেকাংশে দূর হয়েছে[৮৪]।

এ কথা সত্য যে, ষাটের দশক থেকে এ পর্যন্ত দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়েছে ; পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে[৮৫] ; বাস্তবায়িত হয়েছে অনেক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি উন্নয়ন প্রকল্প। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশে এ যাবত মাত্র একটি আইন (*The Embankment and Drainage Act, 1952*) প্রণীত হয়েছে। এ আইনটির মূল উপজীব্য হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভূমিক্ষয় রোধে বাঁধ নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশন। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন, পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং গৃহীত কর্মসূচি ও আইনী অনুশাসন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সরকার এ ক্ষেত্রে মূলত অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে বেশি জোর দিয়েছে। গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ভিত্তিক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে মারাত্মক পরিবেশ অবক্ষয় ঘটেছে ; বন্যার প্রকোপ বেড়েছে ; ভূমিক্ষয়, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে ; নদী-গর্ভে পলি সঞ্চয়ন বেড়েছে এবং নদীর নাব্যতা কমে গেছে ; মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; বেকারত্ব বেড়েছে পেশাজীবি মানুষের[৮৬]। উদাহরণত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তা' সামগ্রিকভাবে দেশের পানি সঞ্চালনের স্থান কমিয়ে দেয়। ফলে অন্য এলাকায় অধিক বন্যা হয়। আবার কোন কোন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি বিশেষ এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিই কেবল গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ফলে উদ্দিষ্ট এলাকার কৃষি উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত

---

৮৩ Prasad, D. : "Environmental Resource Management : Issues and Strategies", In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 68 ; Rahman, Reazur M. : "Environmental Aspects of Soils". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 64.

৮৪ Op-cit.

৮৫ আলম, সৈয়দ শামসুল, ঃ ''পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কৌশল ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'', *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-৩৯।

৮৬ চৌধুরী, জহিরউদ্দিন. ঃ *বন্যা সমস্যা ও কিছু সুপারিশ,* দৈনিক সংবাদ, ২২.০৯.১৯৯৭, ঢাকা, ১৯৯৭ ; শামসির, মুসা বিন. ঃ *আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্যা সমাধান,* দৈনিক দেশ, ১২.১১.১৯৮৮, ঢাকা, ১৯৮৮ ; আলম, জাফর. ঃ *বন্যারোধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ.* নাগর নদী পুনঃখনন প্রকল্প, দৈনিক খবর, ২৫.০৩.১৯৮৯, ঢাকা, ১৯৮৯ ; Khan, Md. Amjad Hossain. : "Environmental Aspects of Surface Water Development Projects in Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 119.

হয়েছে ; এমনকি এসব প্রকল্পের জন্য অন্য এলাকার কৃষি উৎপাদনও ব্যাহত হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কর্মসূচি ব্যতিরেকে পানি সম্পদ উন্নয়ন তথা টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

৪.২.৫.২ ভূ-গর্ভস্থ পানি

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ছাড়াও কৃষি কার্যক্রমে ব্যবহৃত পানির আর একটি প্রধান উৎস হলো ভূ-গর্ভস্থ পানি। বাংলাদেশের বৃহত্তর সেচ-প্রকল্পগুলো যেমন গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, মেঘনা-ধোনাগোদা প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, মনু-বাঁধ প্রকল্প, তিস্তা বাঁধ প্রকল্প, পাবনা সেচ প্রকল্প ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সরবরাহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলেও দেশে শত-সহস্র মধ্যম ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রয়েছে, যেগুলো গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও সরবরাহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে[৮৭]। ভূ-গর্ভ থেকে দেশে যে পরিমাণ পানি উত্তোলিত হয়, তার ৮২ শতাংশ পানিই সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। সেচ আওতাভুক্ত কৃষি জমির ৯০ শতাংশই ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ষিত হয়ে থাকে[৮৮]। দেশের আবাদযোগ্য জমির মাত্র এক তৃতীয়াংশ সেচ আওতাভুক্ত হলেও, সেচকার্যে ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলিত হয়। বিগত বছরগুলোতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলো ক্রমান্বয়ে বেসরকারীকরণের প্রয়াস নেয়া হয় এবং বর্তমানে তা' সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের (*Private Sector*) ওপর নির্ভরশীল। ফলে কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতির অভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি নির্ভর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের প্রসারতা অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়ে। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবন করা হয়েছে এবং বেসরকারী খাত ও ব্যক্তি কৃষকদের এ জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পরিবর্তন করত যুৎসই কর্মসূচি বাস্তবায়নের (মূলত ভর্তুকি পুনঃপ্রবর্তনের) পরামর্শ রাখা হয়েছে[৮৯]। কিন্তু এ জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন অধিক হারে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনকে ত্বরান্বিত করবে। স্মর্তব্য যে, পুনর্সঞ্চয়নের তুলনায় দ্রুত হারে উত্তোলনের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে নলকূপের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি সেচ ও পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে[৯০]। বিগত সেচ প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত সমস্যাগুলো যথার্থভাবে বিবেচিত হয়নি। ফলে নানাবিধ পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীতে এর কোন প্রতিকারমূলক (*Remedial*) পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারীভাবে ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বার বার বড় ধরনের ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার অভাবে এ গুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অথচ পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে এগুলোর বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে[৯১]।

---

৮৭ Khan, Md. Amjad Hossain. : "Environmental Aspects of Surface Water Development Projects in Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 119.

৮৮ Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Fifth Five Year Plan 1997-2002*. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1997, p. XIII-52.

৮৯ ibid, p. XIII-59.

৯০ Prasad, D. : "Environmental Resource Management : Issues and Strategies", In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 62.

৯১ Khan, Md. Amjad Hossain. : "Environmental Aspects of Surface Water Development Projects in Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994, p. 119.

আমাদের দেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনর্সঞ্চয়ন (*Recharge*) ঘটে প্রধানত বৃষ্টির পানি মৃত্তিকা স্তরে চোয়ানোর মাধ্যমে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ভান্ডার জলগতি বিজ্ঞানীয়ভাবে (*Hydraulically*) বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর সাথে সম্পর্কিত। সুতারাং উজানে পানি প্রত্যাহার বা পানি প্রবাহের গতি পরিবর্তন ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিদপ্তর (*Directorate or Ground Water*) কর্তৃক ১৯৮৪ সালে উপজেলাভিত্তিক বাংলাদেশের পানি পুনর্সঞ্চয়নের ওপর সম্পাদিত প্রাক্কলনে দেখা গেছে যে, প্রায় ৯২,৯৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মোট পুনর্সঞ্চয়নের পরিমাণ ১৪,৮০২ *এম. সি. এম.* এবং এ অবস্থার পরবর্তী উন্নয়ন স্থৈতিকতা (*Potentiality*) খুবই সীমিত। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতামত হলো, সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পুনর্সঞ্চয়নের কারণে অনেক স্থানে পানির স্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে[৯২]।

বিগত ১৯৮৫ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ নামে একটি অধ্যাদেশ জারী করা হয়, যা অদ্যাবধি বলবৎ আছে। এ অধ্যাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত বিদ্যমান সমস্যাগুলো প্রতিফলিত হয়নি। অধ্যাদেশটি মূলত নলকূপ স্থাপনে থানা পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ (সাইসেন্স) এবং অধ্যাদেশের নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তি বিধানের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অধ্যাদেশে বর্ণিত সীমিত এ বিষয়াবলীও গ্রাম পর্যায়ে যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তার কোন পরিবীক্ষণ হচ্ছেনা ; ফলে পারিবারিক কাজে ব্যবহার্য ও ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে আইনটি সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না।

৪.২.৫.৩ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ

১৯৭২ সালে জারীকৃত বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশটি পানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্তারিত পরিসরে প্রণীত হলেও আদেশটিতে পরিবেশগত বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের কার্যপরিধিতে সাধারণ নদী ব্যবস্থা (*Common River System*) থেকে প্রাপ্ত পানির সর্বোচ্চ ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করণের প্রয়াসসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ও ঝড়ের পূর্বাভাস, সমতাভিত্তিক সেচ প্রকল্প গ্রহণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর যৌথ গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানা-পোড়েনের সময় কমিশনের কার্যক্রম মূলত স্থবির ছিল। সেচ ও পানি নিস্কাশন সুবিধাদিসহ সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ফলে গ্রাম পর্যায়ে সেচ সুবিধা দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৯২ সালে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন প্রণীত হয়, যেখানে আইনগতভাবে সর্বপ্রথম পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

---

[৯২] Dean, P. B. & Treygo, W. : *The Environment and Development in Bangladesh*. Canadian International Development Agency, Dhaka, 1989, p. 39 ; Islam, S. : "The Declining Soil Quality". In : Rahman, A. A. et al. eds. : *Environmental Aspects of Surface Water System of Bangladesh*, University Press Ltd, Dhaka, 1990, p. 21.

৪.২.৭ বিবিধ আইনসমূহ

গবেষণার এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত আইনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত না হলেও আইনসমূহের অনেক ধারা-উপ-ধারার বাস্তবায়ন পরোক্ষভাবে গবেষণাটির বিচার্য বিষয়াবলীকে স্পর্শ করে।

৪.২.৬.১ কৃষি ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত আইনসমূহ

গবেষণার এ অংশে সর্বমোট ৫টি আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিশোর ধুমপান আইন, ১৯১৯ প্রণয়ন করা হয় কিশোরদের ধুমপান প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ; *বিড়ি* তৈরি (নিষেধ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ জারী করা হয় বাংলাদেশে *বিড়ি* তৈরি নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ; উৎপন্ন পণ্যের *গ্রেডিং* ও *মার্কিং*-এর উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। উপর্যুক্ত আইন ৩টি পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও ১৯৫০ সালে প্রণীত আমদানী ও রপ্তানী (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং ১৯৬৪ সালে প্রণীত কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের অনেক ধারা-উপ-ধারার বাস্তবায়ন সরাসরিভাবে সমীক্ষাধীন বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের দেশে বিরাজমান দুর্বল সরকার কাঠামোর কারণে আমদানী প্রক্রিয়ায় বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক-আর্থ-কূটনৈতিক চাপে প্রথম আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। দ্বিতীয় আইনটি অভ্যন্তরীণ কৃষি-পণ্য বাজারের জন্য প্রযোজ্য। আইনটির নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে তা' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য মাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে।

৪.২.৬.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

আশির দশকের শেষভাগে সারাবিশ্বে মাদকদ্রব্য চাষাবাদের ওপর জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আলোকে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ নামে এ আইনটি প্রণীত হয়। আইনটির ৪, ৫, ৯, ১৯ ও ৫১ ধারা এবং প্রথম তফসিলে বর্ণিত ক ও খ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত অংশটুকু চলতি গবেষণার সাথে সম্পর্কিত। আইনের ধারা-৪ মোতাবেক সৃষ্ট জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ধারা-৫ অনুসারে মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৯৯০ সালে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হলেও এখন পর্যন্ত উল্লিখিত নীতিমালাটি প্রণীত হয়নি। বিগত আট বৎসরে উক্ত বোর্ডের কার্যক্রম শুধুমাত্র ৫টি সভা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত থেকেছে, যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বোর্ডের ঘনঘন (*frequent*) সভা অনুষ্ঠানের কথা ছিল।

আইনের ধারা-৯ এ সকল প্রকার কৃষিজ মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বহন, পরিবহন, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধারা-১৯ এ উক্ত ধারার বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মাদকদ্রব্য উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণের এ সকল কঠোর বিধান সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত পার্বত্য এলাকায় *অপিয়াম্ পপি,* আফিম ও *ক্যানাবিসের* চাষ হয় বা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সময়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রায়শই ছবিসহ এ সম্পর্কে খবর বের হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব বিষয়াদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গোচরীভূত হয় সংবাদ মাধ্যমে তা' প্রচারিত হওয়ার পর। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ আইন প্রয়োগে কার্যকর

ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অবশ্য এ ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণও রয়েছে। দেশের ৬৪টির মধ্যে মাত্র ২৬টি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার স্থানীয় দপ্তর আছে। অন্যান্য জেলাগুলোতে বৃহত্তর জেলা অফিস বা পার্শ্ববর্তী জেলা অফিস থেকে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে মাদকদ্রব্য চাষাবাদের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের রয়েছে নিজস্ব *ইন্টেলিজেন্স উইং*, আছে নিজস্ব *ইনফরমার*। বিশেষজ্ঞদের মতে, তা সত্ত্বেও এ দপ্তরের কার্যক্রম মূলত ৪টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সীমিত। বর্তমানে সংস্থার অনুমোদিত পদসংখ্যা ১২৭৪ হলেও কার্যত কর্মরত জনবলের পরিমাণ মাত্র প্রায় ৭০০ জন। সংস্থার কর্মকর্তাদের মতে, বিভিন্ন সময়ে শূণ্য পদগুলোতে জনবল নিয়োগের অনুমোদন প্রদানের জন্য বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সরকারের অনুমোদন মিলছেনা। ফলে এ স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে দেশব্যাপী যথাযথভাবে কার্যক্রম চালানো উক্ত সংস্থার পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। তবে, জনবল বৃদ্ধি করা হলেও দেশব্যাপী এ কার্যক্রম যথার্থভাবে পরিচালনা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবেশ অবক্ষয়ের এ দিকটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুশীল সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং অধিকহারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ নীতি-পরামর্শ ও উপসংহার

৫.১ নীতি-পরামর্শ

পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর সমস্যা বহুমুখী। শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলী উত্তোরণের মাধ্যমে কৃষি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সংশ্লিষ্ট সকল *সেক্টরের* সমন্বিত পরিকল্পনা, কর্মসূচি, প্রয়োজনীয় আইন এবং আইনী অনুশাসন। এ সমস্ত দিক বিচারে সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নে সামষ্টিক পর্যায়ের কিছু নীতি-পরামর্শ প্রদত্ত হলো ঃ

- পুরানো আইনের যথার্থ সংস্কার সাধন, প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

- আইন বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং জনগণের উজ্জীবিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা সম্প্রসারণ করতে হবে।

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গীকারে পরিণত করতে হবে।

- সাংবিধানিক আইন-কাঠামোয় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর আরো সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

- পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীসমূহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ও লাগসই *ম্যাকানিজমের* উদ্ভাবন করতে হবে এবং গৃহীত পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

- পরিবেশ নীতির আলোকে অচিরেই একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং তার যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- *NEC* ও *ECNEC* - এর কার্যক্রম বাস্তব সম্মতভাবে বৃদ্ধি ও গতিশীল করতে হবে।

- প্রণীত পরিবেশ নীতির উদ্দিষ্ট সামগ্রিকতার আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

- বিস্তারিত অবয়বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে আইনের মাধ্যমে সরকারের সামগ্রিক প্রশাসন যন্ত্রসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহজে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের মত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায়ও প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আন্তঃখাত কর্মসূচির মধ্যকার পারস্পরিক অসঙ্গতি দূর করতে হবে এবং সামষ্টিক পরিকল্পনার সাথে ব্যাষ্টিক পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

- টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে *NEMAP*-কর্মসূচি সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

- বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এবং কৃষকদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

- আইনের আওতায় সম্বোধিত নয়, টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার এমন সকল ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- বাস্তবতার নিরিখে বিদ্যমান আইনের সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করে আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বিস্তারিত অবয়বে প্রযোজ্য বিধিমালা তৈরি করতে হবে এবং এ সকল আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে লাগসই *ম্যাকানিজম* প্রবর্তন করতে হবে।

- উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ; অবকাঠামোগত ও ঋণ সুবিধাদির ক্ষেত্রে তাদের সহজতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে ; সুব্যবস্থিত ও জবাবদিহিমূলক সেচ-কর্তৃপক্ষসহ উৎপন্ন কৃষি পণ্যের একটি যৌক্তিক বাজার মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

- টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্য জৈব ও রাসায়নিক সার এবং জৈব উপাদানসমূহের সমন্বয়ে সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

- কৃষি ও কৃষি সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সুদৃঢ় করতে হবে।

- প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকায় বিদ্যমান অণু-পুষ্টির অভাব দূর করতে হবে এবং জমির ক্ষমতা ও উর্বরতার ওপর নির্ভর করে সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক উপযোগী কৃষি উৎপাদন ও ভূমির সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

- সেচ-কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি নির্ভর সেচ প্রকল্প উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- দেশের নদীবাহিত ব্যাপক জলাভূমিকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পানি ভাণ্ডার হিসেবে উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সেখান থেকে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচ-পানির অপর্যাপ্ততা দূর করতে হবে।

- টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ভূমি ব্যবহারের বিদ্যমান সমস্যাবলী যথার্থভাবে সম্বোধিত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাস্তবমুখী ও সমতাভিত্তিক কৃষি কাঠামোগত সংস্কার সাধন করতে হবে, যাতে সম্পদহীন জনগোষ্ঠী উদ্যোগী হওয়ার মত ক্ষমতাবান হতে পারে।

- কৃষি কাঠামোগত সংস্কারে কৃষি-সামাজিক-পরিবেশগত দৃষ্টিকোণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

- যথাযথ প্রযুক্তি নির্বাচন, টেকসই কৃষি ও অধিকতর সমতাভিত্তিক সুবিধা বিধানের লক্ষ্যকে নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত খামার ব্যবস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়াস নিতে হবে।

- খামার ব্যবস্থা, গবেষণা ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে বসতভিটা উৎপাদন ব্যবস্থার (*Homestead Production System*) অনুপুঙ্খ সমস্যা নির্ণয় ও তার সমাধানে লাগসই নকশা প্রণয়ন করতে হবে।

- পুনর্সঞ্চয়ন অযোগ্য এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে পরিচালিত সেচ প্রকল্প উন্নয়ন নিরুৎসাহিত করতে হবে।

- সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপী ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন কার্যক্রম কাম্য মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

- কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে গৃহীত সেচ ও অন্যান্য প্রকল্পের বাস্তবায়নে উদ্ভূত পরিবেশ সমস্যার উত্তোরণে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

- সুশীল সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী আন্দোলন, বিশেষত মাদকদ্রব্য চাষাবাদ ও উৎপাদন বিরোধী আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২ উপসংহার

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনগত কাঠামো পরিবেশ ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপযোগী নয়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইনের সংস্কার সাধন যেমন জরুরী, তেমনি বাস্তব সমস্যাবলী যথার্থভাবে সম্বোধিত হবে, এমন নতুন আইন প্রণয়নও অত্যাবশ্যক। আইন প্রণয়নে পরিবেশ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। প্রণীত আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেমন লাগসই *ম্যাকানিজমের* প্রবর্তন অপরিহার্য, তেমনি প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক সামাজিক সংগঠন। এক্ষেত্রে বিলম্বিত উপলব্ধি, অসমর্থ প্রতিষ্ঠান এবং বিচ্যুৎ আইনী অনুশাসন সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরো অবনতিশীল করবে।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো

[LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT IN BANGLADESH]

[যাচাই-তালিকার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে।]

যাচাই-তালিকা

<u>পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা, ১৯৯২</u>

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন
১। কৃষি খাত ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বাংলাদশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, গ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঘ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঙ। পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ছ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট, জ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।	১.১ কৃষিক্ষেত্রে কৃষির জৈবগুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের কোন সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে কি-না ।
ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, ঘ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।	১.২ (ক) রাসায়নিক কীটনাশক (Chemical Insecticide) ব্যবহার ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। (খ) দীর্ঘকাল ব্যাপী পরিবেশে বিষাক্ততা বিদ্যমান থাকে এবং ক্রমাগত পুঞ্জিভূত হয় (যেমন, ডিডিটি, ক্লোরিনেটেড হাইড্রো-কার্বনযুক্ত যৌগ) এরূপ বালাইনাশকের (Pesticide) উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। (গ) সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে কি-না।
ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১.৩ রাসয়নিক সার ব্যবহার যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিতকরণ এবং জৈব সার ব্যবহারে ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপে কী কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন
ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বন অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গ। মুখ্য আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঘ। প্লান্ট প্রটেকশন উইং, ঙ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।	১.৪ বিদেশী বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে কি-না।
ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। বন অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গ। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঘ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঙ। জেলা প্রশাসকগণ, চ। মুখ্য আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।	১.৫ কীট-পতঙ্গ নাশক বন্যপ্রাণি, যেমন ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণি ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশবৃদ্ধির জন্য কী কী ব্যবস্থ গৃহীত হয়েছে।
ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।	১.৬ এলাকাভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুকরণে কী কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
ক। পাট মন্ত্রণালয়, খ। শিল্প মন্ত্রণালয়, গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।	১.৭ কৃত্রিম (সিনথেটিক) আঁশের ব্যবহার হ্রাস এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
৫। পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঘ। এফ পি সি ও।	৫.১ পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণে পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental Audit) পরিচালনা করা হয়েছে কি-না এবং হয়ে থাকলে, ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করে তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতি রোধ ও দূষণ বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি-না।
ক। পরিকল্পনা কমিশন, খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ঘ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	৫.২ সকল প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয় কি-না এবং এতদসংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় কি-না।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন
ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ অধিদপ্তর, ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড, ঙ। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, চ। বস্ত্র পরিদপ্তর, ছ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।	৫.৩ দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্য যে কোন জলাশয়ে, গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোন প্রকার দূষিত বর্জ্য পরিশোধনের পূর্বে না ফেলার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঘ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঙ। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।	৫.৪ জাতীয় উদ্যোগের সাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মরু প্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে কী জাতীয় স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। স্থানীয় সরকার বিভাগ, গ। এফ পি সি ও।	৫.৫ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নীচে নেমে যাওয়া রোধকরণ এবং পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করণের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গ। এফ পি সি ও, ঘ। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা।	৫.৬ পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিয়মিত মনিটরকরণের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে।
৬। ভূমি ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, ঘ। স্থানীয় সরকার [illegible] ঙ। পূর্ত মন্ত্রণালয়, চ। বন [illegible]দপ্তর, ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর, জ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।	৬.১ ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভূমির উপযোগিতা শ্রেণীবিন্যাস (Land capacity and land suitability classification) করত ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষি কার্য, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
ক। কৃষি মন্ত্রণালয়, খ। বি এ ডি সি, গ। ভূমি মন্ত্রণালয়, ঘ। বন অধিদপ্তর।	৬.২ দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার রোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ঘ। বন অধিদপ্তর	৬.৩ ভূমি ক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন
ক। ভূমি মন্ত্রণালয়, খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গ। কৃষি মন্ত্রণালয়, ঘ। শিল্প মন্ত্রণালয়, ঙ। স্থানীয় সরকার বিভাগ চ। পূর্ত মন্ত্রণালয়।	৬.৫ পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, খ। কৃষি মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঘ। ভূমি মন্ত্রণালয়, ঙ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, চ। সার্ভে অব বাংলাদেশ, ছ। স্পারসো।	৬.৬ দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলে ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটার শেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/জরীপ ও গবেষণা কাজের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
১৪। শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গ। তথ্য মন্ত্রণালয়।	১৪.৭ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় পরিবেশ সংক্রান্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ বৎসর মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
ক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	১৪.৮ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তকরণে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
ক। ধর্ম মন্ত্রণালয়, খ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গ। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঘ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	১৪.৯ গণ-সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
১৬। আইনগত কাঠামো ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খ। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, গ। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।	১৬.১ পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন
ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	১৬.২ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার কথা। এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
ক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ।	১৬.৩ নতুন যে কোন আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঐ আইন পরিবেশ সম্মত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে কি-না।
১৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ক। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।	১৭.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারী সেক্টর ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে কি-না।
ক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, খ। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	১৭.২ সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি বাস্তবত যথার্থ কার্যকর কি-না।
ক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	১৭.৩ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে পরিবেশ অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করছে কি-না।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Agnihotri, S. P. . : *Environment Conservation Management and Planning*. Chugh Publication, Allahabad, 1992.

Agrawal, V. P. and Rana, S. V. S. ed. : *Environment and Natural Resources*. Jagmander Book Agency, New Delhi, 1990.

Ahmed, Murshed. : *Disaster Mitigation Strategies and Sustainable Development I-IX*, The New Nation, 01.06.1993 - 14.06.1993, Dhaka, 1993.

Akhter, Fahmida. : *Environment : Key Issues for Sustainable Development*. Diary, 15.06.1993, Dhaka, 1993.

Aminullah. : *Environment and Development*. Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar, 1992.

Aziz, Khalid. : "Environmental Issues and Problems in Pakistan". *Pakistan Administration* ; a Journal of Pakistan Administrative Staff College, Vol. XXIX - XXXI, July-Dec., 1992 -- January-June 1994, No. 2 & 1, Lahore, 1994.

Barbier, Edward B. and Burgess, Jranne C. : *Agricultural Pricing and Environmental Degradation*. Background Paper for World Development Report 1992, The World Bank, 1992.

Biswas, Asit K. : "Irrigation and Environmental Management : Some Major Issues for Developing Countries". In : *Developing and Improving Irrigation and Drainage System*, The World Bank, Washington D. C. 1992.

Biswas, Asit K. ed. . : *Water Management and Environment in Latin America*. Pergamon Press, Vol. 12, 1979.

Chaturvedi, M. C. . : *Water Resources Systems Planning and Management*. Tata Mc-graw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1987.

Dean, P. B. & Treygo, W. : *The Environment and Development in Bangladesh*. Canadian International Development Agency, Dhaka, 1989.

Dugar, B. R. : Sustainable Development for Peaceful Co-existence; in : Shastreev Nalin K. ed. : *Environmental Resource Management*. Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997.

Farooque, Mohiuddin. : *Laws and Custom on Forests in Bangladesh : Issues & Remedies*. BELA, The Ford Foundation, Dhaka, 1997.

Farooque, Mohiuddin and Hasan, S. Rizwana. : *Laws Regulating Environment in Bangladesh.* BELA, The Ford Foundation, Dhaka, 1996.

Government of the People's Republic of Bangladesh. : *National Environment Management Action Plan (NEMAP), 1995,* Ministry of Environment and Forest, Vol. 1a : Summary, 1995.

Government of the People's Republic of Bangladesh. : *Introducing DOE.* Department of Environment, June 1997.

Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Fifth Five Year Plan 1997-2002.* Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1997.

Graves, Norman J. ed. : *Land, Water and Mineral Resources in Science education.* Pergamon Press, 1987.

Hasanuzzaman, S. M. : "Nutrition and Environmental Issues and Agricultural Planning". In : *Environment and Development in Bangladesh,* Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994.

Hassan, Hassan M and Hutchinson, Charles. ed. . : *Natural Resource and Environmental Information for Decisionmaking.* The World Bank, Washington D. C., 1992.

Huq, Fazlul. : *Environmental Awareness : Transforming Attitudes and Practices for Attaining Sustainable Development.* The New Nation, 16.11.1994, Dhaka, 1994.

Huq, Salemul and Haque, Mahfuzul. : *Environmental Planning in Bangladesh : Some Experiences and Lessions.* Paper presented in National Taining Workshop on Sustainable Economic Modeling, ESCAP-BPATC, Dhaka, 1997.

Imam, Kazi Hasan. : Naturkatastrophen und Armut der Menschen ----- Ansaetze praeventiver Umweltverwaltung in Bangladesch. in : *Entwicklungsrecht und sozial-oekologische Verwaltungspartnerschaft,* Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Band 116, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 199-208.

Islam, S. : "The Declining Soil Quality". In : Rahman, A. A. et al. eds. : *Environmental Aspects of Surface Water System of Bangladesh,* University Press Ltd, Dhaka, 1990.

Khan, Md. Amjad Hossain. : "Environmental Aspects of Surface Water Development Projects in Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh,* Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994.

Mathur, Mahesh. : *Legal Contorl of Environmental Pollution : Jurisprudence & Laws Applicable to Environmental Violation & Prevention.* Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996.

Munasinghe, Mohan. ed. . : *Environmental Economics and Natural Resources Management in Developing Countries*. CIDIE, The World Bank, Washington D. C., 1993.

Nishat, Ainun. : *Key Issues of Environmental Concern for Bangladesh*. Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993.

Patel, M. K. : Pesticides : Environmental Hazards. In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997.

Prakash, Ram. ed. . : *Man, Science and Environment*. Ashish Publishing House, New Delhi, 1993.

Prasad, D. : "Environmental Resource Management : Issues and Strategies", In : Shastree, Nalin K. : *Environmental Resource Management*, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997.

Rahim, A. M. A. . : *Structural Adjustment, Environment and Sustainable Development*. The Bangladesh Observer, 13.12.1994, Dhaka, 1994.

Rahman, A. Atiq et at. ed. . : *Environment and Development in Bangladesh*. University Press Limited, Vol. one & two, Dhaka, 1994.

Rahman, Atiur. : "The Impact of Shrimp Culture on the Coastal Environment". In : *Environment and Development in Bangladesh*, University Press Limited, Vol. One, 1994.

Rahman, Reazur M. : "Environmental Aspects of Soils". In : *Environment and Development in Bangladesh*, Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994.

Repetto, Robert. : Economic Incentives for Sustainable Production; in : Schramm, Gunter and Warford, Jeremy J. ed. : *Environmental Management and Economic Development*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and Londonv 1994.

Sapru, R. K. ed. : *Environment Management in India*. Ashish Publishing House, New Delhi, Vol. I & II, 1987.

Schramm, Gunter and Warford, Jeremy J. ed. . : *Environment Management and Economic Development*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993.

Serageldin, Ismail. : Promoting Sustainable Development : Towards a new Paradism; *Valuing the Environment*, The World Bank, Washington D. C. , 1994.

Shastree, Nalin K. : "Managing Environmental Resources for Sustainability"; In : Shastree, Nalin K. ed. : *Environmental Resources Management*. Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1997.

Siddiqui, Kamal. : "Land Resources of Bangladesh". In : *Environment and Development in Bangladesh*; Vol. Two, University Press Limitted, Dhaka, 1994.

Steer, Andrew. : *The Environment for Development.* The Bangladesh Observer, 05.07.1992, Dhaka, 1992.

Taher, Mohiuddin. : "Export Earning at Stake : Pesticide Residue in Vegetable and Fish". In : *পরিবেশ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা,* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৬।

Thakur, Kailash. : *Environmental Protection Law and Policy in India.* Deep & Deep Publications, New Delhi, 1997.

The World Bank. : *World Development Report, 1992 : Development and the Environment.* Oxford University Press, New York, 1992.

Trivedi, Priya Ranjan. : *International Environmental Laws.* APH Publishing Corporation in association with Indian Institute of Ecology & Environment, New Delhi, 1996.

Turner, R. Kerry. ed. . : *Sustainable Environmental management : Principles and Practice.* CBS Publishers & Distributors (P) Limited, New Delhi, 1992.

Yudelman, Montague. : "Environment and Irrigation". In : *Dam Safety and the Environment*, The World Bank, Washington D. C. , 1998.

আনাম, মাহ্‌ফুজ. ঃ ''পরিবেশ রিপোর্টিং ঃ প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা''. ফারূক, মোহিউদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত *ঃ পরিবেশ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা,* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৬।

আলম, জাফর. ঃ *বন্যারোধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ.* নাগর নদী পুনঃখনন প্রকল্প, দৈনিক খবর, ২৫.০৩.১৯৮৯, ঢাকা, ১৯৮৯।

আলম, সৈয়দ শামসুল, ঃ ''পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কৌশল ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'', *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-৩৯ ।

আলী, এ. কে. এম. ঃ *পরিবেশ আইন ও বাংলাদেশ.* আল-মুজাদ্দেদ, ২৫.০৩.১৯৯৫, ঢাকা, ১৯৯৫।

ইমাম, কাজী হাসান. ঃ "পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত", *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, চতুর্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫।

ইমাম, কাজী হাসান. ঃ "পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ ঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত", *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৯৬।

ইমাম, কাজী হাসান. ঃ *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত.* একটি গবেষণা মিমিও, ১৯৯৬।

ইমাম, কাজী হাসান. ঃ "পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা"; *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৬।

ইমাম, মুহাম্মদ হাসান. ঃ "বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ''. *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৬।

ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল. ঃ ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের পরিবেশ সংরক্ষণে অঙ্গীকার''. ফারূক, মোহিউদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত ঃ *পরিবেশ ঃ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা,* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৫।

কবীর, এ. কে. এম. আখতারুল. ঃ *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় উচ্চফলনশীল বীজ পরিবেশ নষ্ট করছে* দৈনিক জনতা, ১৬.০৩.১৯৯২, ঢাকা, ১৯৯২।

কাদের, মুহাম্মদ আব্দুল. ঃ ''ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা''. *লোক-প্রশাসন সাময়িকী,* পঞ্চম সংখ্যা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান.* আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯১।

চৌধুরী, জহিরউদ্দিন. ঃ *বন্যা সমস্যা ও কিছু সুপারিশ,* দৈনিক সংবাদ, ২২.০৯.১৯৯৭, ঢাকা, ১৯৯৭।

জুবেরী, মুহাম্মদ ইকবাল. ঃ *বরেন্দ্র এলাকায় মরুপ্রবণতা রোধ কর্মসূচি বাস্তব সম্মত নয় --- পরিবেশ উন্নয়ন অথবা অস্তিত্বের বিলুপ্তি.* দৈনিক সংবাদ, অর্থনীতির পাতা, ১৪.০৭.১৯৮৬, ঢাকা, ১৯৮৬।

ফারুক, মোহিউদ্দিন ও অন্যান্যেরা. ঃ *পরিবেশ ঃ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা.* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৫।

ফারুক, মোহিউদ্দিন ও অন্যান্যেরা. ঃ *পরিবেশ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা.* বেলা, ঢাকা, ১৯৯৬।

বাংলার বাণী. ঃ *ধরিত্রী সম্মেলনের শর্ত আনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোকে পরিবেশ বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে.* তারিখ ঃ ০৫.০৯.১৯৯৩, ঢাকা, ১৯৯৩।

মঈনউদ্দীন, ফারুক. ঃ *কৃষি বিপণনে মুক্তবাজারের স্বপ্নভঙ্গ; ভোরের কাগজ,* ১৮.১১.১৯৯৫, ঢাকা, ১৯৯৫।

শামসির, মুসা বিন. ঃ *আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্যা সমাধান,* দৈনিক দেশ, ১২.১১.১৯৮৮, ঢাকা, ১৯৮৮।

সিদ্দিকী, গিয়াস. ঃ *সবুজ স্বর্গ ঃ বনদস্যুদের তৎপরতা.* পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৪।

সিদ্দিকী, গিয়াস. ঃ ''যে লড়াইয়ে জয়ের সম্ভাবনা নেই তবুও লড়ে যেতে হবে''; *পরিবেশ ও আমরা,* পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৩।

হক, এস. এম. ইমামুল. ঃ *বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও পরিবেশ.* দৈনিক মিল্লাত, ০৪.০৫.১৯৯৩, ঢাকা, ১৯৯৩।